CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-60 ■ 30 November, 2025 ■ আগরতলা ৩০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ১৩ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

শিশু পাচারকারী সন্দেহে গণপিটুনি যুবককে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। ত্রিপুরার তেলিয়ামুড়া থানাধীন ইচারবিল যোলঘরিয়া এলাকায় শনিবার সকালে ঘটলো চাঞ্চল্যকর ঘটনা। শিশু পাচারকারী সন্দেহে এক অপরিচিত যুবককে আটক করে বেধড়ক মারধর করে উত্তেজিত জনতা। মুহূর্তেই এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে তীব্র উত্তেজনা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ওই অপরিচিত ব্যক্তি এলাকার শিশুদের সঙ্গে সন্দেহজনকভাবে কথাবার্তা বলছিলেন বলে অভিযোগ। এ দৃশ্য দেখে এলাকাবাসীর সন্দেহ হয় এবং তারা তাকে ঘিরে ধরে। এরপর শুরু হয় মারধর। রাস্তায় ফেলে গণপিটুনির ফলে গুরুতর জখম অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ওই ব্যক্তি।

খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং আহত যুবককে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে। পুলিশ জানিয়েছে, আহত ব্যক্তি বিহার রাজ্যের বাসিন্দা। তবে তিনি কেন ওই এলাকায় উপস্থিত ছিলেন, তা নিয়ে চলছে জিজ্ঞাসাবাদ।

ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশ টহল বাড়ানো হয়েছে। এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে প্রশাসন।

আইন নিজ হাতে তুলে নেওয়া যে বিপজ্জনক এবং বেআইনিইচারবিলের এই ঘটনায় তা আবারও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ভারত সহ বিশ্বব্যাপী আকাশ যাত্রায় বড় ধরনের বিঘ্ন

৩২০ বিমানের সফটওয়্যার আপডেট

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর ।। আয়ারবাসের একটি জরুরি সফটওয়্যার আপডেটের কারণে ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিমান চলাচলে ব্যাপক বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে। আয়ারবাস এ৩২০ পরিবারভুক্ত বিমানগুলোর জন্য এ সফটওয়্যার আপডেটটি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ভারতের মধ্যে ইন্ডিগো, এয়ার ইন্ডিয়া এবং এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের ৩০০টিরও বেশি বিমান এই আপডেটের আওতায় পড়বে, যার ফলে আগামী ২-৩ দিন এসব বিমান গ্রাউন্ডেড থাকবে। বিমান চলাচলের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে আগামী সোমবার বা মঙ্গলবার পর্যন্ত সময় লাগতে পারে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

বিশ্বব্যাপী প্রায় ৬,০০০টি এ৩২০ বিমানে এ সফটওয়্যার আপডেটটি প্রভাব ফেলবে। আয়ারবাসের এই নির্দেশনা বিশ্বব্যাপী বড় ধরনের বিভ্রাট সৃষ্টি করতে পারে, কারণ আয়ারবাস ও বোয়িং বিশ্বের ৭৫ শতাংশ বাণিজ্যিক বিমান বহরের নিয়ন্ত্রণ করে, ফলে কোনো বড় রিকল বা সফটওয়্যার আপডেটের ফলে বিমান চলাচলে ব্যাপক প্রভাব পড়ে।

আয়ারবাস সম্প্রতি একটি বিমানে ঘটিত দুর্ঘটনা অনুসন্ধানে প্রকাশ করেছে যে, 'তীব্র সোলার রেডিয়েশন' বিমানটির ফ্লাইট কন্টোল সিস্টেমের জন্য প্রয়োজনীয় ডেটা নষ্ট করতে পারে। এই ঘটনা পরবর্তী সময়ে কোম্পানি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, তাদের এ৩২০, এ৩১৯, এ৩২১ এবং এ৩১৮ মডেলের বিমানে একটি সফটওয়্যার আপডেট জরুরি।

ভারতের তিনটি প্রধান এয়ারলাইনইন্ডিগো, এয়ার ইন্ডিয়া ও এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসএই আপডেটের কারণে অপারেশনাল সমস্যার মুখোমুখি হবে। ভারতের মোট প্রায় ৪০০টি বিমান এই আপডেটের আওতায় পড়বে।

আয়ারবাসের নির্দেশ অনুযায়ী, ফ্লাইট কন্টোল সিস্টেমের ঝুঁকি কাটিয়ে উঠতে বিমানগুলোর সফটওয়্যার আপডেট করা জরুরি।

এখন পর্যন্ত কোনো ফ্লাইট ক্যান্সেল করা হয়নি, তবে অনেক ফ্লাইটে ৬০ থেকে ৯০ মিনিট পর্যন্ত বিলম্ব হয়েছে। ইন্ডিগো জানিয়েছে, তারা নির্ধারিত সফটওয়্যার আপডেট সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় কাজ করছে এবং কিছু ফ্লাইটের সময়সূচিতে সামান্য পরিবর্তন হতে পারে।

এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তাদের অধিকাংশ বিমান প্রভাবিত হয়নি, তবে আয়ারবাসের এই নির্দেশনা আন্তর্জাতিকভাবে কার্যকর হওয়ায় কিছু বিলম্ব বা বাতিল হতে পারে। এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে যে, তাদের বিমানের সফটওয়্যার

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জলে ডুবে মৃত্যু কৃষকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। ধান কাটতে গিয়ে গোলাঘাটি পঞ্চায়েত এলাকার দুলাল দেবনাথ পুকুরে ডুবে মারা গেছেন।

প্রত্যক্ষ সূত্রে জানা যায়, দুলাল দেবনাথ ধান কাটার জন্য মাঠে গিয়েছিলেন। দীর্ঘ সময়ে তিনি ফিরে আসেননি। এরপর তাঁর স্ত্রী এসে দেখতে পান তিনি জমির পাশে থাকা পুকুরে পড়ে আছেন। স্থানীয়রা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করার চেষ্টা করলেও দুঃখজনকভাবে তিনি মারা যান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ। পুলিশ দুলাল দেবনাথের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে।

কালা শ্রম কোড বাতিল সহ ৯ দফা দাবিতে কিষাণ কংগ্রেসের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্যের কৃষকরা নানা সমস্যার মধ্য দিয়ে চলেছেন। দেশ ও রাজ্যের কৃষিজীবি শ্রমজীবিদের বেঁচে থাকার ন্যায্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সরব হয়েছে কিষান কংগ্রেস। আজ কৃষকদের স্বার্থ সম্বলিত ৯ দফা দাবিতে জেলা শাসকের নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে নেতৃত্বরা।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রদেশ কংগ্রেস মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী বলেন, বর্তমান সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী সিদ্ধান্তের ফলে কৃষক---শ্রমিকরা চরম সমস্যার মধ্যে পড়েছেন। তিনি আরও জানান, বর্তমান সরকারের নীতির কারণে কৃষিক্ষেত্রে নৈরাজ্য তৈরি হয়েছে।

কৃষকরা ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না, সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তার অভাবে ফসলের ক্ষতি হচ্ছে, আবার মৌসুমে সার-বীজের সংকট দেখা দিচ্ছে।

এমন পরিস্থিতিতে কৃষকদের সমস্যার দ্রুত সমাধান না হলে কিষান কংগ্রেস বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে।

ডেপুটেশনে কৃষক—স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যেসব গুরুত্বপূর্ণ দাবি তুলে ধরা হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, অবিলম্বে কালা শ্রম কোড বাতিল করা, কৃষকদের রেগার মজুরি বৃদ্ধি, ভারত---বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার গেট খোলার সময়সীমা বৃদ্ধি, সময়মতো সার ও বীজ সরবরাহ, সীমান্ত এলাকায় ফ্লাডলাইট স্থাপনের কারণে কৃষিজমির ক্ষয়ক্ষতি নিরপেক্ষ তদন্ত, ক্ষতির পরিমাণ অনুযায়ী উপযুক্ত ভর্তুকি প্রদান করা।

বাড়ির সামনে অগ্নিদগ্ধ টিএসআর জওয়ান, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। গভীর রাতে উদয়পুরের ডাকবাংলা রোড এলাকায় রহস্যজনক পরিস্থিতিতে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে টিএসআর ১১ নম্বর ব্যাটেলিয়নের এক জওয়ান। জওয়ানের নাম সুজন দাস (৩২)।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গতকাল গভীর রাতে হঠাৎই এলাকার বাসিন্দারা বাড়ির সামনে চিৎকার শুনে বাইরে বেরিয়ে আসেন। তারা দেখতে পান সুজন দাস দগ্ধ অবস্থায় রাস্তার পাশে লুটিয়ে পড়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে স্থানীয়রা দমকলবাহিনীকে খবর দিয়েছেন। দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপির লক্ষ্য বাংলার মানুষকে মুক্তি দেওয়া ঃ সাংসদ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। তৃণমূল সরকারের কারণে বাংলায় উন্নয়ন ও বিকাশ যথাযথভাবে পৌঁছাচ্ছে না। তাই বিজেপির লক্ষ্য একটাই বাংলার মানুষকে মুক্তি দেওয়া। নদিয়ায় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে এমনটাই দাবি করলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

বিপ্লব কুমার দেব বলেন, নির্বাচন একটি গনতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। কিন্তু বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কতটুকু গনতান্ত্রিক তা গোটা রাজ্য জানে। তিনি নিজে উন্নয়নমূলক কাজ করেন না এবং অন্যকেও করতে দেন না।

তিনি আরও বলেন, বঙ্গের দীর্ঘ ৩৫ বছরের কমিউনিস্ট শাসনকালের পরও মানুষের দূর্ভোগ ছিল। আজ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই কমিউনিস্টদের পথ অনুসরণ করে শাসনভার চালাচ্ছেন।

সিসি রোড নির্মাণে দুর্নীতির অভিযোগ উত্তপ্ত গ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ২৯ নভেম্বর।।পশ্চিম হরিণা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাবুগ্রাম ০১ নম্বর ওয়ার্ডে সিসি রোড নির্মাণকে কেন্দ্র করে গ্রামে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেছেন, সাতচাঁদ আর.ডি. ব্লকের লেডি টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার তামান্না দেব (চক্রবর্তী) সরকারি বরাদ্দের রড, সিমেন্ট ও পাথর অন্যত্র নিয়ে যাচ্ছেন এবং স্থানীয়দের চোর হিসেবে উপস্থাপন করছেন।

প্রাক্তন প্রধান মিলন দেব জানান, টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার নিজে দুপুরবেলা একটি লাল গাড়িতে রড-সিমেন্ট বোঝাই করে অন্যত্র নিয়ে গেছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন, বরাদ্দকৃত সামগ্রী যথাযথভাবে ব্যবহার না করে রোডের নির্মাণ মানও খুবই নিম্নমানের করা হয়েছে। গ্রামবাসীর অভিযোগ, রোডের উচ্চতা ঠিকভাবে বজায় রাখা হয়নি, রডের জালি কম ব্যবহার করা হয়েছে এবং সিসি রোডটি ফাটল ধরেছে।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শুক্রবার গভীর রাতে কিছু উচ্ছৃঙ্খল যুবক রাজধানী আগরতলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশ প্রশাসন ও সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করে। উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে শনিবার রাতে পুলিশ একটি স্বত:প্রনোদিত মামলা গ্রহণ করে এবং শহরে উচ্ছৃঙ্খলা ও সরকারি সম্পতি নষ্ট করার দায়ে এনসিসি থানার পুলিশ ৮ যুবককে আটক করে।

২০২৯-৩০ সালের মধ্যে

আলু উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্য ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ নভেম্বর।। আজ কাঞ্চনপুরে এক উল্লেখযোগ্য কৃষি উদ্যোগ প্রত্যক্ষ করা গেল, যেখানে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ আলু চাষি জ্যোতির্ময় দাস এবং ধনঞ্জয় দাসের জমিতে গিয়ে এআরসি (অটোমেটিক রিজ কাল্টিভেশন) পদ্ধতিতে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৃষক স্বার্থে ৯ দফা দাবিতে ধর্মনগরে কিষান কংগ্রেসের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৯ নভেম্বর।। ত্রিপুরা প্রদেশ কিষান কংগ্রেসের উদ্যোগে আজ ধর্মনগরে কৃষক স্বার্থরক্ষায় এক গুরুত্বপূর্ণ ডেপুটেশন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। কৃষকদের নিত্যদিনের সমস্যাকে কেন্দ্র করে ৯ দফা দাবিপত্র রাজ্যের মুখ্য সচিবের উদ্দেশ্যে উত্তর জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসকের নিকট জমা দেয় উত্তর জেলা কিষান কংগ্রেস কমিটি।

ডেপুটেশনে কৃষক—স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যেসব গুরুত্বপূর্ণ দাবি তুলে ধরা হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, কৃষকদের রেগার মজুরি বৃদ্ধি, ভারত—বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার গেট খোলার সময়সীমা বৃদ্ধি, সময়মতো সার ও বীজ সরবরাহ, সীমান্ত এলাকায় ফ্লাডলাইট স্থাপনের কারণে কৃষিজমির ক্ষয়ক্ষতি নিরপেক্ষ তদন্ত, ক্ষতির পরিমাণ অনুযায়ী উপযুক্ত ভর্তুকি প্রদান কিষান কংগ্রেস নেতৃত্বের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্যের কৃষকরা নানা সমস্যার মধ্য দিয়ে চলেছেন। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী এলাকার কৃষকরা অতিরিক্ত ভোগান্তির শিকার। তাই সরকারকে দ্রুত এসব দাবি পূরণে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়।

ডেপুটেশন প্রদানের সময় উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্য চয়ন ভট্টাচার্য, জেলা

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা,৩০ নভেম্বর,২০২৫ ইং
১৩ অগ্রহায়ণ, রবিবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

অনুপ্রবেশ রাজনীতি ও বাস্তবতা

কোন প্রদেশ ইস্যু মিয়া রাজনীতি দীর্ঘদিন ধরিয়াই চলিতেছে। কোন প্রবেশ সমস্যা সমাধানের বাস্তব সম্মত কোন সমাধান খুজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।

ভারত---বাংলাদেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশ নিয়া গণমাধ্যমে প্রচুর আলোচনা হইয়া থাকে। প্রধানত বলা হয় বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা ভারতে ঢুকিতেছে। তাহারা কাজের সন্ধানে আসে এবং সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। দিল্লি, মুম্বাই, বেঙ্গালুরু বা ভারতের অন্য বড় শহরে কোনো বাঙালি শ্রমজীবী নারী-পুরুষকে দেখিলেই তাহাকে বাংলাদেশি বলা হয় এবং দুর্ব্যবহার করা হয়। রাজনীতিবিদরা প্রায়ই এই বিষয়টি প্রতিপক্ষকে বদনাম করিতে ব্যবহার করেন। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের সময় বিরোধীরা নিয়মিত অভিযোগ করত যে শাসকদল অনুপ্রবেশকে উৎসাহ দিতেছে, রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড এবং অন্যান্য সুবিধা দিচ্ছে যাতে এই অনুপ্রবেশকারীরা আমাদের সমাজে মিশিয়া যাইতে পারে।

অভিযোগ ছিল, এভাবে তাহাদের শেষ লক্ষ্য হইল শাসকদলের অনুগত ভোটার হিসেবে এই মানুষদের অন্তর্ভুক্ত করা। এখন পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি একই ধরনের আওয়াজ তুলিয়াছে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। সম্প্রতি বিহার নির্বাচনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, বিহারকে অনুপ্রবেশকারী বা 'ঘুসপেঠিয়া'দের থেকে মুক্ত করা হইবে। এইভাবে রাজনৈতিক তির্যক কথাবার্তা চলিতেই থাকে। এই শোরগোলের মধ্যে আমরা ভুলে যাই ভারত—বাংলাদেশ সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব কাহার, তারা আদৌ কাজ করিতেছে কি না এবং লোকসভা-বিধানসভার মাধ্যমে তাহারা ভারতের জনগণের কাছে কতটা দায়বদ্ধ।ভারত---বাংলাদেশ সীমান্তের দৈর্ঘ্য ২৫০০ কিলোমিটারের বেশি, যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ (১২০০ কিমি), আসাম, ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের অংশ রহিয়াছে। সবচেয়ে বড় অংশ পড়ে পশ্চিমবঙ্গের সীমানা জুড়িয়া। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ২৭২ কিলোমিটার সীমান্ত সম্পূর্ণ নদীনির্ভর, যেখানে বেড়া দেওয়া অসম্ভব। এর মধ্যে রহিয়ায়েছে সুন্দরবন, উত্তর ২৪ পরগনার টাকি, বসিরহাট ইত্যাদি অঞ্চল। নদীপথে সীমিত টহল ছাড়া এই অংশে সীমান্ত রক্ষার কোনো বাস্তব উপায় নাই। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। তার পর থেকেই নানা সমস্যা শুরু হয় এবং আজও চলিতেছে। সমস্যাগুলি হইল অনুপ্রবেশ, মানবপাচার, চোরাচালান, অস্ত্রচোরাচালান এবং কখনও কখনও চরমপন্থী বা জঙ্গিদের যাতায়াত। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের জন্মের পর পরিস্থিতি আরও জটিল হইয়া ওঠে। ১৯৭২ সালে ইন্দিরা—মুজিব চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেখানে দুই দেশের নাগরিকদের চলাচল সংক্রান্ত একটি ধারা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বাংলাদেশি নাগরিকরা বৈধ ভিসা নিয়া ভারতে প্রবেশ করিলে ছয় মাসের মধ্যে ফরেনার্স রেজিস্ট্রেশন অফিস বা বিদেশি নিবন্ধন দফতরে নাম নথিভুক্ত করিতে হয় না। অন্য দেশের নাগরিকদের ক্ষেত্রে এক সপ্তাহের মধ্যে এটি বাধ্যতামূলক। পাকিস্তানিদের ক্ষেত্রে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই করিতে হয় এবং ভিসায় উল্লেখিত পয়েন্ট ছাড়া অন্য কোথাও যাইতে হইলে এফআরও-র অনুমতি লাগে। বাংলাদেশের নাগরিকদের এই ছাড়ের ফলে তাহারা বৈধভাবে ভারতে ঢুকেই সহজে অদৃশ্য হইয়া যাওয়ার প্রচুর সুযোগ পায়! আমরা এই বাস্তবতাকে উপেক্ষা করিয়া শুধুই অনুপ্রবেশ নিয়া শোরগোল করি।দুঃখজনক যে, এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কখনোই লোকসভা, রাজ্যসভা বা বিধানসভায় বিশদ আলোচনার বিষয় হয় না। গণমাধ্যমে আমরা দেখি, রাজনীতিবিদেরা একে অপরকে অনুপ্রবেশ উৎসাহিত করিবার অভিযোগে দোষী করেন। কিন্তু অনুপ্রবেশ ঠেকানোর দায়িত্বে থাকা বিএসএফ-এর ভূমিকা নিয়া কথা হয় না। গত বছর সিবিআই এক বিএসএফ কমান্ড্যান্টকে চোরাচালান চক্রে যুক্ত থাকিবার অভিযোগে গ্রেপ্তার করিয়াছিল, তারপর আর কিছু জানা যায়নি। একবার এক সিনিয়র বিএসএফ কর্মকর্তাকে দুই বছরে কত অস্ত্র বা বিস্ফোরক উদ্ধার হইয়াছে এই প্রশ্ন করিলে তিনি সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি।

মূল কথা হইল, ভারত—বাংলাদেশ সীমান্ত সমস্যা অত্যন্ত গুরুতর। এখানে আমলাতন্ত্র এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, বিশেষত সীমান্তরক্ষী বিএসএফ-এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি কোনো রাজনৈতিক দলবাজির বিষয় নয়,দেশের নিরাপত্তার প্রশ্ন। এই মুহূর্তে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কঠোর জবাবদিহি নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।

যুক্তরাষ্ট্র আফগান পাসপোর্টধারীদের জন্য সব ভিসা সেবা বন্ধ করেছে, আশ্রয় প্রার্থীদের সিদ্ধান্তও স্থগিত

নয়া দিল্লি, ২৯ নভেম্বর : আফগান পাসপোর্টধারীদের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সমস্ত ভিসা সেবা স্থগিত করেছে। এই সিদ্ধান্তটি আসে মাত্র কয়েকদিন পর, যখন একজন আফগান নাগরিক হোয়াইট হাউসের কাছে এক জাতীয় গার্ড সদস্যকে গুলি করে হত্যা এবং অপর একজনকে আহত করে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর এক পোস্টে জানিয়েছে, 'পররাষ্ট্র দপ্তর তাতণিকভাবে আফগান পাসপোর্টধারীদের জন্য ভিসা ইস্যু বন্ধ করে দিয়েছে।' পররাষ্ট্র সচিব মার্কো রুবিও যোগ করেন, 'জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষা করতে আমাদের সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে এবং আমেরিকার জনগণের নিরাপত্তা আমাদের প্রধান অগ্রাধিকার।'

এছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রের সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস ঘোষণা করেছে যে তারা সমস্ত আশ্রয় রায় স্থগিত করেছে। ইউএসসিআইএস পরিচালক জোসেফ বি. এডলো এক পোস্টে বলেন, 'ইউএসসিআইএস নিশ্চিত করতে পারবে না যে প্রতিটি বিদেশীকে সর্বোচ্চ স্তরের সুরক্ষা ও পর্যালোচনা ছাড়া আশ্রয় রায় দেওয়া হবে না। আমেরিকার মানুষের নিরাপত্তাই সর্বাগ্রে।' এর আগে, পররাষ্ট্র দপ্তর আফগানদের সকল অভিবাসন আবেদন স্থগিত করেছিল, যখন তারা নিরাপত্তা পর্যালোচনা করছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই হামলাকে 'সন্ত্রাসী আক্রমণ' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন এবং বলেন, তিনি বিদেশিদের 'যারা এখানে নেই' তাদের বের করে দেওয়ার জন্য কাজ করবেন। তবে আফগানদের পুরো জাতিকে দায়ী করা হবে কিনা, এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'না, কিন্তু আমরা আফগানদের সঙ্গে অনেক সমস্যা পেয়েছি... কোন ধরনের চেকিং ছিল না! তারা শুধু বিমানে উঠে পড়েছিল।'

হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের কর্মকর্তারা হামলাকারী হিসেবে রহমানুল্লাহ লাকানওয়ালকে চিহ্নিত করেছেন, যাকে 'আফগানিস্তানের একজন অপরাধী বিদেশী' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে গ্রেপ্তার হন। কর্মকর্তারা জানান, লাকানওয়াল ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাইডেন প্রশাসনের "অপারেশন অ্যালাইজ ওয়েলকাম" এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছিলেন, যা তালিবান শাসনের পর আফগানদের পুনর্বাসন করেছিল। পরে, তাকে ট্রাম্প প্রশাসনের অধীনে আশ্রয় দেওয়া হয়।

হামলার পর, ট্রাম্প ঘোষণা করেন যে তিনি 'সর্বত্র তৃতীয় বিশ্ব দেশের' অভিবাসন স্থায়ীভাবে বন্ধ করবেন এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট বাইডেনের অধীনে 'অবৈধ প্রবেশ' বন্ধ করবেন। তিনি আরো বলেন, তিনি নিরাপত্তার ঝুঁকি হিসাবে দেখা বিদেশিদের দেশে ফেরত পাঠানোর পরিকল্পনা করছেন এবং যারা জননিরাপত্তার জন্য হুমকি, তাদের নাগরিকত্ব বাতিল করবেন।

ভূমিকম্প নিয়ে যত প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে মানুষ

তারেকুজ্জামান শিমুল

বাংলাদেশে অল্প সময়ের ব্যবধানে তিনবার ভূমিকম্প অনুভূত হওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে এ নিয়ে এক ধরনের উদ্বেগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশেষ করে, শুক্রবারের ভূমিকম্পে ১০ জনের মৃত্যু এবং বিভিন্ন এলাকায় ভবন হেলে পড়া ও ফাটলের ঘটনায় অনেকেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন।

এ অবস্থায় নিজেদের নিরাপদ রাখতে ভূমিকম্প সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের তথ্য জানার চেষ্টা করছেন সাধারণ মানুষ। এক্ষেত্রে তথ্য জানার সহজ মাধ্যম হিসেবে অনেকেই আশ্রয় নিচ্ছেন সার্চ ইঞ্জিন গুগলের।

বাংলাদেশে গত তিন দিনে ভূমিকম্প নিয়ে গুগলে যেসব বিষয় সবচেয়ে বেশি খোঁজ করেছেন মানুষ, ভূতত্ত্ববিদ ও ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে সেগুলোর মধ্য থেকে শীর্ষ কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর জানার চেষ্টা করেছে বিবিসি বাংলা। বাংলাদেশে কোন এলাকা বেশি ভূমিকম্প ঝুঁকিতে? ভূকম্পনের ঝুঁকি বিবেচনায় বাংলাদেশকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। এর মধ্যে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের একটি অংশকে "উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল" হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্যমতে, সিলেট, ময়মনসিংহ এবং রংপুর , ঢাকা, কুমিল্লা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের কিছু অংশ ভূমিকম্পের উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে। এর মধ্যে সিলেট বিভাগের চারটি জেলায় বড় মাত্রার ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে। একইভাবে, ময়মনসিংহ বিভাগের পাঁচটি জেলাও ভূমিকম্পের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। ঢাকা বিভাগের মধ্যে টাঙ্গাইল, গাজীপুর, নরসিংদী জেলার অংশ বিশেষ, পুরো কিশোরগঞ্জ জেলা এবং কুমিল্লা বিভাগের মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া বড় মাত্রার ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে।

এছাড়া খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটি জেলার উত্তরাংশও ভূমিকম্পের উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে। অন্যদিকে, ঢাকা, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, কুমিল্লা, চাঁদপুর, ফেনী, নোয়াখালী, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নওগাঁ, রাজশাহী, নাটোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জের অংশ বিশেষ এবং চট্টগ্রাম মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে। আর ভূমিকম্পের তুলনামূলক কম ঝুঁকিতে রয়েছে খুলনা ও বরিশাল বিভাগের জেলাগুলো। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাংলাদেশে বড় ভূমিকম্পের প্রধান দু'টি উৎসের একটি হলো "ডাউকি ফল্ট"। এটি ভারতের শিলং মালভূমির পাদদেশে বাংলাদেশের ময়মনসিংহ-জামালগঞ্জ-সিলেট অঞ্চলে বিস্তৃত যা প্রায় ৩৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ। আরেকটি হলো- সিলেট থেকে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, টেকনাফ পর্যন্ত যা সব মিলিয়ে ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই উৎসটিকে খুব ভয়ংকর বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। টেকটনিক প্লেটে বাংলাদেশের যে অবস্থান তাতে দু'টি প্লেটের সংযোগস্থল রয়েছে- পশ্চিমে ভারতীয় প্লেট আর পূর্ব দিকে বার্মা প্লেট। আর বাংলাদেশের উত্তরদিকে আছে ইউরেশিয়ান প্লেট। এর মধ্যে ভারতীয় প্লেটটি ধীরে ধীরে পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে বার্মা প্লেটের নিচে অর্থাৎ চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রামের নিচে তলিয়ে যাচ্ছে বলে জানাচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-তত্ত্ব বিভাগের সাবেক শিক্ষক ও ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক সৈয়দ হুমায়ুন আখতার। তলিয়ে যাওয়ার কারণে একটা সাবডাকশান জোনের তৈরি হয়েছে। 'আর নটরিয়াস (ভয়ংকর অর্থে) এই জোনের ব্যাপ্তি সিলেট থেকে টেকনাফ পর্যন্ত বিস্তৃত। পুরো চট্টগ্রাম অঞ্চল এর মধ্যে পড়েছে। এখানে বিভিন্ন সেগমেন্ট আছে। আমাদের এই সেগমেন্টে আট দশমিক দুই থেকে নয় মাত্রার শক্তি জমা হয়ে আছে আজ হোক, কাল হোক- এটা বের হবেই,' বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন অধ্যাপক আখতার। তার মতে, নরসিংদীর মাধবদীতে যে ভূমিকম্পের উৎস ছিলো সেটা এই সেগমেন্টেরই এবং নরসিংদীতে দুই প্লেটের যেখানে সংযোগস্থল, সেখানেই ভূমিকম্প হয়েছে।

'এখানে প্লেট লকড হয়ে ছিলো। এর অতি সামান্য ক্ষুদ্রাংশ খুললো বলেই শুক্রবারের ভূমিকম্প হয়েছে। এটিই ধারণা দেয় যে সামনে বড় ভূমিকম্প আমাদের দ্বারপ্রান্তে আছে'। ভূমিকম্পের পূর্বাভাস পাওয়া কি সম্ভব? বিজ্ঞানীরা বলছেন, কোথায় কোথায় ভূমিকম্প হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সেটি জানা সম্ভব। তাহলে ঠিক কখন কোথায় ভূমিকম্প হবে, সেটিও কি ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব? 'এক কথায় এর উত্তর হচ্ছে, না,' বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক সৈয়দ হুমায়ুন আখতার। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ অনুসারে, একটি সত্যিকারের ভূমিকম্পের পূর্বাভাসের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় জরুরি- এটি কোথায় ঘটবে, কখন ঘটবে এবং কত বড় আকারের হবে। সংস্থাটি বলছে, এখন পর্যন্ত কেউই নিশ্চিতভাবে এটি করতে পারে না। তার বদলে ভূতত্ত্ববিদরা তাদের সেরা অনুমান দিয়ে "প্রাকৃতিক বিপদ মানচিত্র" তৈরি করে, যেখানে তারা কয়েক বছরের সময়সীমার মধ্যে ভূমিকম্পের সম্ভাবনা হিসেব করে। এগুলো সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় তোলা দালানের মান উন্নত করার মতো পরিকল্পনায় কিছুটা সাহায্য করতে পারলেও জনসাধারণকে সরিয়ে নেয়া বা নিরাপদ আশ্রয় দেয়ার মতো প্রাথমিক সতর্কতা নিতে প্রয়োজনীয় পূর্বাভাস দেয় না। তবে আগে থেকে ভূমিকম্পের সঠিক সময় জানা না গেলেও রিয়েল টাইম বা তাৎক্ষণিক পূর্বাভাস পাওয়া সম্ভব বলে জানাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। 'যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপানে ভূমিকম্পের এ ধরনের রিয়েল টাইম পূর্বাভাস দেওয়ার পদ্ধতি কার্যকর রয়েছে,' বিবিসি বাংলাকে বলেন অধ্যাপক আখতার। এক্ষেত্রে ভূমিকম্পের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় যন্ত্র বসিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে আশপাশের বাসিন্দাদের কাছে তথ্য পাঠানো হয় বলে জানান বিশেষজ্ঞরা। অধ্যাপক আখতার বলছিলেন, 'সাধারণত এরকম মেসেজ পাওয়ার পাঁচ থেকে দশ সেকেন্ডের মধ্যেই ভূমিকম্প টের পাওয়া যায়'। ভূমিকম্প নিয়ে গুগলের সতর্কবার্তা কতটা নির্ভরযোগ্য? প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান গুগল বহুবছর ধরেই যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ, ইউনাইটেড স্টেটস জিওলজিকাল সার্ভের (ইউএসজিএস) ও ক্যালিফোর্নিয়ার বেশকিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞদের সাথে এমন একটি প্রযুক্তি তৈরির চেষ্টা করছে, যেটি ভূমিকম্প হওয়ার কয়েক সেকেন্ড আগে সতর্কবার্তা পাঠাতে সক্ষম হবে। এই সতর্কবার্তা ভূমিকম্পের কয়েক সেকেন্ড আগে পৌঁছানো সম্ভব। আর, ওই কয়েক সেকেন্ডই কাউকে টেবিল বা খাটের নিচে আশ্রয় নেওয়ার সময় দেবে কিংবা ট্রেনের গতি কমানোর সুযোগ করে দেবে বলে বিশ্বাস গুগলের। বড় ধরনের ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে এই সিস্টেম অনেকের জীবন বাঁচাতে সক্ষম হবে বলেও মনে করে তারা। এই সিস্টেম দুইটি উৎস থেকে ডেটা বা তথ্য সংগ্রহ করে। একটি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে থাকা কয়েক হাজার সিসমোমিটার থেকে এটি ভূমিকম্পের তথ্য নেয়। যার ফলে যুক্তরাষ্ট্র ও এর আশেপাশের অঞ্চলে হতে যাওয়া ভূমিকম্প আগে থেকে বেশ নির্ভুলভাবেই শনাক্ত করতে পারে এই প্রযুক্তি।

আর যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে, অর্থাৎ বাকি বিশ্বের জন্য এই সিস্টেম ব্যক্তিগত ব্যবহারের অ্যান্ড্রয়েড ফোনকেই কম্পন শনাক্ত করার যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। অর্থাৎ আপনার কাছে থাকা অ্যান্ড্রয়েড ফোনই এক্ষেত্রে আগে থেকে কম্পন শনাক্ত করবে। গুগলের অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমের অধিকাংশ ফোনেই এক্সেলারোমিটার রয়েছে -ফোন নাড়াচাড়া করলে তা শনাক্ত করতে পারে এটি। ফোন ব্যবহারকারী কতটুকু হাঁটলো বা দৌড়ালো, এই ধরনের তথ্য দিতে ফিটনেস ট্র্যাকার জাতীয় অ্যাপগুলোকে সহায়তা করে থাকে এই টুল। তবে, এর সেন্সরগুলো অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং এটি একটি ছোটোখাটো সিসমোমিটার হিসেবেও কাজ করে। ভূমিকম্পের প্রাথমিক ধাক্কা শনাক্ত করার সাথে সাথে ফোনের এই সিস্টেমটি গুগলের অ্যান্ড্রয়েড আর্থকোয়েক অ্যালার্ট সিস্টেমে তথ্য পাঠায়। এরপর গুগল যাচাই করে যে একই এলাকার লক্ষ লক্ষ অ্যান্ড্রয়েড ফোন থেকে একই ধরনের তথ্য তারা পাচ্ছে কী না। সেরকম হলে সেসব তথ্য পর্যালোচনা করে গুগল ওই এলাকায় অবস্থিত অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেমগুলোতে সতর্কবার্তা পাঠায়। আর এই পুরো প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন হয় কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই। যেহেতু রেডিও সিগন্যাল সিসমিক কম্পনের চেয়ে দ্রুত যায়, ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল থেকে দূরে থাকা অঞ্চলগুলোতে কম্পন অনুভূত হওয়ার আগেই সতর্কবার্তা পাঠানো সম্ভব হতে পারে। এই সিস্টেমে ব্যবহারকারীকে যে নোটিফিকেশন পাঠানো হয় তা মূলত ব্যবহারকারীকে অতিস্বত্ত্বর নিরাপত স্থানে আশ্রয় নেয়ার তাগাদা দেয়। সতর্কবার্তায় বলা হয় "ড্রপ, কাভার অ্যান্ড হোল্ড।"

পরিসংখ্যানের হিসেবে ধারণা করা হয়, পৃথিবীতে ১৮০০ কোটির বেশি মোবাইল ফোন ডিভাইস রয়েছে যার মধ্যে সাড়ে তিন থেকে চারশো কোটি অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইস আছে। গুগলের এই ভূমিকম্প শনাক্তকরণ পদ্ধতি "আর্থকোয়েক অ্যালার্ট সিস্টেম" ৯০টির বেশি দেশে কার্যকর রয়েছে। তবে, এই ব্যবস্থার কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে।ভূমিকম্প কেন হয়? বিশেষজ্ঞদের মতে, ভূতাত্ত্বিক চলমান প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠ কয়েকটি টেকটনিক প্লেটে বিভক্ত, যেগুলো ভূগর্ভে তরল পদার্থের ওপর ভাসছে এবং এই প্লেটগুলো গতিশীল- একে অপরের সাপেক্ষে অবস্থান পাল্টাচ্ছে। তবে এর বাইরে অনেক জায়গায় সাব-প্লেট ক্রিয়াশীল আছে। যেসব স্থানে একটি প্লেট এসে আরেকটি প্লেটের কাছাকাছি মিশেছে বা ধাক্কা দিচ্ছে বা ফাটলের তৈরি হয়েছে, সেটাকে বলা হয় ফল্ট লাইন। বাংলাদেশে এমন কয়েকটি ফল্ট লাইন আছে।

এই প্লেটগুলো যখন সরে যায় বা নড়াচড়া করতে থাকে কিংবা একটি অন্যদিকে ধাক্কা দিতে থাকে, তখন এক ধরনের শক্তি সঞ্চিত হতে থাকে। আর সেই শক্তি যখন সেখানকার শিলার ধারণ ক্ষমতার পেরিয়ে যায়, তখন আগে থেকে থাকা কিংবা নতুন তৈরি হওয়া ফাটল কিংবা শিলা ব্লক একটি আরেকটির উপরে উঠে গেলে সেখানে সঞ্চিত শক্তি বেরিয়ে আসলেই ভূ-পৃষ্ঠে কম্পন অনুভূত হয়।

ভূমিকম্প হলে করণীয় কী? যদিও ভূমিকম্প কখন আঘাত হানবে তা ভবিষ্যদ্বাণী করা সহজ নয়, তাই বিশেষজ্ঞদের মতে, আপনাকে সব সময় প্রস্তুত থাকতে হবে। অর্থাৎ ভূমিকম্প ঘটলে কী করতে হবে সে সম্পর্কে আপনার একটা পরিকল্পনা থাকা উচিত বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। 'আপনি যদি ভূমিকম্প-প্রবণ কোন এলাকায় থাকেন, তাহলে আপনার বাড়িতে একটি জরুরি প্যাক তৈরি রাখা ভালো,' ২০২৩ সালে তুরস্ক এবং সিরিয়াযর ভূমিকম্পের পর বিবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকার বলেছিলেন লন্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজের ভূমিকম্পবিদ ড. স্টিফেন হিকস। তার মতে, জরুরি প্যাকে অতিরিক্ত খাবার পানি, একটি টর্চ, প্রাথমিক চিকিৎসার একটি কিট এবং কিছু শুকনো খাবার থাকতে হবে। আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের মতে, কিটটিতে কিছু নগদ অর্থ এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত নথিপত্রের কপি, যেমন আপনার ওষুধের তালিকা, ইত্যাদি রাখতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভে মার্কিন সরকারের একটি বৈজ্ঞানিক সংস্থা। এর পরামর্শ হচ্ছে, আপনি যেখানে আছেন সেখানে থাকলে আপনার আহত হওয়ার সম্ভাবনা কম। তাই ভূমিকম্প ঘটার সময় দৌড়ে বাইরে যাওয়া কিংবা অন্য ঘরে চলে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না।

ড্রপ, কভার এবং হোল্ড অন' অর্থাৎ বসে পড়ুন, কিছু একটার তলায় ঢুকে পড়ুন এবং সেভাবেই থাকুন হচ্ছে নিরাপদ থাকার মূলমন্ত্র, বিশেষজ্ঞরা বলছেন। হাঁটু গেড়ে বসে পড়লে মাথার ওপর কোন কিছু পড়ে যাওয়া থেকে আপনাকে রক্ষা করবে এবং প্রয়োজনে ঘরের ভেতরে আপনি সামান্য নড়াচড়া করতে পারবেন। কাছাকাছি অন্য কোন আশ্রয় না থাকলে কোন টেবিল বা ডেস্কের নিচে ঢুকে পড়তে পারেন। ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনি সেখানেই থাকতে পারেন। প্রথম দিকে মনে করা হতো দরজার ফ্রেমের নিচে থাকলে তা নিরাপদ হবে। কিন্তু এখন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আপনি যদি তুলনামূলকভাবে পুরানো বাড়িতে থাকেন তাহলে সবচেয়ে ভাল হবে টেবিলের নিচে আশ্রয় নেয়া। জানালা এবং ভবনের সামনের অংশ প্রায়ই প্রথম ধসে পড়ে। তাই এসব বিপদজনক জায়গা থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ঝাঁকুনি একেবারে থেমে যাওয়ার পর সাধারণত খোলা জায়গায় বের হওয়া নিরাপদ। কারণ আপনি যে বিল্ডিংয়ে থাকেন সেটিও ধসে পড়তে পারে। কিন্তু আপনি যখন বাইরে থাকেন তখন যদি ভূমিকম্প হয়? 'যেখানে আছেন, সেখানেই থাকুন, পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের। তবে বিল্ডিং, বৈদ্যুতিক তার, ম্যান-হোল, জ্বালানি এবং গ্যাসের লাইন থেকে দূরে সরে গেলে আঘাত পাওয়ার ঝুঁকি কমে যাবে। গাছ, টেলিফোনের খুঁটি এবং বিল্ডিং থেকে দূরে খোলা জায়গায় চলে যাওয়াই ভাল, বলছেন তারা। আর্থকোয়েক কান্টি অ্যালায়েন্স সংস্থার মতে, টেলিভিশন, বাতি, কাঁচ এবং বইয়ের আলমারি পড়ে গিয়ে বা উড়ন্ত বস্তুর কারণে বেশিরভাগ আঘাত ও মৃত্যুর ঘটনা ঘটে থাকে। এসব আঘাত এড়ানোর একটি উপায় হল ভারী আসবাবপত্রগুলোকে স্ট্র্যাপ দিয়ে পেছনের দেয়ালের সাথে আটকে রাখা। আরেকটি সম্ভাব্য ঝুঁকি হল ভূমিকম্পের পর ফেটে যাওয়া পাইপ থেকে গ্যাস বের হওয়া।

ভারতের সংরক্ষণ নীতির সংস্কার আশু প্রয়োজন

প্রবীর মজুমদার

সম্প্রতি ভারতের প্রধান বিচারপতি বি. আর. গাবাই সংরক্ষণের সুবিধা বিতরণের পদ্ধতি পুনর্বিবেচনার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে এক গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একজন আই এ এস অফিসারের সন্তানকে কোনোভাবেই একজন দরিদ্র কৃষিশ্রমিকের সন্তানের সমতুল্য গণ্য করা যায় না। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, সংরক্ষণের মূল লক্ষ্য হল যাঁরা এখনও সামাজিকভাবে ও শিক্ষাগত দিক থেকে বঞ্চিত, তাদের উন্নয়ন নিশ্চিত করা। যে সকল পরিবার ইতিমধ্যেই যথেষ্ট আর্থিক বা প্রশাসনিক সুবিধা লাভকরেছে, তাঁদের জন্য এই সুবিধা প্রযোজ্য হওয়া উচিত নয়। প্রধান বিচারপতি এখানে "ক্রিমি লেয়ার" নীতির প্রসঙ্গ টেনেছেন। বর্তমানে এই নীতিটি কেবল অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তিনি যুক্তি তছে। দেন, তফসিলি জাতি সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও একই দিয়ে ধরনের যাচাই প্রয়োজন, যাতে সুবিধাগুলি সমাজের চরমতম পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলির কাছে পৌঁছায়।

এই নীতিটি সুপ্রিম কোর্টের ১৯৯২ সালের ঐতিহাসিক ইন্দিরা সাহনি (মন্ডল) মামলার রায় থেকে উদ্ভূত। সেই রায়ে বলা হয়েছিল যে, অনগ্রসর শ্রেণির মধ্যে অপেক্ষাকৃত উন্নতদের সংরক্ষণ থেকে বাদ দিতে হবে, যাতে কোটা ব্যবস্থা সেইসব মানুষদের সেবায় আসে যাদের আসলেই খুব দরকার। গাভাইয়ের এই মন্তব্য আইন ও নীতি নির্ধারণের মহলে প্রবল বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। যদি এই "ক্রিমি লেয়ার"-এর ধারণাটি কখনও তফসিলি জাতিদের ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়, তবে এটি একটি সাংবিধানিক প্রশ্ন উত্থাপনকারী ও সুদূরপ্রসারী নীতিগত পরিবর্তন হিসেবে চিহ্নিত হবে। এককথায়, প্রধান বিচারপতি জোর দিয়ে বলেন, যে সংরক্ষণের সুবিধা শুধুমাত্র প্রকৃত প্রান্তিক গোষ্ঠী, যেমন কৃষি-শ্রমিকদের সন্তানদের পাওয়া উচিত, উচ্চ-আয় বা উচ্চ-মর্যাদার পরিবারদের নয়।

ভারতের সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করতে হলে প্রথমেই জেনে নেওয়া দরকার, ১৪৬ কোটির দেশে সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং চাকরিতে কত শতাংশ কোটা আছে। ভারতীয় সংবিধান পিছিয়ে পড়া শিডিউলড কাস্ট, অর্থাৎ তফশিলি জাতির জন্য ১৫ শতাংশ, শিডিউলড ট্রাইব, অর্থাৎ তফশিলি উপজাতির জন্য সাত দশমিক পাঁচ শতাংশ, আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস (ওবিসি) অর্থাৎ, অন্যান্য পিছিয়ে পড়া অংশের জন্য ২৭ শতাংশ এবং অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা গোষ্ঠীর জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। সব মিলিয়ে মোট আসনের ৫৯.৫ শতাংশ সংরক্ষণের আওতাভুক্ত।

সংরক্ষণের এই পদ্ধতি নিয়ে ভারতে বিতর্ক নতুন নয়। উল্লেখ্য, সংবিধানের প্রণেতা ভীমরাও। আম্বেডকরের যুক্তি ছিল, সামাজিক বিভেদের জন্য দীর্ঘদিন ধরে ভারতে যে জনগোষ্ঠীগুলি পিছিয়ে পড়েছে, তাদের উত্তরণের জন্যই সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রয়োজন এবং সে কারণেই সংবিধানে সংরক্ষণের উল্লেখ করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, একটি নির্দিষ্ট সময় পর যখন পিছিয়ে পড়া শ্রেণিগুলি শিক্ষা এবং অর্থনৈতিকভাবে মূলস্রোতের অংশ হয়ে উঠবে, তখন ধীরে ধীরে এই সংরক্ষণ তুলে দেওয়া হবে। ভারতীয় সংবিধানের ৫ অনুচ্ছেদে প্রথমে আইনসভার আসন সংরক্ষণের জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারিত ছিল, যা পরবর্তীকালে বিভিন্ন সাংবিধানিক পরিবর্তনের মাধ্যমে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে, সংরক্ষণ উঠে তো যায়ইনি, বরং আরও বেড়েছে। ২৭ শতাংশ ওবিসি সংরক্ষণ পরবর্তীকালের ঘটনা। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কমিশনকে নিযুক্ত করা হয়েছে ভারতের সামাজিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য। এর মধ্যে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা যেমন আছেন, তেমনই পিছিয়ে পড়া জাতি, উপজাতিরাও আছেন। মন্ডল কমিশন, সাচার কমিশন, রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশনের মধ্যে অন্যতম। বস্তুত, রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশন শুধুমাত্র ধর্মীয় সংখ্যালঘু নয়, ভাষাগতভাবে সামাজিক বিন্যাস নিয়েও কাজ করেছিল।

স্বাধীনতার আটাত্তর বছর পরে অধিকাংশ কমিশনের রিপোর্টে দেখা গেছে, পিছিয়ে পড়া শ্রেণির উন্নয়ন যতটা হওয়ার কথা ছিল, ততটা হয়নি। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেখা গেছে এই সংরক্ষণের জন্যই পিছিয়ে পড়া শ্রেণির একটি অংশ মূলস্রোতে মিশে যেতে পেরেছে। অর্থাৎ, সংরক্ষণ ব্যবস্থার সুফল মিলেছে।

এর মধ্যে বিভিন্ন স্তর আছে। ফলে এক কথায় সংরক্ষণ উঠে যাওয়া উচিত অথবা সংরক্ষণ থাকা দরকার- এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো কঠিন। ভারতের মতো বৈচিত্রের দেশে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার দিকে যেমন অসংখ্য যুক্তি আছে, সংরক্ষণ তুলে দেওয়ার যুক্তিও তেমন কম নয়। তেমনই কিছু প্রচলিত যুক্তি নিয়ে আলোচনা করা যাক। সার্বিকভাবে যদি ভারতীয় রাজনীতির দিকে তাকানো যায়, তাহলে দেখা যাবে, এত বছর ধরে রাজনীতির একটি বড় ধারা জাত-পাত, ধর্মকে আশ্রয় করে বেড়ে উঠেছে। বিশেষ করে উত্তর ভারত এবং দক্ষিণের একটি বড় অংশে রাজনীতি পরিচালিত হয় এই অঙ্কগুলি মাথায় রেখে। সংরক্ষণ ব্যবস্থা সেখানে সামাজিক কল্যাণ নয়, রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে দিনের পর দিন। হয়েছে বলেই, তথাকথিত পিছিয়ে পড়া শ্রেণিগুলিকে মূলস্রোতের অংশ হতে দেওয়া হয়নি। বরং জাতিগত, ধর্মীয় বিভেদ টিকিয়ে রাখা হয়েছে। আজও উত্তর ভারতের নির্বাচনে জাতের ভিত্তিতে ভোট বিভাজন হয়। রাজনৈতিক সভায় সরাসরি জাত, ধর্ম নিয়ে প্রচার করা হয়। ফলে এই অঞ্চলে তফশিলি সংরক্ষণ একটি রাজনৈতিক বিষয় হয়ে উঠেছে। কোন জাত কোথায় কত শতাংশ সংরক্ষণ পাবে, তা নিয়ে এখনও এই অঞ্চলে আন্দোলন হয়, রাজনৈতিক দর কষাকষি হয়। যাঁরা এই আন্দোলনে অংশ নেন, তাঁদের সিংহভাগই সমাজে প্রতিষ্ঠিত। সংরক্ষণ তাঁদের রাজনৈতিক হাতিয়ার মাত্র। সংরক্ষণ যখন রাজনীতির হাতিয়ারে পরিণত হয়, তখন তার সামাজিক প্রশ্নগুলি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়। বলতে দ্বিধা নেই, ভারতে সে ঘটনা ঘটেছে। গোটা জনজাতি অধ্যুষিত বেল্টে সংরক্ষণ ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে কাজ করেছে। সংরক্ষণ হয়েছিল বলেই আজ পিছিয়ে পড়া শ্রেণি বা গোষ্ঠীর বহু মানুষ মূলস্রোতের অংশ হতে পেরেছেন। জনজাতি পরিচয়ের ভিত্তিতে আলাদা রাজ্য তৈরি হয়েছে। বহু সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন, পিছিয়ে পড়া শ্রেণিকে পুরোপুরি মূলস্রোতে নিয়ে আসার জন্য আরও বেশ কিছুদিন সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু থাকা দরকার। তাদের যুক্তি, স্বাধীনতার আটাত্তর বছর পর সাকুল্যে দু''টি প্রজন্ম সংরক্ষণের সুবিধা পেয়েছে। আরও কয়েকটি প্রজন্ম এই সুযোগ পেলে সার্বিকভাবে একটি শ্রেণির উন্নতি হবে। আটাত্তর বছর সামাজিক উন্নতির নিরিখে খুব বেশি সময় নয়। সমাজবিজ্ঞানীদের অনেকেই মনে করেন, গত কয়েক দশকে সামাজিক বিন্যাসের বেশ কিছু সমীকরণ বদলেছে। ফলে সংরক্ষণের পদ্ধতিগত কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন। জাতি উপজাতি, ধর্মীয় শ্রেণির পাশাপাশি ভাষাগতভাবে পিছিয়ে থাকা অংশ, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া অংশকে চিহ্নিত করা প্রয়োজন। সে কাজ যে একেবারে হয়নি, তা নয়। হয়েছে বলেই ওবিসি সংরক্ষণের আওতায় তফশিলভুক্ত নয়, এমন অনেক গোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যে কারণে, সব মিলিয়ে ওবিসি সংরক্ষণের পরিমাণ ভারতে সবচেয়ে বেশি, ২৭ শতাংশ। আবার অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণিকেও চিহ্নিতকরণের কাজ শুরু হয়েছে। তাদের জন্য আলাদা সংরক্ষণ শুরু হয়েছে।

বৈষম্য এখনও আছে। আর তা আছে বলেই সংরক্ষণের প্রয়োজন ফুরোয়নি। যতদিন সংরক্ষণ রাজনীতির হাতিয়ার হয়ে থাকবে, ততদিন এই সমাদ বৈষম্য মিটবে না। কারণ, ভারতীয় রাজনীতির বিএন চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে বিভেদ। রাজনীতি নয়, সংরক্ষণ নিয়ে এখনও পর্যন্ত যতগুলি সংস্কারমূলক কাজ হয়েছে, তা হয় করেছে আদালত, নইলে বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলন। আর সেই একেকটি আন্দোলন একেকটি কমিশন গঠন করতে বাধ্য করিয়েছে সরকারকে। যেখান থেকে সামাজিক পরিস্থিতির ছবিটি স্পষ্ট হয়েছে। আরও অনেক এমন কমিশনের প্রয়োজন আছে। এমন আরও অনেক সংস্কারের প্রয়োজন আছে। সংরক্ষণকে রাজনীতির হাত থেকে যতটা সম্ভব সরিয়ে নেওয়া এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

সংরক্ষণ ব্যবস্থা যখন চালু করা হয়েছিল তখন তার উদ্দেশ্য ছিল পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সংরক্ষণের আওতায় রেখে উপরে তুলে এনে মোটামুটি সমতা বিধানের চেষ্টা করা। কিন্তু বর্তমানের সংরক্ষণ ভোটের জন্য একটা জমজমাট ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে কেউ সংরক্ষণ ব্যবস্থা তুলে দিতে যাবে সেই বিপুলভাবে জনপ্রিয়তা হারাবে, ভোটে হেরে যাবে। কে চায় সেই ভোগান্তি।

তবে যে ভাবে সবকিছুর বেসরকারিকরণ হচ্ছে, তাতে সংরক্ষণ ব্যবস্থা এমনিই কিছুটা গুরুত্বহীন হয়ে যেতে পারে। বেশিরভাগ কোম্পানি প্রমোশন এবং বেতন কাঠামো ঠিক করে যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা অনুযায়ী। তবে সরকারি ভাবে ঘোষনা হবে- ওমুক তারিখ থেকে আর সংরক্ষণ চালু থাকছে না, সে রকম পরিস্থিতি হয়তো অদূর ভবিষ্যতে আসবে না।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

28-11-25.pmd 1 29-11-2025, 23:38

শনিবার আগরতলায় শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন মেয়র দীপক মজুমদার।

কর্ণাটক রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিক্রমা, সিদ্ধারামাইয়া ও ডিকে শিবকুমারের ঐক্য ঘোষণা

বেঙ্গালুরু, ২৯ নভেম্বর : কর্ণাটক মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়া এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার আজ সকালে একটি "ব্রেকফাস্ট মিটিং"য়ের পর মিডিয়ার সামনে একে অপরের প্রতি পূর্ণ সমর্থন প্রকাশ করেন। তাঁদের এই উদ্যোগে রাজনৈতিক মঞ্চে কোনোরকম বিভাজন নেই এবং ২০২৮ সালের নির্বাচনের দিকে তাদের মনোযোগী হওয়ার কথা পুনরায় নিশ্চিত করা হয়।

ব্রেকফাস্ট মিটিংয়ের পর, সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সিদ্ধারামাইয়া বলেন, 'আমাদের মধ্যে কোন ধরনের অমিল ছিল না, এখনো নেই, ভবিষ্যতেও হবে না। আমরা একসঙ্গে আছি এবং একসঙ্গে কাজ করব।' শিবকুমারও তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'যে কথাই মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, আমি তার সঙ্গে একমত। দলীয় সিদ্ধান্তই আমাদের পথপ্রদর্শক।'

এদিনের মিটিংটি হয়েছিল এআইসিসি সাধারণ সম্পাদক কেসি ভেনুগোপাল-এর নির্দেশে, যাতে মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া বিভ্রান্তি দূর করা যায়। সিদ্ধারামাইয়া জানান, 'আমরা ২০২৮ সালের নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করেছি, এবং ২০২৩ সালে দল যে বিজয় অর্জন করেছে, তার পরবর্তীতে স্থানীয় নির্বাচনে আমাদের কৌশলও নির্ধারণ করা হয়েছে।'

সিদ্ধারামাইয়া আরও বলেন, 'বিজেপি ও জনতা দল (এস) একটি ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন করছে। তারা ৬০ এবং ১৮ আসনের দল, আমরা ১৪০ আসনের দল। তাদের মিথ্যা অভিযোগের বিরুদ্ধে আমরা শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলব।'

ডিকে শিবকুমারও এই সময় বক্তব্য রাখেন এবং জানান, 'আমরা সকলেই কংগ্রেসের প্রতি বিশ্বস্ত সৈনিক। কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের নির্দেশ মেনে চলা আমাদের কর্তব্য। ২০২৮ সালের নির্বাচনে আমাদের একসঙ্গে কাজ করার অভিপ্রায় থাকবে।'

এদিনের মিটিংয়ের পর, শিবকুমার সামাজিক মাধ্যমে একটি ছবি পোস্ট করেন, যেখানে তিনি সিদ্ধারামাইয়ার সঙ্গে বসে ব্রেকফাস্ট করছেন। ছবির ক্যাপশনে শিবকুমার লিখেন, 'কর্ণাটকের ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি ফলপ্রসূ আলোচনা।'

এদিকে, কংগ্রেসের ভেতর একসময়কার শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বের বিষয়টি নিয়ে পুনরায় উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। ২০২৩ সালের নির্বাচনে দলের বিজয়ের পর শিবকুমারের অনুগামীরা দাবি করছেন, দলের শীর্ষ নেতৃত্বে পরিবর্তন আনা হোক। কিন্তু, দুই নেতা একসঙ্গে রাজ্য এবং দেশের ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় নিবেদিত থাকার বার্তা দিয়েছেন।

জম্মু-কাশ্মীরের উদমপুরে ৩ সন্ত্রাসী সন্দেহভাজন খাবারের জন্য স্থানীয় পরিবারের কাছে এসেছে, শুরু হয়েছে বৃহত্তর অভিযান

উদমপুর, ২৯ নভেম্বর : জম্মু-কাশ্মীরের উদমপুর জেলার বসন্তগড় অঞ্চলে তিন সন্দেহভাজন সন্ত্রাসী একটি বাকারওয়াল পরিবার থেকে খাবার চেয়েছিল, যার পরিপ্রেক্ষিতে বিশাল আকারের একটি সার্চ অভিযান শুরু হয়েছে। সন্ত্রাসী সন্দেহে নিরাপত্তা বাহিনী এখন সঘন বনাঞ্চল ও গ্রামের মধ্যে তল্লাশি চালাচ্ছে, এই অঞ্চলটি একটি উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ অনুপ্রবেশ করিডর হিসেবে পরিচিত।

এই ঘটনাটি ঘটেছে চিংলা-বালোঠা গ্রামের একটি নির্জন বসতিতে, যা বাসন্তগড়ের উচ্চ অঞ্চলে অবস্থিত। স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, খাবারের জন্য সন্ত্রাসী সন্দেহভাজনরা যখন বাকারওয়াল পরিবারের দরজায় এসে পৌঁছায়, তখন বাড়ির মালিক আতঙ্কিত হয়ে পালিয়ে যান এবং সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দেন। এর পর, নিরাপত্তা বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং একটি ব্যাপক তল্লাশি অভিযান শুরু হয়।

পুলিশ, সেনাবাহিনী এবং সিআরপিএফ যৌথভাবে বাসন্তগড় অঞ্চলের ঘন বনভূমি এবং দুর্গম এলাকায় তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে। শুক্রবার এই অঞ্চলে সন্দেহজনক গতিবিধির তথ্য পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু বাকারওয়াল পরিবারের কাছ থেকে সন্ত্রাসীদের উপস্থিতির নিশ্চিত হওয়ার পরই অভিযান আরো তীব্র হয়। নিরাপত্তা বাহিনী জানিয়েছে, 'দুই থেকে তিনজন সন্ত্রাসী সন্দেহভাজন বনের মধ্যে চলাচল করছে, তবে এখন পর্যন্ত তাদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ স্থাপন করা যায়নি।'

বাসন্তগড় ঐতিহ্যগতভাবে একটি অনুপ্রবেশ করিডর হিসেবে পরিচিত, যেখানে প্রায়ই পাকিস্তানি সন্ত্রাসীরা কাথুয়া সেক্টরের আন্তর্জাতিক সীমান্ত পার হয়ে এই অঞ্চলের দুর্গম পথগুলো দিয়ে কাশ্মীর উপত্যকায় প্রবেশের চেষ্টা করে। এই অঞ্চলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেশ কয়েকটি সংঘর্ষ, জঙ্গি আস্তানা ধ্বংস এবং সন্ত্রাসী ঘটনাও ঘটেছে, যার ফলে এটি জম্মু বিভাগের অন্যতম সবচেয়ে নজরদারি করা বনাঞ্চল হিসেবে পরিণত হয়েছে।

নিরাপত্তা বাহিনী এখন আশেপাশের গ্রাম এবং বনাঞ্চলে তল্লাশি বাড়িয়েছে, এবং সন্দেহভাজনদের অনুসরণ করতে ডগ স্কোয়াড, ইউএভি (ড্রোন) এবং বিশেষজ্ঞ দল ব্যবহার করা হচ্ছে। গ্রামবাসীদের বাড়ির ভিতরে থাকার এবং কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটলে তা অবিলম্বে রিপোর্ট করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এখন পর্যন্ত কোনো সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটেনি, তবে নিরাপত্তা বাহিনী পরিস্থিতি কড়া নজরদারি রাখছে এবং ধারণা করা হচ্ছে যে, সন্দেহভাজনরা এখনও ঘন বনের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, অভিযানের পরিধি ব্যাপক, এবং এটি চলতে থাকবে যতক্ষণ না সন্দেহভাজনরা ধরা পড়ে বা পুরো এলাকা নিরাপদ না হয়।

এই অভিযানটি এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হচ্ছে, এবং নিরাপত্তা বাহিনী তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য।

শ্রীলঙ্কায় সাইক্লোন ডিটওয়ার কারণে ভারী বৃষ্টিতে ১২৩ জনের মৃত্যু, ১৩০ জন নিখোঁজ

কলম্বো, ২৯ নভেম্বর : সাইক্লোন ডিটওয়ার প্রভাবে শ্রীলঙ্কায় প্রবাহিত ভারী বৃষ্টিপাত ও বন্যায় এখন পর্যন্ত ১২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আরও ১৩০ জন নিখোঁজ রয়েছে, জানিয়েছে দেশটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র।

ডিএমসি-এর পরিচালক সাধারণ সাম্পাথ কোতুওয়েগোডা জানান, এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে চলা বৃষ্টিপাত এবং বন্যায় ৪৩,৯৯৫ জন মানুষ তাদের বাড়িঘর হারিয়ে রাষ্ট্র পরিচালিত কল্যাণ কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছে। তিনি জানান, উদ্ধার তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে এবং সশস্ত্র বাহিনী তাদের সহায়তা করছে। বন্যা পরিস্থিতি শনিবার আরও খারাপ হয়ে ওঠে, বিশেষত কেলানি নদীর তীরবর্তী এলাকায়, যেখানকার বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার জন্য সরকারী আদেশ জারি করা হয়। শুক্রবার সন্ধ্যায় কেলানি নদী তীরভূমি ছাড়িয়ে যায়, যার ফলে শত শত মানুষকে তৎকালিক শেল্টারে সরিয়ে নেওয়া হয়।

শ্রীলঙ্কার উত্তরাংশে এখনও সাইক্লোনের পরবর্তী প্রভাবে মাঝারি বৃষ্টিপাত চলমান থাকলেও, রাজধানী কলম্বোসহ দেশের অধিকাংশ অংশে বৃষ্টি থেমে গেছে। তবে সাইক্লোনটির ধ্বংসযজ্ঞ শ্রীলঙ্কায় ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে।

ভারতের পক্ষ থেকেও সাহায্যের হাত বাড়ানো হয়েছে, শনিবার সকালে বিপর্যস্ত এলাকায় ত্রাণসামগ্রী নিয়ে একটি বিমান শ্রীলঙ্কায় পাঠানো হয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শ্রীলঙ্কায় প্রাণহানির জন্য শোক প্রকাশ করেছেন এবং আরও সহায়তা পাঠানোর প্রস্তুতির কথা বলেছেন। তিনি এক্স প্ল্যাটফর্মে বলেন, 'আমরা পরিস্থিতি অনুযায়ী আরও সহায়তা প্রদান করতে প্রস্তুত।'

শ্রীলঙ্কার সরকার সশস্ত্র বাহিনীকে উদ্ধার এবং ত্রাণ কাজের জন্য নিয়োগ করেছে, এবং সেনা হেলিকপ্টার ও নৌকা ব্যবহার করে বানভাসি এলাকায় আটকে পড়া লোকজনকে উদ্ধার করা হচ্ছে। ডিএমসি কর্মকর্তারা জানান, তারা আশা করছেন যে এবারের বন্যার পরিস্থিতি ২০১৬ সালের তুলনায় আরও খারাপ হতে পারে, যখন ৭১ জন প্রাণ হারিয়েছিলেন। এই সপ্তাহে সাইক্লোন এবং বৃষ্টিপাতের কারণে যে প্রাণহানি হয়েছে, তা ২০২৪ সালের জুনের পরবর্তী সবচেয়ে বড় ত্রাস, যেখানে ২৬ জনের মৃত্যু হয়েছিল। ২০০৩ সালের জুনে শ্রীলঙ্কায় সবচেয়ে বড় বন্যা হয়েছিল, যেখানে ২৫৪ জনের প্রাণহানি ঘটে।

ভারতের স্বদেশী নৌ-জাহাজ নির্মাণে বড় অগ্রগতি, ভারতীয় নৌবাহিনী গ্রহণ করল "তারাগিরি" ফ্রিগেট

মুম্বাই, ২৯ নভেম্বর : ভারতের স্বদেশী নৌ-জাহাজ নির্মাণ প্রচেষ্টায় এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে, শুক্রবার ভারতীয় নৌবাহিনী পেল "তারাগিরি", নীলগিরি-শ্রেণির (প্রকল্প ১৭এ) চতুর্থ উন্নত স্টেলথ ফ্রিগেট। মুম্বাইয়ের মাজারগাঁও ডক শিপবিল্ডার্স লিমিটেড এ এটি আনুষ্ঠানিকভাবে নৌবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয়, যা ভারতের নৌ-জাহাজ নকশা এবং নির্মাণে স্বনির্ভরতার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

"তারাগিরি" (ইয়ার্ড ১২৬৫৩) হল এমডিএল-এ নির্মিত প্রকল্প ১৭এ সিরিজের তৃতীয় জাহাজ এবং এটি পূর্বের আইএনএস তারাগিরির আধুনিক রূপ, যা ১৯৮০ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত ভারতীয় নৌবাহিনীতে ৩৩ বছর সেবা দিয়েছে। নতুন এই জাহাজে আধুনিক স্টেলথ বৈশিষ্ট্য, উন্নত স্বয়ংক্রিয়তা এবং বৃদ্ধি পাওয়া সহনশীলতা রয়েছে, যা ভারতীয় নৌ-প্রকৌশলে প্রজন্মের লাফকে প্রতিফলিত করে এবং আত্মনির্ভর ভারত (আত্মনির্ভর ভারত) উদ্যোগের অংশ।

ভারতীয় নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ নকশা ব্যুরো দ্বারা ডিজাইন করা এবং মুম্বাইয়ের যুদ্ধজাহাজ পরিদর্শন দল দ্বারা মনিটর করা এই প্রকল্প ১৭এ ফ্রিগেটগুলি একীভূত নির্মাণ পদ্ধতির মাধ্যমে তৈরি করা হয়। নৌবাহিনী জানায়, প্রথম দুটি জাহাজ নির্মাণের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে "তারাগিরি" নির্মাণের সময় ৮১ মাসে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে, যা প্রথম জাহাজ "নীলগিরি" নির্মাণে ৯৩ মাস সময় লেগেছিল।

প্রকল্প ১৭এ প্ল্যাটফর্মগুলির মধ্যে রয়েছে আধুনিক অস্ত্র ও সেন্সরের স্যুট, যার মধ্যে রয়েছে ব্রহ্মোস সর্ফেস-টু-সর্ফেস ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা, এমএফ-স্টার রাডার, এমআরএসএএম বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, ৭৬ মিমি সুপার র‍্যাপিড গান মাউন্ট এবং ক্লোজ-ইন ওয়েপন সিস্টেম। বহুমুখী মিশনের জন্য ডিজাইন করা এই জাহাজে অ্যান্টি-সাবমেরিন যুদ্ধ রকেট এবং টর্পেডোও রয়েছে। প্রপালশন ব্যবস্থা হচ্ছে কোডগ কনফিগারেশন, যার মধ্যে রয়েছে ডিজেল ইঞ্জিন এবং গ্যাস টারবাইন, যা কন্টোলেবল পিচ প্রপেলার চালিত করে, সমর্থিত একটি সম্পূর্ণ একীভূত প্ল্যাটফর্ম ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম দ্বারা।

নৌবাহিনী জানায়, "তারাগিরি" হচ্ছে গত একাদশ মাসে সরবরাহ করা প্রকল্প ১৭এ সিরিজের চতুর্থ জাহাজ। বাকি তিনটি জাহাজএকটি এমডিএল-এ এবং দুটি কলকাতার গার্ডেন রিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স-এ নির্মিত হচ্ছেযেগুলি ২০২৬ সালের আগস্টের মধ্যে ধাপে ধাপে সরবরাহ করা হবে।

এই প্রকল্পে স্বদেশীকরণের স্তর ৭৫ শতাংশ, যা ২০০টিরও বেশি মাইক্রো, স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ কে যুক্ত করেছে, এবং প্রায় ৪,০০০ জন মানুষকে সরাসরি এবং ১০,০০০ জনকে পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থান প্রদান করেছে।

ভারতীয় কফির ঐতিহ্যে নতুন উদ্দীপনা, বিশ্বের প্রধান কফি রপ্তানিকারক হিসেবে উত্থান

নয়া দিল্লি, ২৯ নভেম্বর : ভারতের শতাব্দী প্রাচীন কফি ঐতিহ্য এখন এক নতুন জোয়ার দেখছে, যেখানে দেশটি শক্তিশালী উৎপাদন, নীতি সহায়তা এবং আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদার বৃদ্ধির মাধ্যমে বিশ্বের অন্যতম প্রধান কফি রপ্তানিকারক হিসেবে নিজের স্থান প্রতিষ্ঠিত করছে। ভারতীয় কফি বোর্ডের মতে, ভারতীয় কফিযা বিশেষ দুটি স্তরের ছায়া ব্যবস্থায় এবং বৈচিত্র্যময় আঞ্চলিক জলবায়ু অঞ্চলে উৎপন্ন হয়আজ একটি প্রিমিয়াম বৈশ্বিক পণ্য হিসেবে পরিণত হয়েছে, যা গুণমান, টেকসইতা এবং কারিগরিতার জন্য সুপরিচিত।

ভারতের কফি ইতিহাস ১৬০০ সালের দিকে ফিরে যায়, যখন সুফি সাধক বাবা বুদান ইয়েমেন থেকে সাতটি কফি বীজ নিয়ে এসে তা বর্তমান কর্নাটকের বাবা বুদান গিরি পাহাড়ে রোপণ করেছিলেন। প্রাথমিকভাবে এটি একটি বাগান ফসল হিসেবে শুরু হলেও, কফি চাষ ১৮শ শতাব্দীতে বিস্তৃত হয়ে ভারতকে একটি প্রধান উৎপাদক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। বর্তমানে, কফি দেশের পশ্চিমী ও পূর্বী ঘাট, এবং উত্তর-পূর্বে ৪.৯১ লাখ হেক্টর জমিতে চাষ হচ্ছে, যা দুই মিলিয়নের বেশি মানুষের জীবিকা নির্বাহের উৎস, তাদের অধিকাংশই ছোট কৃষক, যারা ৯৯ শতাংশ জমির মালিক।

কর্নাটক এখনো ভারতের কফি উৎপাদনের কেন্দ্রবিন্দু, যেখানে ২০২৫-২৬ সালের পরবর্তী ব্লসম আসলে ২.৮ লাখ মেট্রিক টন কফি উৎপাদিত হবে, তার পরেই কেরাল এবং তামিলনাড়ুর অবস্থান। ভারতের বৈচিত্র্যপূর্ণ ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ১৩টি কফি অঞ্চলের উদ্ভব ঘটিয়েছে, যার মধ্যে কোডাগ, চিকমাগালুর, অরাকু ভ্যালি, নীলগিরি, ওয়ায়ানাদ এবং বাবাবুদাংগিরি বিশ্বব্যাপী তাদের বিশেষ কফি প্রোফাইলের জন্য পরিচিত।

ভারতীয় কফি এখন সাতটি ভৌগোলিক সূচক (জিআই) ট্যাগের অধিকারী, যার মধ্যে কোডাগ আরাবিকা, ওয়ায়ানাদ রোবুস্তা, অরাকু ভ্যালি আরাবিকা, বাবাবুদাংগিরি আরাবিকা, এবং বিশ্ববিখ্যাত মনসুন মালাবার প্রজাতি অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ কফি যেমন মাইসোর নাগেটস এক্সট্রা বোল্ড এবং রোবুস্তা কফি রয়্যাল ভারতকে বিশ্ব বাজারে প্রিমিয়াম স্থান দানে সহায়ক হয়েছে।

১৯৪২ সালে কফি আইন অনুসারে প্রতিষ্ঠিত কফি বোর্ড আজও ভারতের কফি খাতের প্রবৃদ্ধির কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে। কেন্দ্রীয় কফি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে গবেষণা, প্রচারমূলক কার্যক্রম, রপ্তানি সহায়তা এবং একীভূত কফি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বোর্ড উৎপাদন, গুণমান, পরিকাঠামো এবং বাজার প্রবেশাধিকারের উন্নতি সাধন করছে। 'দ্য ফাইন কাপ অ্যাওয়ার্ডস' এবং দেশব্যাপী ভারত কফি হাউসের মাধ্যমে ভোক্তা সচেতনতা এবং স্থানীয় খাতের প্রচার করা হচ্ছে।

ভারত এখন বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম কফি রপ্তানিকারক দেশ, যেখানে ২০২৪---২৫ অর্থবছরে রপ্তানি ১.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়েছেএটি আগের বছরের তুলনায় ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এপ্রিল—সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত রপ্তানি ১.০৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, যার মধ্যে ইতালি, জার্মানি, বেলজিয়াম, রাশিয়া এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো গন্তব্যগুলোর চাহিদা রয়েছে। ভারতের মোট বার্ষিক কফি উৎপাদনের প্রায় ৭০ শতাংশ ১২৮টি দেশে রপ্তানি হয়।

নীতিগত সংস্কারও খাতটিকে নতুন রূপ দিয়েছে। ইন্সট্যান্ট কফির উপর জিএসটি ১৮ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশে কমানো হয়েছে, যা খুচরা দামে সাশ্রয়ী প্রভাব ফেলবে এবং দেশীয় খাওয়ার প্রবণতা বাড়াবে। ভারত---যুক্তরাজ্য সমগ্র অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক চুক্তি (সিইটিএ) এবং ভারত— ইএফটিএ টিইপিএ'র মতো নতুন বাণিজ্য চুক্তিগুলি ভারতের রোস্টেড এবং ইনস্ট্যান্ট কফির জন্য প্রিমিয়াম বাজারগুলোতে শুল্ক-মুক্ত প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করেছে, যার মধ্যে যুক্তরাজ্য, সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে এবং আইসল্যান্ড অন্তর্ভুক্ত।

ওড়িশার কোরাপুট কফি মতো উপজাতি পরিচালিত উদ্যোগগুলি ভারতের কফি ন্যারেটিভে একটি শক্তিশালী সামাজিক-অর্থনৈতিক মাত্রা যোগ করেছে। ত্রিপুরার উন্নয়ন সমবায় সংস্থা দ্বারা সমর্থিত, কোরাপুটের উপজাতীয় কৃষকরা ফাইন কাপ অ্যাওয়ার্ডস এর মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং ব্র্যান্ডেড ক্যাফে ও মূল্য সংযোজিত পণ্যগুলির মাধ্যমে বাজারে সম্প্রসারিত হয়েছে।

কফি বোর্ড ২০৪৭ সালের মধ্যে জাতীয় উৎপাদন ৯ লাখ টন করার একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে, যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে দেশীয় ক্যাফে সংস্কৃতির সহায়তায়।

ভারতের কফি বাজার ২০২৮ সালের মধ্যে ৮.৯ শতাংশ বার্ষিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করার পূর্বাভাস রয়েছে, যেখানে আউট-অফ-হোম সেগমেন্ট বার্ষিক ১৫—২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেতে পারে।

বাবা বুদান গিরি পাহাড়ে এর ঐতিহাসিক শিকড় থেকে শুরু করে আজকের বিশ্বব্যাপী প্রিমিয়াম কফি রপ্তানিকারক হিসেবে ভারতের উত্থান, দেশটির কফি খাত আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে দাঁড়িয়ে। বিশেষ জাতের কফি, দূরদর্শী নীতি সহায়তা এবং লাখ লাখ ছোট খামারি দ্বারা চালিত এই খাত, ভারতকে একটি নতুন কফি কাহিনীতে রূপান্তরিত করেছে, যা এখন বিশ্বের ক্যাফে ও কফি কাপগুলিতে উদযাপিত হচ্ছে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-52/EE/RD/KGT/DIV/2025-26 Dt. 27/11/2025

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, R D Kumarghat Division, Kumarghat, Unakoti, Tripura invites percentage rate e-tender on double bid system from the eligible bidders up to 3.00 P.M. of 05/12/2025 for 01 (One) no works. For details visit website https://tripuratenders.gov.in/ eprocure.gov.in and may contact at ph. No.9612590474 (M)/ e- mail- een 1kgt@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C/ 3198/25

Executive Engineer
RD Kumarghat Division
Kumarghat, Unakoti, Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-19/EE/RD/DMN/DIV/2025-26 Dt.27/11/2025

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, RD Dharmanagar Division, Dharmanagar, North Tripura invites percentage rate e-tender on two bid system from the eligible bidders up to 4:00 PM of 4/12/2025 for 07(Seven) nos works. For details visit website https://tripuratenders.gov.in/ eprocure.gov.in and may contact at phone no. 9862984064 (M)/ email id-eerddmndiv@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C/ 3195 -25

Executive Engineer
RD Dharmanagar Division

Press Notice Inviting e-Tender
No: 11/EE/AGRI/WEST-II/2025-26

On behalf of the Governor of Tripura the Executive Engineer (Agri), West Division-II, Mohanpur, West Tripura invites online percentage rate e-Tender (PWD Form-7) from the eligible contractors registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/other state PWD for the following works -

SL. NO.	NAME OF WORK	ESTIMATED COST	EMD
[illegible]	Construction of a new [illegible] at College of Agriculture, [illegible], West Tripura [illegible]	Rs. [illegible]	Rs. [illegible]

Last date of bidding of tender on 10.12.2025 upto 04:00 PM and will be open on 11.12.2025 at 11:00 A.M (if possible). For details please visit https://tripuratenders.gov.in or contact at mobile no. 9774141320 for clarification. If any subsequent corrigendum will be available at the website only.

ICA/C/ 3185/25

For & on behalf of the Governor of Tripura
Executive Engineer (Agri)
Agri. Engg., West Div-II Mohanpur, West Tripura

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ভিত্তিক
আর্নজাতিক দিব্যাঙ্গন দিবস - ২০২৫
উদযাপন উপলক্ষে দিব্যাঙ্গদের জন্য

-: বসে আঁকো প্রতিযোগিতা :-

২ ডিসেম্বর, ২০২৫, সকাল, ৯ টা,
জেলা সমাজ কল্যান ও সমাজ শিক্ষা কার্য়ালয়, পশ্চিম ত্রিপুরা (মেলারমাঠ) হরিগঙ্গা বসাক রোড

বিভাগ	বয়স	বিষয়
ক বিভাগ	৬ থেকে ১০ বছর পর্যন্ত	যেমন খুশি আঁকো
খ বিভাগ	১০+ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত	যেমন খুশি আঁকো

- প্রতিযোগীদের আঁকার সরঞ্জাম আনতে হবে।
- আঁকার কাগজ আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে দেওয়া হবে।
- দিব্যাঙ্গন প্রমান পত্র সহ বয়সের প্রমাণ পত্রের ফটো কপি অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে।
- অংশগ্রহনকারীদের সকাল ৮ টা ৩০ মিনিটের মধ্যে নিজ দায়িত্বে অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে উপস্থিত থাকতে হবে।

আগামী ১ ডিসেম্বর, ২০২৫ দুপুর ২ টা পর্যন্ত আগ্রহী প্রতিযোগি/প্রতিযোগিনীর নাম জেলা সমাজ কল্যান ও সমাজ শিক্ষা কার্য়ালয়, পশ্চিম ত্রিপুরা অথবা Whatsapp No : 9436927909/7642907755 এ নাম নথিভূক্ত করা যাবে।

দীপক লাল সাহা
জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক
পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সমাজ কল্যান ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর
ICA/D-1430/25 **মেলারমাঠ, আগরতলা**

The Executive Engineer, Engineering Cell, Samagra Shiksha, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' online percentage/ item rate e- tender from the eligible Central & State Public Sector undertaking/enterprise and eligible Contractors/Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 06/12/2025 for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Repair of 3(Three) nos. School under Killa and Matabari Block, Gomati District under Repair restoration of immediate nature of damaged infrastructure of school building. DRAFT NIT NO: 147/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26 PRESS NIT NO: 180/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26	Rs. 5,99,000.00	Rs. 11,980.00	30 (Thirty) days	Up to 3PM 06/12/2025	At 0[illegible]/12/2025 Hrs on 04 PM.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	Repair of 3(Three) nos. School under Killa and Tepania Block, Gomati District under Repair restoration of immediate nature of damaged infrastructure of school building. DRAFT NIT NO: 148/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26 PRESS NIT NO: 181/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26	Rs. 5,98,000.00	Rs. 11,960.00	30 (Thirty) days	Up to 3PM 06/12/2025	At 0[illegible]/12/2025 Hrs on 04 PM.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

All details can be seen in Press Notice & Bid Documents for the works on websitehttps://tripuratenders.gov.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder.

ICA/C 3189-25

(Er. B. Das)
Executive Engineer Samagra Shiksha, Tripura.

শনিবার আগরতলায় একটি অনুষ্ঠান পরিদর্শন করেন মেয়র দীপক মজুমদার।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

শীতে কিভাবে মেকআপ নিখুঁত রাখবেন

মেকআপকে দীর্ঘস্থায়ী করবে। মেকআপ কৌশল, কীভাবে লাগালে গলে যাবে না?

১. অয়েল-ফ্রি ফাউন্ডেশন: সবসময় অয়েল-ফ্রি বা ম্যাট ফিনিশের ফাউন্ডেশন বেছে নিন। হালকা থেকে মাঝারি কভারেজ ব্যবহার করাই ভাল।

২. কম প্রোডাক্ট ব্যবহার: অল্প পরিমাণে মেকআপ প্রোডাক্ট ব্যবহার করুন। অতিরিক্ত লেয়ার বা স্তর তৈরি করলে তা খুব দ্রুত গলে যেতে পারে।

৩. সেটিং পাউডার ম্যাজিক: ফাউন্ডেশন লাগানোর পর একটি লুজ সেটিং পাউডার নিন।

একটি মেকআপ স্পঞ্জ বা পাফ ব্যবহার করে টি-জোন এবং চিবুকে হালকা হাতে পাউডার বসিয়ে দিন। একে 'বেকিং' কৌশল বলা হয়। এটি ত্বক থেকে তেল টেনে নেয়।

২-৩ মিনিট পর অতিরিক্ত পাউডার একটি নরম ব্রাশ দিয়ে ঝেড়ে ফেলুন। ৪. ফেস মিস্ট/সেটিং স্প্রে: মেকআপ শেষ করার পর অবশ্যই একটি ম্যাট ফিনিশ সেটিং স্প্রে ব্যবহার করুন। এটি মেকআপকে লক করে দেবে এবং এটিকে ত্বকের সঙ্গে মিশে যেতে সাহায্য করবে। ৫. ব্লোটিং পেপার: দিনের বেলায় যদি ত্বক তেলতেলে লাগে, তবে টাচ-আপ করার জন্য ব্লোটিং পেপার ব্যবহার করুন। এটি মেকআপ না তুলে কেবল অতিরিক্ত তেল শুষে নেয়। টাচ-আপের সময় বারবার সেটিং পাউডার ব্যবহার না করাই ভাল।

এই কৌশলগুলো মেনে চললে শীতকালে আপনার তৈলাক্ত ত্বকেও মেকআপ থাকবে সতেজ, নিখুঁত এবং দীর্ঘস্থায়ী।

আবহাওয়া ঠান্ডা হলে তৈলাক্ত ত্বকে মেকআপ ঠিকমতো সেট হতে চায় না। বিশেষ করে দিনের শেষে টি-জোন (নাক, কপাল, চিবুক) অতিরিক্ত তেলতেলে হয়ে যায়, ফলে মেকআপ গলে যাওয়ার ভয় থাকে। কিন্তু সঠিক প্রস্তুতি এবং কিছু কৌশল অবলম্বন করলে শীতেও আপনার মেকআপ থাকবে নিখুঁত এবং সতেজ। শীতকাল মানেই ত্বক কিছুটা শুষ্ক হয়ে যাবে, এমনটাই আমরা ধরে নিই। কিন্তু যাদের ত্বক তৈলাক্ত বা কম্বিনেশন, তাদের সমস্যাটা অন্যরকম। আবহাওয়া ঠান্ডা হলে তৈলাক্ত ত্বকে মেকআপ ঠিকমতো সেট হতে চায় না। বিশেষ করে দিনের শেষে টি-জোন (নাক, কপাল, চিবুক) অতিরিক্ত তেলতেলে হয়ে যায়, ফলে মেকআপ গলে যাওয়ার ভয় থাকে। কিন্তু সঠিক প্রস্তুতি এবং কিছু কৌশল অবলম্বন করলে শীতেও আপনার মেকআপ থাকবে নিখুঁত এবং সতেজ।

মেকআপ প্রস্তুতির ৩ ধাপ:- মেকআপ ভাল সেট হওয়ার জন্য আপনার ত্বককে তৈরি করা সবচেয়ে জরুরি। তৈলাক্ত ত্বকের জন্য এই ধাপগুলো মেনে চলুন।

১. সঠিক ক্লিনজিং ও টোনিং ক্লিনজিং: মুখ ধোয়ার জন্য স্যালিসিলিক অ্যাসিডযুক্ত বা জেল-বেসড ক্লিনজার ব্যবহার করুন। এটি ত্বকের অতিরিক্ত তেল ও ময়লা দূর করবে।

টোনিং: একটি অ্যালকোহল-মুক্ত টোনার ব্যবহার করুন। এটি ত্বকের পিএইচ ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং লোমকূপ সঙ্কুচিত করতে সাহায্য করবে। ২. হালকা ময়েশ্চারাইজার অনেকেই মনে করেন তৈলাক্ত ত্বকে ময়েশ্চারাইজার দরকার নেই, এটি ভুল ধারণা। শীতকালে ত্বক ভেতর থেকে ডিহাইড্রেটেড হতে পারে। ওয়াটার-বেসড বা জেল-বেসড, খুব হালকা এবং নন-কমেডোজেনিক ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন। এটি মেকআপ লাগানোর আগে ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখবে, কিন্তু তেলতেলে করবে না। ৩. ম্যাটিফাইং প্রাইমার তৈলাক্ত ত্বকে মেকআপ সেট করার জন্য এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। প্রাইমার মেকআপ ও ত্বকের মাঝে একটি বাধা তৈরি করে। আপনার টি-জোন এবং যেসব জায়গায় বেশি তেল বের হয়, সেখানে ম্যাটিফাইং বা পোর-মিনিমাইজিং প্রাইমার লাগান। এটি অতিরিক্ত তেল শোষণ করে নেবে এবং

নারকেলের জলেই চুল ও ত্বক হবে ঝকঝকে

নারকেল তেল নয়, জলেও রয়েছে ম্যাজিক উপাদান। যা কিনা চুল ও ত্বকে ম্যাজিকের মতো কাজ করবে। তবে বিশেষ নিয়মেই নারকেল জল ব্যবহার করতে হবে। না হলে কিন্তু উপকারের বদলে অপকারই হবে বেশি। কীভাবে করবেন? রইল সহজ বিউটি টিপস। অনেকেই চুল ভাল রাখতে নারকেল তেল ব্যবহার করে থাকেন। অনেকে আবার শুষ্কতা দূর করার জন্য নিয়মিত ত্বকে নারকেল তেল মাখেন। তবে রূপ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নারকেল তেল নয়, জলেও রয়েছে ম্যাজিক উপাদান। যা কিনা চুল ও ত্বকে ম্যাজিকের মতো কাজ করবে। তবে বিশেষ নিয়মেই নারকেল

জল ব্যবহার করতে হবে। না হলে কিন্তু উপকারের বদলে অপকারই হবে বেশি। কীভাবে করবেন? রইল সহজ বিউটি টিপস।

১) মুখে যদি বসন্তের দাগ বা ব্রণর দাগ থাকে, তাহলে নারকেল জলে তুলো ভিজিয়ে মুখ মুছে নিন। একমাস এটা করলেই দেখবেন দাগ একেবারে গায়েব।

২) তৈলাক্ত কিংবা শুষ্ক ত্বক। নারকেল জল যে কোনও ত্বকের জন্যই ভীষণ উপকারি। যাঁদের ব্রণ হওয়ার খুব ধাত রয়েছে, তাঁরা নারকেল জলে তুলো ভিজিয়ে সেটা দিয়ে মাঝে মধ্যেই মুখ মুছে নিন। দেখবেন এতে উপকার পাবেন।

৩) বর্ষাকালে অনেকেই চুল পড়ার সমস্যায় ভোগেন। নারকেলের জল হালকা গরম করে তা দিয়ে মাথায় মাসাজ করে নিন। দেখবেন খুব জলদি সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। কিংবা শ্যাম্পু করার পরে নারকেল জল দিয়ে চুল ধুয়ে নিন। এতে চুল উজ্জ্বলও যেমন হবে, তেমনি খুসকির সমস্যাও দূর হবে।

৪) বেসনের সঙ্গে নারকেল জল মিশিয়ে ফেসপ্যাক বানিয়ে নিন। তার মধ্যে অল্প মধুও মেশাতে পারেন। রোদে পোড়া ত্বকের জেল্লা ফেরাতে এই ফেসপ্যাক কিন্তু দারুণ কাজ করে।

বাঁধাকপির ভর্তা

শীতকাল মানেই তাজা সবজির ভাণ্ডার! তার মধ্যে বাঁধাকপি এমন এক সবজি, যা পুষ্টিতেও ভরপুর আর রান্নায়ও সহজলভ্য। কিন্তু বাঁধাকপির তরকারি খেতে খেতে অনেকের একঘেঁয়ে লাগে। এ বার তাই বাঁধাকপি দিয়ে বানিয়ে নিতে পারেন অন্য এক রেসিপি।

শীতকাল মানেই তাজা সবজির ভাণ্ডার! তার মধ্যে বাঁধাকপি এমন এক সবজি, যা পুষ্টিতেও ভরপুর আর রান্নায়ও সহজলভ্য। কিন্তু বাঁধাকপির তরকারি খেতে খেতে অনেকের একঘেঁয়ে লাগে। এ বার তাই বাঁধাকপি দিয়ে বানিয়ে নিতে পারেন অন্য এক রেসিপি।

এক্কেবারে ভিন্ন স্বাদের বাঁধাকপির ভর্তা এ বার বাড়িতে বানিয়ে নিন সহজেই। গরম ভাত, ডাল বা খিচুড়ির সঙ্গে এই ভর্তা খেলে শীতের দুপুর হয়ে ওঠে আরও মজাদার। বাঁধাকপির ভর্তা বানানোর উপকরণ — বাঁধাকপি ১টি (ছোট আকারের), আলু ১টি (সিদ্ধ করা), পেঁয়াজ কুচি অল্প পরিমাণে, কাঁচা লঙ্কা ২-৩টি (কুচি করা), রসুন কুচি ১ চা চামচ, সর্ষের তেল ২ টেবিল চামচ, নুন পরিমাণমতো, ধনে পাতা সামান্য (কুচি করা)। বাঁধাকপির ভর্তা বানানোর পদ্ধতি --- প্রথমে বাঁধাকপি পাতলা করে কুচি করে ভাল করে ধুয়ে নিন। এরপর হালকা নুন দিয়ে ফুটন্ত জলে ৫ মিনিট সিদ্ধ করে জস ঝরিয়ে নিন। এ বার কড়াইয়ে সর্ষের তেল গরম করে রসুন ও কাঁচা লঙ্কা দিন। হালকা ভাজা হলে পেঁয়াজ দিন। এ বার সিদ্ধ বাঁধাকপি কড়াইয়ে দিয়ে মাঝারি আঁচে নেড়ে নিন যতক্ষণ না জল শুকিয়ে আসে। এরপর আলু চটকে দিয়ে মিশিয়ে দিন। এতে ভর্তা আরও ক্রিমি হবে। নুন ঠিক করে দিতে হবে। শেষে এক চামচ সর্ষের তেল ও কুচি ধনে পাতা ছড়িয়ে দিন। গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন এই টেস্টি বাঁধাকপির ভর্তা। দুপুরের খাবার জমে যাবে। মাথায় রাখবেন যে টিপসগুলি চাইলে সামান্য শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো যোগ করলে ভর্তার স্বাদ আরও বাড়ে। বাঁধাকপির ভর্তা ঠান্ডা হয়ে গেলে ফ্রিজে রেখে ২ দিন পর্যন্ত খাওয়া যায়। কেউ কেউ সর্ষে বাটা মিশিয়ে খান। সেক্ষেত্রে ঘ্রাণ হবে আরও তেজি। একঘেয়ে তরকারির বদলে আজই ট্রাই করুন এই বাঁধাকপির ভর্তা। রাঁধতে সহজ, খেতে মজাদার। শীতের দুপুরের ভাত বা রাতের খিচুড়ি দুটোর সঙ্গেই মানিয়ে যাবে এই দেশি ঘরোয়া স্বাদ।

ইউরিক অ্যাসিড কন্ট্রোলে রাখার জন্য রোজ খান তিন ফল

অফিসের মধ্যাহ্নভোজন হোক কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা। ক্যাফে কিংবা রাস্তার পাশে ঘুমটি দোকানে পরোটা, চাউমিন কিংবা নানা স্বাদের রোল। ফলে শরীরে দেখা দিচ্ছে ইউরিক আসিডের প্রভাব। প্রথম দিকে অনেকেই এই ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রাকে অবহেলা করেন। যার ফলে, পায়ের তলায়, হাঁটুতে, কনুউয়ের ব্যথা শুরু হয়। দীর্ঘক্ষণ বসে থাকলে, পায়ের পাতা ফুলেও যায়।

আজকাল কমবেশি আমরা সবাই ফাস্ট ফুডে অভ্যস্ত। অফিসের মধ্যাহ্নভোজন হোক কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা। ক্যাফে কিংবা রাস্তার পাশে ঘুমটি দোকানে পরোটা, চাউমিন কিংবা নানা স্বাদের রোল। ফলে শরীরে দেখা দিচ্ছে ইউরিক আসিডের প্রভাব। প্রথম দিকে অনেকেই এই ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রাকে অবহেলা করেন। যার ফলে, পায়ের তলায়, হাঁটুতে, কনুউয়ের ব্যথা শুরু হয়। দীর্ঘক্ষণ বসে থাকলে, পায়ের পাতা ফুলেও যায়। আর এর থেকেই শুরু হয় বাত বা আর্থারাইটিসের। চিকিৎসকরা বলছেন, যদি শুরুর দিকেই ইউরিক অ্যাসিডকে আটকানো যায়, তাহলে সমস্যাকে প্রথমেই দমানো যাবে। না হলে, সমস্যাও বাড়বে। প্রথমে ব্যথা দিয়ে শুরু হলেও, ইউরিক আসিড কিন্তু আপনার কিডনি ও হৃদপিণ্ডের জন্য মোটেই ভাল নয়। ইউরিক আসিড ধরা পড়লে সাধারণত খাদ্যতালিকা থেকে বাদ চলে যায় প্রচুর কিছু। পালং শাক, টমেটো, মুসুরির ডাল, পাঠার মাংস, মাছের তেল, কফি, কেক এগুলো তো একেবারেই খাওয়া যাবে না। তবে তিনটে ফল রয়েছে, যা নিয়মিত খেলে ম্যাজিকের মতো কাজ করবে। হুরহুর করে কমবে ইউরিক অ্যাসিড।

চেরি- চেরির মধে অতিমাত্রায় থাকে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। যা কিনা শরীরের ব্যথা, বেদনা দূর করে। শুধু তাই নয়, ইউরিক অ্যাসিড কমাতেও দারুণ সাহায্য করে এই ফল।

লেবু- ভিটামিন সি ইউরিক আসিডের খুব বড় শত্রু। শরীরে ভিটামিন সি-এর মাত্রা বাড়লে ম্যাজিকের মতো কমে যায় ইউরিক আসিড। তাই কমলালেবু, পাতি লেবু, মোসাম্বি লেবু নিয়মত খান। দেখবেন ইউরিক আসিডের মাত্রা কমাবে।

আপেল- শুধু ভিটামিন সি নয়। ভিটামিন এ-ও দারুণ কাজ করে ইউরিক অ্যাসিড কমাতে। আর এ ব্যাপারে আপেল একেবারে সঠিক ফল। আপেলের মধ্যে রয়েছে, প্রচুর পরিমাণে রয়েছে ভিটামিন এ। প্রত্যেকদিন একটা করে আপেল খেলে শুধু ডাক্তার দূরে থাকবে না। দূরে থাকবে অ্যাসিডও।

দাঁত মাজলেই রক্তপাত হচ্ছে?

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে শরীরের পর্যাপ্ত মাত্রায় ভিটামিন সি প্রয়োজন। অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট হিসাবেও এই ভিটামিনের চাহিদা ভালই। ফ্রি র‍্যাডিকালস ও অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের হাত থেকে শরীরকে বাঁচায় এই ভিটামিন। চুল ও ত্বকের যত্নেও ভিটামিন সি চাই-ই-চাই। শরীরে এই ভিটামিনের অভাব হলেই শুরু হয় নানা রকম সমস্যা। শরীর ভিটামিন সি জমিয়ে রাখতে পারে না। রোজের খাবারের মাধ্যমেই এই ভিটামিন ছড়িয়ে পড়ে শরীরের কোষে কোষে। আমলকি, বিভিন্ন ধরনের লেবু, পেঁপে, টোম্যাটো, ক্যাপসিকাম, পেয়ারা, ব্রকোলিতে ভরপুর মাত্রায় ভিটামিন সি থাকে ভরপুর মাত্রায়। শরীরে এই ভিটামিনের ঘাটতি হলে সতর্ক হতে হবে। কোন উপসর্গগুলি শরীরে ভিটামিন সি-র ঘাটতির ইঙ্গিত দেয়?

দাঁতের সমস্যা: শরীরে ভিটামিন সি-র অভাব হলে দাঁতের গোড়ায় ক্যালশিয়াম জমে থাকে ফলে মাড়ি দুর্বল হয়ে যায়, দাঁত থেকে রক্তপাত হয়। দাঁতে ব্যথাও হতে পারে। তাই দাঁতের দীর্ঘ সমস্যা হলে ভিটামিন সি-র অভাব হতে পারে। চুল ওঠা: ভিটামিন সি-র স্বল্পতা চুলের গোড়াকে আলগা করে দেয়। আপনারও কি চুল পাতলা হয়ে যাচ্ছে? এর কারণ হতে পারে শরীরে ভিটামিনের অভাব। চুলের যে কোনও প্রসাধনীতে তাই আমলকি, লেবুর উপাদান থাকে। কোনও অসুখ ছাড়াই ঘন ঘন চুল উঠলে ভিটামিন সি-র অভাব হতে পারে শরীরে।

ঘন ঘন সর্দিকাশি: ঘন ঘন জ্বরে কাবু হচ্ছেন? বার বার ঠান্ডা লাগলে সতর্ক হোন। ভিটামিন সি-র অভাব হলে শরীরে শ্বেত রক্তকণিকার মাত্রা কমে যায়। তাই শরীর কোনও জীবাণুর আক্রমণ ঠেকাতে পারে না। সহজে ঠান্ডা লাগেও এই কারণেই। শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলেও কিন্তু সতর্ক হতে হবে। ত্বকের বেহাল দশা: এই ভিটামিনের অনুপস্থিতিতে ত্বকে কোলাজেন সিন্থেসিস বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে ত্বকের বাইরের স্তর (এপিডার্মিস) পাতলা ও ফ্যাকাশে হতে থাকে। ত্বকের নীচের রক্তজালকগুলিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শীতকাল না হলেও ত্বক খসখসে দেখায়। ঘা শুকোতে সময় লাগলে: শরীরে ভিটামিন সি-র জোগান কম হলে কোলাজেনের উৎপাদন ব্যাহত হয়। ফলে কোথাও কোনও ক্ষত হলে সেই ক্ষত সহজে সারে না, অনেকটা সময় লাগে। তাই ক্ষত দেরিতে শুকোলে ডায়াবিটিস ছাড়াও শরীরে ভিটামিন সি-র অভাব হতে পারে।

অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের পাওয়ার হাউস পেয়ারা কীভাবে খেলে পাবেন বেশি উপকার?

পেয়ারায় রয়েছে উচ্চমাত্রার ভিটামিন সি, সেইসঙ্গে থাকে ভিটামিন এ, লাইকোপেন, পটাসিয়াম, ফাইবার এবং আরও অনেক খনিজ উপাদান। এই উপাদানগুলি শরীরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজকে সচল রাখতে সাহায্য করে। কিন্তু কখন এবং কীভাবে এই ফলটি খেলে আপনি এর সম্পূর্ণ উপকারিতা লাভ করবেন? সস্তা, সহজলভ্য এবং পুষ্টিতে ভরপুর এমন ফলের কথা বললে সবচেয়ে প্রথমে নাম আসে পেয়ারার। শুধু ভিটামিন সি বা ফাইবারে নয়, এই ফলটি হল অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের একখানা সত্যিকারের 'পাওয়ার হাউস'। প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় সঠিক সময়ে এবং সঠিক নিয়মে পেয়ারা রাখলে তা আপনার শরীরকে দেবে রোগ প্রতিরোধের দারুণ ক্ষমতা। চলুন বিস্তারিত জেনে নেওয়া যাক। পেয়ারায় রয়েছে উচ্চমাত্রার ভিটামিন সি, সেইসঙ্গে থাকে ভিটামিন এ, লাইকোপেন, পটাসিয়াম, ফাইবার এবং আরও অনেক খনিজ উপাদান। এই উপাদানগুলি শরীরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজকে সচল রাখতে সাহায্য করে। কিন্তু কখন এবং কীভাবে এই ফলটি খেলে আপনি এর সম্পূর্ণ উপকারিতা লাভ করবেন? নিম্নে তা নিয়ে আলোচনা করা হল। পেয়ারা খাওয়ার সঠিক সময় কোনটি? বিশেষজ্ঞদের মতে, ফল খাওয়ার সঠিক সময় শরীরের প্রয়োজন ও হজম ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে। তবে পেয়ারার ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট সময়ের কথা বিশেষজ্ঞরা জানান। যখন এটি খেলে সবচেয়ে বেশি উপকার পাওয়া যায়। ১. প্রাতরাশ বা সকালের খাবারের পরে (সকালের মধ্যবর্তী সময়ে): সকালে ভারী ব্রেকফাস্টের পর বা সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টার মধ্যে পেয়ারা খাওয়া খুব ভাল। এই সময় পেয়ারা খেলে শরীরে শক্তি তৈরি হয়। পেয়ারায় থাকা ফাইবার ও প্রাকৃতিক শর্করা আপনাকে দিনের বাকি সময়ের জন্য শক্তি জোগাবে। এ ছাড়া হজম প্রক্রিয়া উন্নত হয়। পেট পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে এবং হজম ক্ষমতা বাড়াতেও ভূমিকা রাখে। ২. দুপুরের খাবারের আগে বা পরে (খিদে আটকাতে): পেয়ারা ফাইবার সমৃদ্ধ হওয়ায় তা পেট দীর্ঘ সময় ভরা রাখতে সাহায্য করে। দুপুরের খাবারের আগে একটি পেয়ারা খেলে অতিরিক্ত খাওয়া থেকে বিরত থাকা যায় এবং ওজন নিয়ন্ত্রণেও অনেকটাই সুবিধা হয়।

শীতকালে চিনাবাদাম খাওয়ার উপকারিতা

ঠাণ্ডা পরিবেশে গরম কিছু অথবা শুকনা খাবার খেতে বেশি ভালো লাগে। আর শীতকালে চিনাবাদাম খুব ভালো পছন্দ হতে পারে। এটা পেট ভরে রাখার পাশাপাশি পুষ্টি যোগায় এবং শীতকালের মন ভালো রাখতে সহায়তা করে।

শীতে উষ্ণ থাকতে প্রয়োজনীয় চর্বি- শীত মানেই হিমশীতল বাতাস। স্বাভাবিকভাবে, শীতের খাবার শরীর উষ্ণ রাখতে ও আরাম অনুভবে সহায়তা করে। পুষ্টিবিদ আভনি কাওল হেলশটস ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, "হৃদস্বাস্থ্য বান্ধব মনোআনস্যাচুরেইটেড ও পলিআনস্যাচুরেইটেড চর্বি রয়েছে চিনাবাদামে, যা শক্তির ভালো উৎস। আর শরীর উষ্ণ রাখতে সহায়তা করে।"

টেকসই শক্তির উৎস শীতকালে আলসেমি বা দুর্বলভাব অনুভূত হতে পারে। এই সময় শক্তিবর্ধক খাবার খাওয়ার প্রয়োজন। যেসব খাবার উচ্চ প্রোটিনযুক্ত সেগুলো আমাদের সারাদিনের শক্তি যোগাতে সহায়তা করে। চিনাবাদাম প্রোটিনের ভালো উৎস ও দীর্ঘস্থায়ী শক্তি প্রদান করে। এছাড়াও শীতকালে ক্লান্তিভাব কমাতে সহায়তা করে। ভিটামিন ই সরবরাহ করে আবহাওয়ার পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে অনেকের ঠাণ্ড অথবা অ্যালার্জির সমস্যা দেখা দেয়। চিনাবাদাম খাওয়া রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং অ্যালার্জির ঝামেলা কমাতে সহায়তা করে। এই আভনি বলেন, "উচ্চ ভিটামিন ই সমৃদ্ধ চিনাবাদাম অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের কাজ করে যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং মৌসুমী অসুস্থতা কমাতে সহায়তা করে।" ত্বকের যত্ন- শীতকালে ত্বকের শুষ্কতা কমাতে চিনাবাদাম কার্যকর। কারণ এতে রয়েছে বায়োটিন নামক যৌগ যা ত্বক উজ্জ্বল ও চকচকে করে তুলতে সহায়তা করে।

শীতে রক্তে শর্করার মাত্রা কেন বাড়ে

শীতকাল আসছে। আর শীতকালে কিছু মানুষের শরীরে চিনির মাত্রা বেড়ে যায়। এটি খারাপ খাদ্যাভ্যাস এবং ব্যায়ামের অভাবের কারণে হতে পারে। বিশেষজ্ঞরা শীতকালে রক্তে শর্করার মাত্রা কীভাবে কমানো যায় তা নিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন। এখনও পাকাপাকি হিমেল বাতাস বইতে শুরু করেনি। শীতকাল আসছে। এই সময় মানুষের খাদ্যাভ্যাসের স্টাইল পরিবর্তিত হয়, যার ফলে কিছু মানুষের রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধির ঝুঁকি বেড়ে যায়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে, তাপমাত্রা কমে যাওয়ার ফলে শরীরের বিপাকীয় হার কমে যায়। এই সময় মানুষ ব্যায়ামও কম করে, যার ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধির ঝুঁকি বেড়ে যায়। শীতে ইনসুলিনের প্রয়োজনীয়তা এবং শরীরের প্রতিক্রিয়া পরিবর্তিত হয়। যা রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধির কারণও হতে পারে। তাই, কয়েকটি বিষয় মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ। দিল্লির একজন সিনিয়র চিকিৎসক ডক্টর কমলজিৎ সিং জানান যে, শীতকালে রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধির ঝুঁকি থাকে। ডায়াবেটিস রোগীদের এই সময় বিশেষ যত্ন নেওয়া উচিত। কম কার্বযুক্ত খাবার খেতে হবে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে ফল ও সবুজ শাকসবজি খেতে হবে। অতিরিক্ত মিষ্টি বা ভাজা খাবার কমিয়ে দিতে হবে। প্রতিদিন কমপক্ষে ৩০ মিনিট ব্যায়াম করতে হবে। শীতকালে অনেকে জল কম খান। এমন অভ্যাস এড়িয়ে চলতে হবে। ডায়াবেটিস রোগীদের নিয়মিত তাঁদের সুগার লেভেল পরীক্ষা করার পরামর্শ দেওয়া হয়। যদি আপনার সুগার লেভেল বেড়ে যায়, তা হলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। কোন লক্ষণগুলির দিকে মনোযোগ দিতে হবে? ডক্টর কমলজিৎ জানান, যদি কোনও ব্যক্তি ঘন ঘন প্রস্রাব করেন, কারও অতিরিক্ত তেষ্টা পায় এবং হঠাৎ ওজন হ্রাস বা বৃদ্ধির মতো লক্ষণগুলি অনুভব করেন, তা হলে এগুলি শর্করার মাত্রা বৃদ্ধির একটি লক্ষণ হতে পারে। সেক্ষেত্রে ব্যান্ডম ব্লাড সুগার পরীক্ষা করা উচিত। তা হলে HbA1c পরীক্ষা করাতে হবে। যা গত কয়েক মাস ধরে আপনার রক্তে শর্করার মাত্রা প্রকাশ করবে। আপনার চিকিৎসক সেই অনুযায়ী চিকিৎসা করবেন। এই সময়ে, খাদ্যাভ্যাসের বিষয়ে কোনও অবহেলা করা চলবে না। মিষ্টি এড়িয়ে যেতে হবে এবং আবহাওয়া ঠান্ডা থাকলেও ব্যায়াম করতে হবে। যদি বাইরে যাওয়া সম্ভব না হয়, তা হলে বাড়িতে ব্যায়াম করতে হবে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে যদি কারও সুগারের সঙ্গে ব্লাড প্লেশারও থাকে, তা হলে নিয়মিত ওষুধ খাওয়া জরুরি।

শনিবার আগরতলায় এক বেসরকারি হাসপাতালের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

বাইরাবি-সৈরাং রেলপথ মিজোরামের যোগাযোগ ও অর্থনীতি পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে: গভর্নর ভি.কে. সিং

সৈরাং, ২৯ নভেম্বর: মিজোরাম রাজ্যের গভর্নর, জেনারেল ভিজয় কুমার সিং (অব.), ২৮ নভেম্বর শুক্রবার বাইরাবি-সৈরাং রেলপথ উদ্বোধনকে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে অভিহিত করেছেন, যা রাজ্যের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দৃশ্যপটকে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত করবে।

রাজভবনে কোচির একটি সাক্ষাৎকারে গভর্নর বলেন, ৫১.৩৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ব্রডগেজ রেলপথযা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১৩ সেপ্টেম্বর উদ্বোধন করেছিলেনমিজোরামকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের রেল নকশায় অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং রাজ্যটির জন্য বাণিজ্য, পর্যটন এবং শিল্প উন্নয়নের বিশাল সুযোগ তৈরি করবে।

গভর্নর সিং আরও বলেন, এই নতুন রেল সংযোগের মাধ্যমে পরিবহন এবং লজিস্টিকস খরচ ব্যাপকভাবে কমে যাবে, যা নির্মাণ সামগ্রী, ভোক্তা পণ্য এবং কৃষিপণ্য রাজ্যের মধ্যে সহজে এবং সাশ্রয়ী মূল্যে পরিবহণের সুযোগ সৃষ্টি করবে। এর ফলে স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং ভোক্তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট সুবিধা আসবে।

তিনি আরও জানান, এই রেলপথ ক্যালাডান মাল্টি-মোডাল ট্রানজিট ট্রান্সপোর্ট প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত হবে, যা মিয়ানমারের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সংযোগ উন্নত করবে। তিনি আশাবাদী যে বাকি ২০০ কিলোমিটার অবকাঠামো কাজ নির্ধারিত সময় অনুযায়ী সম্পন্ন হবে।

গভর্নর সিং মিজোরামের সম্ভাবনাময় বিভিন্ন খাতের কথা উল্লেখ করেন, যেমন পর্যটন, জৈব চাষাবাদ, প্রিমিয়াম আদা ও হলুদ চাষ, মিষ্টি মরিচ, বাঁশভিত্তিক শিল্প, সুগন্ধি ও ঔষধি উদ্ভিদ, এবং রাবার মিশন প্রকল্পযেগুলি উন্নত লজিস্টিক্স অবকাঠামোর মাধ্যমে একটি বড় ধাক্কা পাবে।

তিনি উল্লেখ করেন যে, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার উভয়ই উত্তর-পূর্বাঞ্চলে উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে, যা আগামী বছরগুলিতে রাজ্যের দ্রুতগতির প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করবে।

মিডিয়া দল বর্তমানে উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন করছে। তারা জানান, এই সফরের উদ্দেশ্য হল সাংবাদিকদের ওই অঞ্চলের প্রকৃত উন্নয়ন কাজগুলো সরাসরি দেখানো এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি ও উদ্যোগগুলির প্রতি জনগণের মনোযোগ আকর্ষণ করা।

মিয়ানমারের নাগরিকরা ভারতের জিএসটি পরিচিতি ব্যবহারে মাদক উৎপাদনে সহায়তা, ইডি-এর তদন্তে চাঞ্চল্যকর তথ্য

গুয়াহাটি, ২৯ নভেম্বর : মাদক পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িত একটি বড় চক্রের সন্ধান পেয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। তাদের তদন্তে জানা গেছে, মিয়ানমারের নাগরিকরা ভারতীয়দের জিএসটি পরিচিতি 'অবৈধভাবে ব্যবহার' করে মাদক উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল কেনার ব্যবস্থা করেছে। এই তদন্ত মিজোরাম পুলিশ কর্তৃক হেরোইন জব্দ করার একটি মামলার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল এবং এতে ভারতের মিজোরামসহ ভারত-মিয়ানমার সীমান্ত অঞ্চলে ক্রস-বর্ডার অপরাধের ব্যাপক প্রভাব প্রকাশিত হয়েছে।

গত ২৭ নভেম্বর, ইডি ভারত-মিয়ানমার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে প্রথম দফার অভিযান শুরু করে, যেখানে মিজোরামের আয়জওয়াল এবং চাম্পাই, অসমের শ্রিভূমি, এবং গুজরাটের আহমেদাবাদে অভিযান চালানো হয়। এ অভিযানে মাদক পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মনি লন্ডারিং (অর্থ পাচার) মামলা দায়ের করা হয় এবং এটি প্রিভেনশন অব মনি লন্ডারিং অ্যাক্ট এর আওতায় পরিচালিত হয়।

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট জানিয়েছে, 'তদন্তের সময় পাওয়া প্রমাণ থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, মিয়ানমারের নাগরিকরা ভারতীয়দের পক্ষে পসুডোএফেড্রিন ট্যাবলেট এবং ক্যাফেইন আণহাইড্রাস কিনত, যা মাদক উৎপাদন এবং পাচারের জন্য ব্যবহৃত হয়।' এছাড়া, ইডি আরও জানিয়েছে যে, 'তাদের তদন্তে দেখা গেছে, মিয়ানমারের নাগরিকরা ভারতীয়দের জিএসটি পরিচিতি ব্যবহার করে মেথঅ্যামফেটামিন ট্যাবলেট উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল কেনার সুযোগ পেয়েছিল।'

এই অভিযানটি মিজোরামসহ ভারত-মিয়ানমার সীমান্ত অঞ্চলের 'পোরাস' (ভেদযোগ্য) অঞ্চলে মাদক উৎপাদন ও পাচার চক্রের সহায়ক এক স্কিমের সন্ধান পেয়েছে। ইডি বলছে, 'এই চক্রটি শুধু মাদক উৎপাদনকেই সহায়তা করেছে, বরং মণি লন্ডারিং এবং পাচারের কর্মকাণ্ডকেও ত্বরান্বিত করেছে, যার ফলে একাধিক ভারতীয় রাজ্যে আর্থিক এবং চোরাচালান সংযোগ গড়ে উঠেছে।'

এ অভিযানে হাওয়ালা অপারেটরদের কাছ থেকে ৪৬.৭ লাখ টাকা জব্দ করা হয়েছে এবং ২১টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে। এই মামলা মিজোরাম পুলিশের এফআইআর থেকে উদ্ভূত, যেখানে ৪.৭২ কেজি হেরোইন উদ্ধার করা হয়েছিল, যার মূল্য ১.৪১ কোটি টাকা।

এখন ইডি তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে এবং মাদক পাচার চক্র এবং অর্থ পাচারের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের খোঁজে আরও তথ্য সংগ্রহ করছে।

ইডির চার্জশিটের ওপর রোস অ্যাভিনিউ কোর্টের সিদ্ধান্ত ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থগিত

নয়া দিল্লি, ২৯ নভেম্বর : দিল্লির রোস অ্যাভিনিউ কোর্ট এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টোরেট এর জাতীয় হেরাল্ড অর্থপাচার মামলায় চার্জশিট গ্রহণের সিদ্ধান্ত ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থগিত করেছে। শনিবারের (২৯ নভেম্বর) শুনানির পর কোর্ট এই তারিখ নির্ধারণ করেছে, যেখানে সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী এবং অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। ২০১২ সালে বিজেপি নেতা সুব্রামনিয়াম স্বামীর করা অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়। এই তদন্তের মাধ্যমে অভিযোগ করা হয় যে কংগ্রেস নেতারা ''ইয়ং ইন্ডিয়ান প্রাইভেট লিমিটেড'' (যেখানে সোনিয়া এবং রাহুল গান্ধী প্রত্যেকে ৩৮৳ শেয়ার ধারণ করেন) মাধ্যমে অঙ্গীভূত হয়ে ''অ্যাসোসিয়েটেড জার্নালস লিমিটেড'' -এর সম্পত্তি অবৈধভাবে অধিকার করেছেন। এডি দাবি করেছে যে, কংগ্রেস নেতারা ৫০ লাখ রুপি ঋণের মাধ্যমে প্রায় ২,০০০ কোটি রুপি মূল্যের সম্পত্তি অধিগ্রহণ করেন, যেখানে ভুয়া ভাড়া রসিদ এবং মিথ্যা লেনদেনের মাধ্যমে এই অপারেশন চালানো হয়।

পিএমএলএ ধারা ৪৪ এবং ৪৫ অনুসারে চার্জশিটে সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী, স্যাম পিত্রোদা, সুমন দুবে, প্রয়াত মোতিলাল ভোরা, অস্কার ফার্নান্দেস, ইয়ং ইন্ডিয়ান এবং ডোটেক্স মার্চেন্ডাইজ প্রাইভেট লিমিটেডকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এসবের মধ্যে প্রতারণা (৪২০) এবং বিশ্বাসভঙ্গ (৪০৬) এর মতো অপরাধও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই মামলায় সোনিয়ার পক্ষে অভিষেক মাণু সিংভি, রাহুলের পক্ষে আরএস চীনা, ডোটেক্সের পক্ষে প্রমোদ দুবে এবং ইডি-এর পক্ষে অ্যাডিশনাল সলিসিটার জেনারেল এসভি রাজু প্রতিরক্ষা করছেন।

বিশেষ বিচারক বিশাল গগনে ৭ নভেম্বর ইডি-এর অর্থ প্রবাহ নিয়ে স্পষ্টীকরণের পর আদেশ সংরক্ষণ করেন। তিনি অভিযুক্তদের প্রাক-সচেতনতা শুনানির অধিকার নিশ্চিত করার জন্য বিএনএসএস ধারা ২২৩ অনুসরণ করেন এবং ইডি-এর আগাম উত্তর দেওয়ার চেষ্টা খারিজ করেন। আজকের স্থগিতাদেশ শুনানির সময় পিএমএলএ এবং আইনি প্রক্রিয়াগত সুরক্ষা নিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখার পক্ষে আর্গুমেন্ট উপস্থাপন করা হয়েছে।

কংগ্রেস নেতারা এই অভিযোগগুলিকে 'অদ্ভুত' এবং 'অপ্রত্যাশিত' বলে নিন্দা করেছেন, এবং দাবি করেছেন যে তাদের বিরুদ্ধে কোনো অর্থ প্রবাহের প্রমাণ নেই, কারণ আয়কর দপ্তর আগেই এই বিষয়ে ক্লিয়ারেন্স দিয়েছে। ১৬ ডিসেম্বরের জন্য স্থগিতাদেশ দেওয়ার মাধ্যমে এই দশক-প্রাচীন মামলার অনিশ্চয়তা আরও বৃদ্ধি পেল, যেখানে ইডি দাবি করেছে যে গান্ধী পরিবারের 'পাপেট' ইয়ং ইন্ডিয়ান প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যক্তিগতভাবে ১৪২ কোটি রুপি লাভ করেছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদির সভাপতিত্বে ৬০তম অল ইন্ডিয়া কনফারেন্স অফ ডিরেক্টরস জেনারেল অ্যান্ড ইনস্পেক্টরস জেনারেল অফ পুলিশ ছত্তীসগঢ়ে

রায়পুর, ২৯ নভেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ছত্তীসগঢ়ে ৬০তম অল ইন্ডিয়া কনফারেন্স অফ ডিরেক্টরস জেনারেল অ্যান্ড ইনস্পেক্টরস জেনারেল অফ পুলিশে সভাপতিত্ব করছেন। তিন দিনব্যাপী এই কনফারেন্স গতকাল নয়া রায়পুরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টে শুরু হয়। কনফারেন্সের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি জানান, এই কনফারেন্সটি অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমাধানের একটি পোর্টাল হিসেবে তৈরি হয়েছে, যা কৌশলগত পরিকল্পনা ও নীতিনির্ধারণের জন্য মৌলিক ধারণা প্রদান করবে। অমিত শাহ বলেন, গত ১১ বছরে ভারত ব্যাপক উন্নতি করেছে, বিশেষ করে উগ্রপন্থা, উগ্রবাদ, সন্ত্রাসবাদ এবং মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে।

কনফারেন্সে ভাষণ দেওয়ার সময় অমিত শাহ বলেন, 'দেশের সুরক্ষাকে নতুন যুগের হুমকি থেকে রক্ষা করতে গোয়েন্দা তথ্যের সঠিকতা, লক্ষ্য নির্ধারণের স্পষ্টতা এবং কর্মকাণ্ডে সমন্বয়ের গুরুত্ব অত্যন্ত অপরিহার্য।' তিনি আরও বলেন, এই কনফারেন্সে হওয়া আলোচনা 'বিকশিত ভারত' গড়ে তোলার জন্য নীতির একটি রোডম্যাপ প্রস্তুত করতে সহায়ক হবে। এই বছরের কনফারেন্সের থিম 'বিকশিত ভারত: সুরক্ষা মাত্রা'। আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পরবর্তী স্তরের নিরাপত্তা কাঠামো তৈরির বিষয়। বিভিন্ন জাতীয় নিরাপত্তা ইস্যু, যেমন বামপন্থী উগ্রবাদ, সন্ত্রাসবাদ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, মহিলাদের নিরাপত্তা, এবং ফরেনসিক বিজ্ঞান ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা চলছে। এই কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করছেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির পুলিশের পদক প্রদান করবেন, পুলিশ কর্তৃক প্রদত্ত মৌলিক সেবা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে।

কনফারেন্সে উপস্থিত রয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির পুলিশ প্রধানরা এবং কেন্দ্রীয় পুলিশ সংস্থাগুলির প্রধানরা।

তাওয়াং জেলা পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা, পিপিএ-র অভিযোগ বিজেপির হুমকি ও অবৈধ প্রভাব বিস্তারের

তাওয়াং, ২৯ নভেম্বর: তাওয়াং জেলা পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনীতি তীব্র উত্তেজনার মধ্যে পড়েছে। আজ, ২৯ নভেম্বর, পিপিএ (পিপলস পার্টি অফ অরুণাচল) সমর্থকরা জেলা উপকমিশনারের অফিসের সামনে একটি প্রেস ব্রিফিং করেন, যেখানে তারা বিজেপির বিরুদ্ধে "বাধ্যতামূলক এবং অবৈধ" প্রচারাভিযান চালানোর অভিযোগ তোলেন। পিপিএ সমর্থকদের দাবি, বিজেপি নেতারা, বিশেষ করে অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খাণ্ডুর কাছাকাছি ব্যক্তিরা, দুই পিপিএ প্রার্থীকে তাদের মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে চাপ সৃষ্টি করেন, যা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বিশুদ্ধতা নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। এই ঘটনা পিপিএ সমর্থকদের মতে, একটি "অগণতান্ত্রিক এবং অবৈধ প্রচারণার কৌশল" এবং তারা সতর্ক করেছেন যে এমন চাপ নির্বাচনের মৌলিক নীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। পিপিএ নেতারা আরও দাবি করেন, নির্বাচনের শেষ মুহূর্তে প্রার্থীদের উপর চাপ তৈরি করা হচ্ছে, যা ছোট রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য চরম অসুবিধা সৃষ্টি করছে। তারা এই ধরনের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, সমস্ত রাজনৈতিক দলকে নিরপেক্ষ এবং সুষ্ঠু পরিবেশে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ দেওয়া উচিত।

পিপিএ সমর্থকরা জেলা প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন, তারা যেন নিশ্চিত করেন যে কোনও প্রার্থীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মনোনয়ন প্রত্যাহারের জন্য বাধ্য করা না হয়। তাছাড়া, তারা নির্বাচন কমিশনের কাছে এই বিষয়টি দ্রুত দৃষ্টি আকর্ষণ করার এবং তাওয়াংয়ের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া রক্ষা করার দাবি জানিয়েছেন। প্রেস ব্রিফিংয়ের শেষে পিপিএ সমর্থকরা নির্বাচন কমিশনের কাছে দাবি করেছেন যে নির্বাচন বিধি যথাযথভাবে মেনে চলা হোক এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ রাখা হোক, যাতে জনগণের প্রকৃত ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়। তাওয়াং জেলা এবার একেবারে নজরকাড়া একটি পঞ্চায়েত নির্বাচন হতে চলেছে বলে মনে হচ্ছে।

গুয়াহাটিতে সাইবার প্রতারণার অভিযোগে ৬ জন আটক

গুয়াহাটি, ২৯ নভেম্বর : সাইবার জালিয়াতি ও আর্থিক প্রতারণার বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযান চালিয়ে পুলিশ পশ্চিমবঙ্গ এবং অসমের ৬ জন ব্যক্তিকে আটক করেছে। তারা বেআইনি এবং অনুমোদনহীন অ্যাপ্লিকেশন লিঙ্কের মাধ্যমে অর্থ লেনদেন করে প্রতারণা করছিলেন, যা তাদের বর্তমান ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে করা হচ্ছিল।

গুয়াহাটির বিভিন্ন স্থানে একাধিক অভিযান চালিয়ে পুলিশ পশ্চিমবঙ্গ এবং অসমের ৬ জন অভিযুক্তকে আটক করেছে। অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন সৌরভ পল (৩০) এবং শুভম পল (২৭), যারা গোসাইগাঁও, কোকারাঝার, অসমের বাসিন্দা। এছাড়া, শিলিগুড়ি, দার্জিলিংয়ের প্রধান নগরের উত ডাস (২৩), নক্সালবাড়ি, দার্জিলিংয়ের সাচিন সাইবিয়া (২৫) এবং সাইকেত সরকার (১৯), এবং জলপাইগুড়ির ভক্তিনগরের উমেশ কুমার সাহানি (৩৭) এই অভিযানে আটক হন। তাদের বিরুদ্ধে বেআইনি অ্যাপ্লিকেশন লিঙ্কের মাধ্যমে সাইবার প্রতারণা ও অর্থ স্থানান্তরের অভিযোগ রয়েছে।

আসাম বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের শেষ দিনে কংগ্রেস বিধায়কদের ওয়াকআউট, তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনিয়মের অভিযোগ

গুয়াহাটি, ২৯ নভেম্বর: আজ, ২৯ নভেম্বর, আসাম বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের শেষ দিনে কংগ্রেসের বিধায়কেরা ওয়াকআউট করেন, তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিযোগ অনিয়ম এবং ছাত্র-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে যথাযথ আলোচনা করার জন্য সময়ের অভাবের অভিযোগ তুলে।

বিরোধী দলনেতা দেবব্রত সাইকিয়া বলেন, কংগ্রেস তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান ছাত্র আন্দোলন এবং সেখানে ঘটে চলা উত্তেজনা নিয়ে বিস্তারিত জিরো আওয়ার আলোচনার দাবি জানিয়েছিল। তিনি অভিযোগ করেন যে, ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারের পক্ষ থেকে বিরোধী দলকে মাত্র একটি এজেন্ডা আইটেম দেওয়া হলেও, সরকারপক্ষকে দুটি এজেন্ডা দেওয়া হয়েছে, ফলে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর ওপর আলোচনা করার জন্য পর্যাপ্ত সময় মিলছে না।

সাইকিয়া আরও দাবি করেন যে, তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি 'অসামতৃক ষড়যন্ত্র' চলছে। তিনি অভিযোগ করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর প্রভাবের মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়েছে এবং তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলের অপব্যবহার করেছেন, এমনকি প্লাস্টিকের টেবিল এবং চেয়ার কেনার মতো অস্বাভাবিক মূল্যে জিনিসপত্র ক্রয় করেছেন।

বিরোধী দলনেতা দীর্ঘদিনের একটি দাবি পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, আসামের ছয়টি আদিবাসী সম্প্রদায়কে সংরক্ষিত উপজাতি মর্যাদা দেওয়ার প্রক্রিয়া দ্রুত এগিয়ে নেওয়া উচিত। তিনি উল্লেখ করেন যে, ১৯৯৬ সালে এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করা হয়েছিল, এবং পরবর্তী ডিসেম্বরের লোকসভা এবং রাজ্যসভার অধিবেশনে এটি পাশ হওয়া উচিত।

সিপিআই(এম) বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার-ও ওয়াকআউট কর্মসূচিতে যোগ দেন এবং তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন। তিনি বলেন, 'যদি আরএসএসের সমর্থিত কোনো ব্যক্তি উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পান, তবে তাদের বিরুদ্ধে দায়বদ্ধতা আনা উচিত,' এবং যোগ করেন যে তাদের প্রতিবাদ চলবে যতক্ষণ না উপাচার্যকে সরানো হয়।

এদিকে, তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র আন্দোলন আরও তীব্র হয়ে উঠেছে, ছাত্ররা ক্যাম্পাসের সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করেছে এবং তাদের দাবি মেনে না নেওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সংকল্প ব্যক্ত করেছে।

কংগ্রেস বিধায়ক রাকিবুদ্দিন আহমেদের ব্রহ্মপুত্র নদী তীরবর্তী সড়ক নির্মাণের প্রস্তাব

গুয়াহাটি, ২৯ নভেম্বর: কংগ্রেস বিধায়ক রাকিবুদ্দিন আহমেদ ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে নাগরবেরা থেকে গৌহাটি পর্যন্ত সোনাতলি এবং গোরাইমারি সংযোগকারী একটি সড়ক নির্মাণের প্রস্তাব দিয়েছেন, যা চর ও নদী তীরবর্তী এলাকার জনগণের জন্য দীর্ঘকালীন এক যোগাযোগের করিডর হিসেবে কাজ করবে।

মালিবাড়ী পাথার গ্রামে শুক্রবার রাতে চামড়িয়া বিধানসভা আসনের অধীনে আল-বেরুনি মডেল স্কুলের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে বক্তব্য রাখার সময় আহমেদ বলেন, এই প্রকল্পটি এলাকার যাতায়াতের সমস্যাগুলি সমাধান করবে এবং ওই অঞ্চলের জনগণের সামাজিক-অর্থনৈতিক সুযোগ বাড়াবে।

তিনি আশ্বাস দেন যে, ২০২৬ সালের আসাম বিধানসভা নির্বাচনের পরই সড়ক নির্মাণের কাজ শুরু হবে। তিনি উল্লেখ করেন, ব্রহ্মপুত্র নদী তীরবর্তী অঞ্চলের মানুষের জন্য উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা একটি দীর্ঘদিনের দাবি ছিল, যেখানে পরিবহন সমস্যা প্রায়ই দৈনন্দিন জীবনের বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং জরুরি সেবাগুলোর অ্যাক্সেসে সমস্যা সৃষ্টি হয়।

আহমেদ বলেন, ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরবর্তী সড়ক সংযোগ উন্নীত হলে এটি শুধুমাত্র যাতায়াতের সময় কমাবে না, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকা পরিদর্শনের এসআইআর প্রক্রিয়া চলছে, প্রায় ১৫ লাখ ৫৩ হাজার মৃত ভোটারের নাম চিহ্নিত

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর: পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা পরিদর্শনের বিশেষ গভীর পুনরীক্ষণ (এসআইআর) প্রক্রিয়ার আওতায় প্রায় ১৫ লাখ ৫৩ হাজার মৃত ভোটারের নাম চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়াও, ৬ লাখ ৪৫ হাজার গণনা পত্র ডিজিটাইজ করা হয়েছে এবং ৭ লাখ ৬৫ হাজার গণনা পত্র বিতরণ করা হয়েছে। এদিকে, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন কর্মকর্তা মনোজ কুমার আগরওয়াল আজ এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে ভার্চুয়াল পর্যালোচনা সভার সভাপতিত্ব করবেন, যাতে রাজ্যের জেলা নির্বাচন কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করবেন।

নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ মহাপরিদর্শককে নির্দেশ দিয়েছে, ব্লক স্তরের কর্মকর্তাদের (বিএলও) এবং রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়ায় যুক্ত অন্যান্য কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য। কমিশন কলকাতার পুলিশ কমিশনার থেকে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন কর্মকর্তা এবং তাঁর দপ্তরের অন্যান্য কর্মীদের নিরাপত্তা বিষয়ক রিপোর্টও চেয়েছে। সম্প্রতি, কলকাতায় মুখ্য নির্বাচন কর্মকর্তার দপ্তরের বাইরে বিএলও-দের একটি প্রতিবাদী আন্দোলনের পর এই রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে।

এদিকে, পশ্চিমবঙ্গে চলমান এসআইআর প্রক্রিয়ার মধ্যে রাজ্যের সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশি অভিবাসীদের ভারত ছেড়ে যাওয়ার খবরও এসেছে। ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) তৃণমূল কংগ্রেসকে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতা না করার অভিযোগ এনেছে।

বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেছেন, নির্বাচন কমিশন রাজ্য সরকার ও প্রশাসনের ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু রাজ্য সরকার নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় প্রতারণা করছে। তিনি আরও অভিযোগ করেছেন যে, তৃণমূল কংগ্রেস ভোটার তালিকায় বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের নাম অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করছে।

জামিয়ত উলেমা-ই-হিন্দ সভাপতি মাওলানা মাহমুদ মদানি-র মন্তব্যে রাজনৈতিক বিতর্ক

নয়া দিল্লি, ২৯ নভেম্বর : জামিয়ত উলেমা-ই-হিন্দ এর সভাপতি মাওলানা মাহমুদ মদানি তার এক বিতর্কিত মন্তব্যে উথাল-পাথাল সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেছেন, 'যদি অবিচার হয়, তাহলে জিহাদ হবে,' এবং সরকারের প্রতি অভিযোগ করেন যে তারা সংখ্যালঘুদের অধিকারকে উপেক্ষা করছে। তার এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বিজেপি তার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সমালোচনা করেছে, এবং দাবি করেছে যে তিনি মুসলিমদের উত্তেজিত করছেন এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে চ্যালেঞ্জ করছেন।

মদানি বলেন, সাম্প্রতিক কিছু আদালতের রায়, যেমন বাবরি মসজিদ এবং ত্রি-তালাক মামলা, তা প্রমাণ করছে যে বিচারবিভাগ সরকারী চাপের অধীনে কাজ করছে। তার মতে, 'এ ধরনের অনেক রায়' এসেছে যা 'স্পষ্টভাবে সংখ্যালঘুদের সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘন করেছে।'

মদানি তার বক্তব্যে আরও বলেন, 'সংস্থানীয় উপাসনা আইন, ১৯৯১-র বিরোধীভাবে কিছু মামলা চলার ফলে সংবিধানিক অসঙ্গতি স্পষ্ট হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টকে শুধুমাত্র তখন 'সুপ্রিম' বলা যেতে পারে, যখন তারা সংবিধান রক্ষা করবে। যদি তা না হয়, তাহলে তাকে 'সুপ্রিম' বলা যাবে না।'

তিনি ভারতের মুসলিম সমাজের পরিস্থিতি নিয়ে নিজের মূল্যায়ন ব্যক্ত করেছেন। তার মতে, 'দেশের ১০ শতাংশ মানুষ মুসলিমদের পক্ষে, ৩০ শতাংশ বিরোধী, এবং ৬০ শতাংশ নিরব।' তিনি মুসলিমদের এই নিরব ৬০ শতাংশ জনগণের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যোগাযোগ করার পরামর্শ দিয়েছেন। 'যদি ৬০ শতাংশ মানুষ মুসলিমদের বিরুদ্ধে চলে আসে, তাহলে দেশে বড় ধরনের বিপদ হতে পারে,' তিনি সতর্ক করেন।

মদানি আরও অভিযোগ করেন যে, জিহাদ বিষয়টি জনসমক্ষে ভুলভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে। তিনি 'লাভ জিহাদ', 'স্পিট জিহাদ' এবং 'ল্যান্ড জিহাদ'-এর মতো শব্দের প্রতি বিরোধিতা জানিয়েছেন, যা তিনি মনে করেন প্রকৃত অর্থের বিপরীত। 'জিহাদ ছিল এবং সবসময় পবিত্র থাকবে,' তিনি বলেন, 'ধর্মীয় গ্রন্থে জিহাদ কেবলমাত্র অন্যদের মঙ্গলার্থে উল্লেখিত হয়েছে।'

তবে, মদানি স্পষ্ট করে বলেন যে ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান অনুযায়ী সহিংস কোনো ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। 'এখানে মুসলিমরা সংবিধানের প্রতি বিশ্বাসী,' তিনি যোগ করেন। তিনি আরও বলেন, 'সরকারের দায়িত্ব হলো নাগরিকদের অধিকার রক্ষা করা, আর যদি সরকার তা না করে, তাহলে সরকারের দোষ।'

মদানি "বন্দে মাতরম"-এও বিতর্ক উসকে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "একটি মৃত সম্প্রদায় আত্মসমর্পণ করে। তারা যদি 'বন্দে মাতরম' বলে, তবে তারা তা পড়বে। এটি মৃত সম্প্রদায়ের পরিচয় হবে। আর যদি আমরা একটি জীবন্ত সম্প্রদায় হয়ে থাকি, তাহলে আমাদের এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে।"

মদানি-র এসব মন্তব্য বর্তমানে দেশব্যাপী আলোচনা এবং বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে, যেখানে কিছু সমর্থক তার বক্তব্যকে সাংবিধানিক উদ্বেগ হিসেবে দেখছেন, আবার অন্যদিকে সমালোচকরা এসবকে উস্কানিমূলক এবং প্ররোচনামূলক বলে অভিহিত করছেন।

মদানি-র এই মন্তব্যের পর বিজেপির তরফ থেকে তীব্র প্রতিক্রিয়া এসেছে। বিজেপি বিধায়ক রমেশ্বর শর্মা মদানি-কে 'মুসলিমদের উত্তেজিত করা' এবং 'সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে চ্যালেঞ্জ' করার জন্য অভিযুক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, "ভারতে নতুন জিন্নাহরা সৃষ্টি হচ্ছে যারা মুসলিমদের উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করছে।' তিনি আরও দাবি করেন, মদানি 'সংবিধান লঙ্ঘন করছেন' এবং 'সুপ্রিম কোর্টকে চ্যালেঞ্জ করছেন।' শর্মা মদানি-র বিরুদ্ধে মন্তব্য করেন যে, 'এ ধরনের ব্যক্তিরা সন্ত্রাসী, জিহাদী, ধর্ষক সৃষ্টি করেন,' এবং তারা 'লাভ জিহাদ, ল্যান্ড জিহাদ, এবং থুক জিহাদ'-এর মতো আন্দোলনকে সমর্থন করেন, এবং তারপর আশা করেন যে সুপ্রিম কোর্ট তাদের পুরস্কৃত করবে। তিনি মদানি-কে 'সীমার মধ্যে থাকতে' সতর্ক করেন এবং বলেন যে, ভারত 'দেশদ্রোহী কর্মকাণ্ড সহ্য করবে না।'

তিনি বলেন, 'আপনার সন্তানরা যদি ডাক্তার হয়, তবে দেশ আপনাদের শ্রদ্ধা জানাবে। কিন্তু যদি তারা বোমা ছোড়ার ডাক্তার হয়, তাহলে তাদেরও বোমায় উড়িয়ে দেওয়া হবে।'

এদিকে, রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন যে, এই ধরনের বিতর্কিত মন্তব্য দেশের আইন-ব্যবস্থা ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি সম্মান বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের বহুত্ববাদী সমাজে এসব মন্তব্যের প্রভাব দীর্ঘমেয়াদে কেমন হতে পারে, তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা চলছে।

এদিকে, মদানি-র মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের জনগণের মধ্যে যে উত্থান-পতন সৃষ্টি হতে পারে, তা নিয়ে বিশেষজ্ঞরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষা করার চেষ্টা করছে তৃণমূল কংগ্রেস: বিজেপি

কলকাতা, ২৯ নভেম্বর: পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ গহীন পুনরীক্ষণ-এসআইআর নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের আপত্তি নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) আজ তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করেছে এবং অভিযোগ করেছে যে, তারা অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষা করার চেষ্টা করছে।

বিজেপি মুখপাত্র শাহনওয়াজ হুসেন আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধি দল গতকাল নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে দেখা করে কমিশনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের ভিত্তিহীন অভিযোগ করেছে। তারা নির্বাচন কমিশনের কাজকর্ম নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে, যা একেবারেই ভিত্তিহীন।'

তিনি আরও অভিযোগ করেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষা করার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করছে।' বিজেপির এই দাবি সম্পর্কে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

মেঘালয়ে পর্যটন, শিলং বিমানবন্দর সম্প্রসারণ এবং বৈদ্যুতিকীকরণে ৫০০ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন

শিলং, ২৭ নভেম্বর : মেঘালয় মন্ত্রিসভা রি ভয়ি জেলার উমপাড়ং, উমদেন এলাকায় পর্যটন অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ অনুমোদন করেছে। এই উদ্যোগটি সিল্ক ভিলেজের সুবিধা বৃদ্ধি এবং পর্যটকদের জন্য আরও উন্নত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়েছে। এছাড়া, শিলং শহরের সাথে পর্যটনকেন্দ্রগুলোর সংযোগ বাড়াতে এবং স্থানীয় পর্যটক সেবার উন্নয়ন করার জন্য মন্ত্রিসভা ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। এতে নংপোহ থেকে উমদেন পর্যন্ত একটি সড়ক নির্মাণ করা হবে, যা পর্যটকদের জন্য থাকার ব্যবস্থা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন করবে।

এ সম্পর্কিত একটি আরেকটি সিদ্ধান্তে, শিলং বিমানবন্দর সম্প্রসারণের জন্য প্রতিরক্ষা জমির সাথে আদান-প্রদান এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া সংক্রান্ত ভূমি অধিগ্রহণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বিমানবন্দর সম্প্রসারণের মাধ্যমে বড় আকারের বিমান পরিচালনা করা সম্ভব হবে। ইতিমধ্যে প্রকল্পের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে, স্থানীয় জনগণের সাথে আলোচনা করার জন্য পরিবহন মন্ত্রীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও, ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী যেসব গৃহস্থালি এবং গ্রাম বিদ্যুতায়নের আওতায় পড়েনি, তাদের জন্য ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বিদ্যুতায়নের প্রকল্প অনুমোদন করেছে মন্ত্রিসভা। কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম দ্রুত এগিয়ে নেওয়া হবে।

এই সিদ্ধান্তগুলো মেঘালয় সরকারের অবকাঠামো উন্নয়ন, পর্যটন উন্নতি, বিমানযোগাযোগ সম্প্রসারণ এবং জনসাধারণের মৌলিক সেবাগুলির শক্তিশালীকরণে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যান ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাজেশ গুপ্তের বিজেপিতে যোগদান, এএপি-এ বিপুল বিপর্যয়

নয়া দিল্লি, ২৯ নভেম্বর : দিল্লির মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন নির্বাচনের একদিন আগে, এএপি একটি বড় বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। দলের প্রাক্তন দুইবারের বিধায়ক ও সিনিয়র নেতা রাজেশ গুপ্ত শনিবার এএপি ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেছেন।

রাজেশ গুপ্ত, যিনি পূর্বে এএপি-এর জাতীয় মুখপাত্র এবং কর্ণাটক ইনচার্জ হিসেবে কাজ করেছেন, বিজেপিতে যোগ দেন দিল্লি ঝঞ্ঝঞ্ঝ-এর প্রধান বিরেন্দ্র সাচদেবার উপস্থিতিতে। সাচদেবা তাকে দলের দড়ি দিয়ে অভ্যর্থনা জানান।

এদিন গুপ্ত অভিযোগ করেন, 'এএপি এখন আর সাধারণ মানুষের খোঁজ রাখে না। বহু মানুষ চাইছেন এএপি ছেড়ে যেতে, কারণ তারা যে পার্টিতে কাজ করছেন সেখানে তাঁদের কোনও সম্মান নেই।' তিনি আরও বলেন, 'আমি পার্টিতে ছিলাম, কিন্তু তাদের কনভেনর আমার সাথে কোনো কথা বলেননি বা আমাকে কখনো দেখা করতে আসেননি।'

গুপ্ত আরও বলেন, 'আরবিন্দ কেজরিওয়ালকে এখন ভাবতে হবে কেন মানুষ দল ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আমি সব সময় আপনার পক্ষে লড়েছি, এমনকি টেলিভিশনেও।' তিনি তাঁর ব্যক্তিগত ত্যাগ ও দলের জন্য তার কঠোর পরিশ্রমের কথা উল্লেখ করেন।

বিজেপির সাচদেবা দাবি করেন, এএপি নেতারা এখন নিজেদের ১২ বছরের শাসনকালের সৃষ্টি সমস্যাগুলি নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন, যদিও বিজেপি মাত্র আট মাস ক্ষমতায় রয়েছে।

গুপ্ত তাঁর বক্তব্যে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন এবং কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'এএপি যখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তখন অনেক বিখ্যাত মানুষ কেজরিওয়ালের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, কিন্তু তিনি সকলকে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, যার ফলে তারা একে একে পার্টি ছেড়ে চলে গেছেন। আজ দুর্ভাগ্যবশত, আমিও সেই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হলাম।'

গুপ্ত অভিযোগ করেন, এএপি তার কর্মীদের প্রতি 'ব্যবহার ও ফেলে দেওয়া' মনোভাব গ্রহণ করেছে, যা দলের পতনের মূল কারণ বলে তিনি মনে করেন।

এছাড়াও, গুপ্ত দাবি করেন যে, আসন্ন এমসিডি উপনির্বাচনে আশোক বিহারে এএপি একটি প্রার্থী রেখেছে, যাকে নিজেই দল আগে একটি নোটিস পাঠিয়েছিল। তার নিজের উদ্বেগগুলি দল অবহেলা করেছে, বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

বর্তমানে, দিল্লিতে যখন এএপি ক্ষমতায় নেই, তখন কেজরিওয়াল এবং মণীশ সিসোদিয়া পুরোপুরি অনুপস্থিত রয়েছেন, দাবি করেন সাচদেবা। এদিকে, এএপি-এর নেতারা আতিশি ও গোপাল রায় এখন শুধু 'বিশেষ উপস্থিতি' তৈরি করছেন উপনির্বাচন প্রচারে।

বিজেপির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের বিদেশি প্রভাবশালীদের ব্যবহার এবং "এক্স" অ্যাকাউন্টের লোকেশন পরিবর্তন নিয়ে গুরুতর অভিযোগ

নয়া দিল্লি, ২৭ নভেম্বর : বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্র বৃহস্পতিবার এক প্রেস কনফারেন্সে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটি গুরুতর অভিযোগ তোলেন। তিনি দাবি করেন যে কংগ্রেস ভারতীয় রাজনীতি ও সমাজের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব তৈরি করতে বিদেশি প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ব্যবহার করছে। তাঁর বক্তব্যে কংগ্রেসের সামাজিক মিডিয়া কার্যক্রম, বিশেষত 'এক্স'অ্যাকাউন্টের লোকেশন ফিচারের মাধ্যমে বিদেশি প্রভাবশালীদের প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়।

সম্বিত পাত্র অভিযোগ করেন, কংগ্রেস নেতা এবং দলের রাজ্য অ্যাকাউন্টের অধিকাংশই প্রথমে বিদেশে অবস্থিত ছিল, যা 'এক্স' এর নতুন লোকেশন ফিচারের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। এই ফিচারের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা দেখতে পাচ্ছেন যে, কংগ্রেস নেতা পবন খেরা এবং দলের অন্যান্য অ্যাকাউন্টগুলি প্রথমে যুক্তরাষ্ট্র, আয়ারল্যান্ড এবং থাইল্যান্ডের মতো দেশে অবস্থান করছে। তবে, ফিচারের ব্যবহার শুরু হওয়ার পরপরই এই অ্যাকাউন্টগুলো তাদের লোকেশন ভারত হিসেবে পরিবর্তন করেছে, যার মাধ্যমে পাত্র দাবি করেন যে, কংগ্রেস বিদেশি শক্তির মাধ্যমে ভারতের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে চাইছে।

সম্বিত পাত্র জানান, 'কংগ্রেসের বিভিন্ন অ্যাকাউন্টের লোকেশন প্রথমে বিদেশি দেশে ছিল, তবে যখন এই বিষয়ে প্রশ্ন ওঠে, তখন তা দ্রুত পরিবর্তন করা হয়। এর মধ্যে পওন খেরা এবং মহারাষ্ট্র কংগ্রেসের অ্যাকাউন্ট অন্যতম।'

সম্বিত পাত্র আরও অভিযোগ করেন যে পবন খেরার 'এক্স' অ্যাকাউন্টের লোকেশন প্রথমে যুক্তরাষ্ট্রের ছিল, তবে পরবর্তীতে সেটি পরিবর্তন করা হয়েছে। তাঁর মতে, খেরার অ্যাকাউন্টের লোকেশন যুক্তরাষ্ট্রে প্রদর্শিত হওয়া ছিল অস্বাভাবিক এবং এটি সম্ভবত একটি ভিপিএন ব্যবহার করে পরিবর্তন করা হয়েছে। তিনি বলেন, 'পওন খেরা কংগ্রেসের একজন বড় নেতা, এবং তাঁর অ্যাকাউন্টের লোকেশন যদি যুক্তরাষ্ট্রে থাকে, তাহলে সেটা সন্দেহজনক।'

সম্বিত পাত্র আরও জানান যে, 'এক্স' সম্প্রতি একটি নতুন ফিচার চালু করেছে, যার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা তাদের অ্যাকাউন্টের লোকেশন দেখতে পারেন। এই ফিচারের মাধ্যমে কংগ্রেস এবং তার সমর্থকরা তাদের সঠিক লোকেশন গোপন করার জন্য নতুন উপায় গ্রহণ করেছে। পাত্র বলেন, 'অনেকেই তাদের অ্যাকাউন্টের লোকেশন গোপন বা পরিবর্তন করেছে, এবং কিছু অ্যাকাউন্ট পাকিস্তান, বাংলাদেশ বা সিঙ্গাপুরের মতো দেশ থেকে চালানো হচ্ছে।'

তিনি জানান, এই ফিচারটি কংগ্রেসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অ্যাকাউন্টের লোকেশন প্রকাশ করে, যার মধ্যে 'অল্ট নিউজ', 'কারাভান ইন্ডিয়া' এবং বিভিন্ন প্রভাবশালী সাংবাদিকদের অ্যাকাউন্টও অন্তর্ভুক্ত। তাঁর মতে, 'এই সমস্ত অ্যাকাউন্টগুলো ভারতের বিরুদ্ধে একটি নির্দিষ্ট ন্যারেটিভ তৈরি করার জন্য কাজ করছে।'

বিজেপির এই অভিযোগে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আরও গুরুতর অভিযোগ উঠেছে, যেখানে সম্বিত পাত্র বলেন যে কংগ্রেস বিদেশি শক্তির সাহায্য নিয়ে ২০১৪ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও ভারত সরকারকে লক্ষ্য করে অপপ্রচার চালিয়ে আসছে। তাঁর মতে, কংগ্রেস পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর এবং যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে ভারতীয় রাজনীতি এবং সরকারের বিরুদ্ধে নেতিবাচক ন্যারেটিভ তৈরি করতে চাইছে।

সম্বিত পাত্র আরো বলেন, 'এটি খুব স্পষ্ট যে কংগ্রেস ও তার সমর্থকরা বিদেশি শক্তির সাহায্যে ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংবিধানিক কাঠামোকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করছে। এই বিদেশি প্রভাবশালী অ্যাকাউন্টগুলো ভারতীয় ভোটারদের ভুল তথ্য সরবরাহ করছে এবং একটি বিভ্রান্তিকর পরিবেশ তৈরি করছে।'

সম্বিত পাত্র আরও কিছু উদাহরণ দেন, যেমন হিমাচল কংগ্রেসের 'এক্স' অ্যাকাউন্ট, যা থাইল্যান্ডের মাধ্যমে চালানো হচ্ছিল, যদিও তা ভারতীয় হিসাবে চিহ্নিত ছিল। তিনি বলেন, 'এই ধরনের অ্যাকাউন্টগুলো নিজেদের অবস্থান গোপন করতে এবং বিভ্রান্তি ছড়াতে কাজ করছে।'

এই অভিযোগের পর কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কোনো সুনির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি, তবে দলটির নেতারা দাবি করেছেন যে বিজেপি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে এসব অভিযোগ উত্থাপন করছে। কংগ্রেস নেতারা জানান যে, বিজেপি এই ধরনের অভিযোগের মাধ্যমে গণমাধ্যম এবং জনগণের দৃষ্টি ভিন্ন দিকে ফেরাতে চায়।

বিজেপির পক্ষ থেকে করা এই অভিযোগগুলি ভারতের রাজনৈতিক মহলে নতুন বিতর্ক তৈরি করতে পারে। সোশ্যাল মিডিয়া এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলি কিভাবে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করছে, তা এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ওঠা এই অভিযোগগুলি যদি সত্যি প্রমাণিত হয়, তাহলে তা ভারতের রাজনৈতিক পরিবেশে বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে পারে।

এদিকে, 'এক্স'এর নতুন লোকেশন ফিচারের মাধ্যমে এই ধরনের কর্মকাণ্ডের প্রকাশিত তথ্য রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে উঠেছে। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের এই ফিচারটি এখন রাজনৈতিক দলগুলির জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করতে পারে, যেখানে রাজনৈতিক কার্যক্রমের সঠিক তথ্য নিশ্চিত করা এবং লোকেশন গোপনীয়তা নিয়ন্ত্রণ করা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

বাস—জিপ চালক সংঘকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য, ক্ষমা না চাইলে পশ্চিম জেলার চালকদের কর্মবিরতির হুঁশিয়ারি

আগরতলা, ২৯ নভেম্বর: পশ্চিম ত্রিপুরা বাস—জিপ চালক সংঘকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্যের অভিযোগে ক্ষোভে ফুঁসছে সমগ্র পরিবহন মহল। অভিযোগ উঠেছে, উদয়পুরের একটি সভায় তিন বাস মালিক বিমল দেব, রাজু মজুমদার এবং পার্থ চক্রবর্তী সংগঠনকে অপমানজনক মন্তব্য করেছেন।

ঘটনার প্রতিবাদে পশ্চিম ত্রিপুরা বাস—জিপ চালক সংঘ এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়ে দেয় এই তিনজন আগামী তিন দিনের মধ্যে প্রকাশ্যে ক্ষমা না চাইলে পশ্চিম ত্রিপুরায় বৃহত্তর আন্দোলন শুরু হবে এবং কর্মবিরতি পালন করা হবে।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হক জানান, চালক সমাজকে উদ্দেশ্য করে কুরুচিকর মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।

তিনি বলেন এই মন্তব্য কেবল অপমান নয়, চালক সমাজের মর্যাদার উপর আঘাত। দাবি মানা না হলে আমরা কঠোর কর্মসূচিতে যেতে বাধ্য হব।

এদিকে পরিবহন মহলে এই কর্মবিরতির হুঁশিয়ারিকে কেন্দ্র করে উদ্বেগ বাড়ছে। সংশ্লিষ্ট মহলের আশঙ্কা দাবি অমীমাংসিত থাকলে সাধারণ যাত্রী ভোগান্তিতে পড়তে পারে।

কার্তিক কুরির পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন যুব মোর্চা নেতা বিপ্লব সরকার

আগরতলা, ২৯ নভেম্বর: হরেন্দ্রনগর চা বাগানের প্রয়াত কার্তিক কুরির শোকাহত পরিবারের পাশে মানবিক হাত বাড়িয়ে দিলেন বামুটিয়া মণ্ডল যুব মোর্চার সম্পাদক বিপ্লব সরকার। সম্প্রতি কার্তিক কুরি মারা গেলে আয়ের একমাত্র উৎস হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়ে তার পরিবার। বিষয়টি জানতে পেরে রাঙ্গুটিয়া গ্রামের কালাচাঁন সরকারের নাতি বিপ্লব সরকার নিজ উদ্যোগে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে পরিবারের বাড়িতে পৌঁছে দেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও এলাকাবাসী। বিপ্লব সরকারের এই মানবিক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সমাজের সর্বস্তরের মানুষ।

খোয়াই ধলাবিলে দুঃসাহসিক ঘটনা: সরকারি আধিকারিকদের সামনেই রাবার চাষীর বাগান উজাড়, ক্ষতি ৫০ লক্ষ টাকার অভিযোগ

আগরতলা, ২৯ নভেম্বর: খোয়াই ধলাবিল এলাকায় সরকারি খাস জমিতে দীর্ঘ চার দশক ধরে রাবার চাষ করে পরিবার চালিয়ে আসছিলেন বিকাশ পাল। কিন্তু গত ২৪ তারিখ এক চাঞ্চল্যকর ঘটনায় তার সেই জীবনযাপনের একমাত্র অবলম্বন মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যায়।

অভিযোগ, পাশের জমির মালিক কোনরকম নোটিশ বা মৌখিক তথ্য না দিয়েই সরকারি আধিকারিক এবং পুলিশের উপস্থিতিতে বিকাশ পালের রাবার বাগানের প্রায় ২০০টি গাছ কেটে দেন। এতে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানান ক্ষতিগ্রস্ত চাষী।

বিকাশ পাল জানান, সরকারি খাস জমিতে দীর্ঘ ৩০—৪০ বছর ধরে দখলদার হিসেবে রাবার চাষ করে তার পরিবার জীবিকা নির্বাহ করে আসছে। তিনি একাধিকবার সরকারের কাছে ওই খাস জমির অ্যালটমেন্টের জন্য আবেদন করলেও এখন পর্যন্ত কোনো কাগজপত্র পাননি।ক্ষুব্ধ বিকাশ পালের প্রশ্ন, কোন নোটিশ ছাড়া, আমাকে কিছু না জানিয়ে সরকারি কর্মকর্তাদের সামনেই কীভাবে আমার দখলে থাকা জমির গাছ কেটে ফেলা হলো?

বাণী বিদ্যাপীঠ দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ে মেধা অন্বেষা সম্বর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান

আগরতলা, ২৯ নভেম্বর: আজ বাণী বিদ্যাপীঠ দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ে বিধান শিশু উদ্যান মেধা অন্বেষার উদ্যোগে আটটি জেলার শিক্ষকদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বিধান শিশু উদ্যান মেধা অন্বেষা মঞ্চে শিক্ষক সম্মাননা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

আগরতলা বানিবিদ্যাপীঠ স্কুলে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার ,শিক্ষা দপ্তরের সচিব রেভেল হেমেন্দ্রকুমার ও শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এন সি শর্মা সহ অন্যান্যরা। এদিন এই অনুষ্ঠানে মোট আটটি জেলার ৮ জন শিক্ষক শিক্ষিকাকে সম্মাননা করা হয়।

শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে মর্গ নির্মাণে নিম্নমানের অভিযোগ

শান্তির বাজার, ২৯ নভেম্বর: রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর আওতায় শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে নতুন মর্গ নির্মাণের কাজ নিয়ে অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ঠিকাদার রাজু দত্ত নিম্নমানের কাজ করে বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং-এর সুনাম ক্ষুণ্ণ করতে এবং নিজের মুনাফা বাড়ানোর জন্য কাজ করছে।

গ্রামবাসী ও স্থানীয়রা অভিযোগ করেছেন, মর্গের নিচের অংশের দেয়ালে ফাটল দেখা দিয়েছে। সংবাদমাধ্যমের উপস্থিতি টের পেয়ে ঠিকাদার রাতারাতি ফাটল ঢেকে দিয়ে পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা করেছেন।

পূর্বে শান্তির বাজার হরিজন কলোনীতে পেভার ব্লকের রাস্তা নির্মাণেও রাজু দত্তের কাজ নিম্নমানের হওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, মর্গের নিচের অংশ নিম্নমানের হওয়ায় ভবনের উপরের অংশও ঝুঁকিপূর্ণ।

গ্রামবাসী ও রোগীরা দাবি করেছেন, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ঘটনাটি সুষ্ঠু তদন্ত করে নির্মাণে গুণগতমান নিশ্চিত করুন।

অবাক কাণ্ড গণ্ডাছড়ায়: নৌকা বাইচের পুরস্কার না পেয়ে মৎস্য দপ্তরে তালা ঝুলালেন প্রতিযোগীরা

আগরতলা, ২৯ নভেম্বর: নৌকা বাইচের পুরস্কার না পেয়ে মৎস্য দপ্তরে তালা ঝুলালেন ক্ষুব্ধ প্রতিযোগীরা। দ্রুত পুরস্কার দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন প্রতিযোগীরা।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গণ্ডাছড়া মহকুমার নারিকেল কুঞ্জে ডুম্বুর জলাশয়ে এডিসি'র মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে গত ১৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছিল বার্ষিক নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা। প্রতি বছর এই প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয় ১ লাখ টাকা। তবে অভিযোগ উঠেছে, এবছর প্রতিযোগিতা শেষ হলেও এখনো পর্যন্ত বিজয়ীদের হাতে পুরস্কারের অর্থরাশি তুলে দেওয়া হয়নি। এর প্রতিবাদে বঞ্চিত প্রতিযোগীরা সোমবার গণ্ডাছড়া মহকুমা মৎস্য দপ্তরের অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেন।

বঞ্চিতদের প্রশ্ন, এডিসি প্রশাসনের কি টাকা ফুরিয়ে গেছে? তা না হলে সাধারণ গরিব মানুষের সঙ্গে এভাবে আচরণ কেন?ঘটনায় এলাকায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে। প্রতিযোগীরা দ্রুত পুরস্কার দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

সিপাহীজলা জেলা শাসকের নিকট কংগ্রেসের ডেপুটেশন, শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে জরুরি দাবিপত্র পেশ

আগরতলা, ২৯ নভেম্বর: দেশ ও রাজ্যের শ্রমজীবী মানুষের ওপর নেমে আসা আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক আক্রমণ বন্ধে এবং শ্রমিক—কৃষকের ন্যায্য স্বার্থ রক্ষায় একাধিক জরুরি দাবি নিয়ে সিপাহীজলা জেলা শাসকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত কিষান কংগ্রেস ও অসংগঠিত শ্রমিক কংগ্রেসের রাজ্য শাখা।

সংগঠনের নেতৃত্ব জানিয়েছেন, দেশ ও রাজ্যের ৯৯ শতাংশ সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষায় এই দাবিগুলি অত্যন্ত জরুরি এবং সহজেই বাস্তবায়নযোগ্য। তারা আশা প্রকাশ করেছেনজেলা শাসকের মাধ্যমে কেন্দ্র সরকারের নিকট এসব দাবি পৌঁছে যাবে এবং কেন্দ্র সরকারও দেশবাসীর স্বার্থে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেবে।

দাবিগুলো হল, নতুন 'কালা শ্রম কোড' প্রত্যাহার, শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ও নিরাপত্তা, সংগঠিত ও অসংগঠিত সব ধরনের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি, কাজের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যবিধি, সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা সহ ৯ দফা দাবি।

কংগ্রেস নেতারা জানান, এসব দাবি শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর বেঁচে থাকার প্রশ্নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা আশা প্রকাশ করেন, জেলা শাসকের মাধ্যমে কেন্দ্র সরকার শিগগিরই যথাযথ পদক্ষেপ নেবে।

খোয়াইয়ে অবৈধ ড্রাগসের রাঘববোয়াল আটক,পুলিশের বড় সাফল্য

খোয়াই, ২৯ নভেম্বর: অবৈধ নেশা ব্যবসার বিরুদ্ধে অভিযানে বড় সাফল্য পেল খোয়াই থানার পুলিশ। আজ দুপুর প্রায় ১টা নাগাদ দুর্গানগর হীরক সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে পুলিশের জালে ধরা পড়ল কুখ্যাত ড্রাগস কারবারি পার্থ দে। তার ভাড়াটিয়া বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ট্যাবলেট ও এসপি ট্যাবলেট উদ্ধার করে পুলিশ।

অবাক করার বিষয়, কয়েকদিন আগেই একই ড্রাগস ব্যবসায় জড়িত থাকার অভিযোগে পার্থ দেকে পুলিশ গ্রেফতার করে জেলে পাঠিয়েছিল। কিন্তু জেল থেকে বেরিয়ে সে পুনরায় বাড়িতেই অবৈধ ড্রাগসের কারবার জাকিয়ে বসেএমনটাই পুলিশের প্রাথমিক ধারণা।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, খোয়াই অঞ্চলের সরলমতি যুবকদের লক্ষ্য করেই পার্থ দে নানা ধরনের নেশাজাতীয় ট্যাবলেট বিক্রি করত। এভাবে অবৈধ পথে বিপুল অর্থ উপার্জন করলেও, যুবসমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল তার এই কাজ।

৩২০ বিমানের

● প্রথম পাতার পর

এবং হার্ডওয়্যার আপডেটের কারণে টার্নঅ্যারাউন্ড সময় বাড়ছে, ফলে কিছু ফ্লাইটে সামান্য বিলম্ব হতে পারে, তবে কোনো বড় ধরনের বাতিলেশন ঘটেনি।

এই সফটওয়্যার আপডেটের কারণে বিশ্বব্যাপী অন্যান্য এয়ারলাইন্সেও বিমানের বিলম্ব ও বাতিলের খবর পাওয়া যাচ্ছে। জাপানে, এএনএ ৬৫টি ফ্লাইট বাতিল করেছে, তবে জাপান এয়ারলাইন্সের অধিকাংশ বিমান বোয়িং হওয়ায় তারা প্রভাবিত হয়নি। লুফথানসা ও এয়ার ফ্রান্সও কিছু বিলম্ব ও বাতিলের খবর দিয়েছে, তবে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের কোনো প্রভাব পরেনি।

আয়ারবাসের তদন্ত অনুসারে, একটি সাম্প্রতিক ঘটনা যেখানে একটি জেটব্লু এ৩২০ বিমান হঠাৎ করে উচ্চতা হারায়, ১৫ জন যাত্রী আহত হন এবং ফ্লোরিডায় জরুরি অবতরণ করতে হয়েছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে এ সফটওয়্যার আপডেটের নির্দেশনা এসেছে। আয়ারবাস জানিয়েছে, তারা বিশ্বের বিভিন্ন এয়ারলাইনগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করে দ্রুত সফটওয়্যার আপডেট প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন এভিয়েশন সেফটি এজেন্সি (ইএএসএ) এই সফটওয়্যার আপডেটের গুরুত্ব উল্লেখ করে একটি জরুরি এয়ারওর্থিনেস নির্দেশনা জারি করেছে, যা প্রয়োগ করতে সকল এয়ারলাইনসকে বাধ্য করা হয়েছে।

আয়ারবাস জানিয়েছে, তারা নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সব ধরনের পদক্ষেপ নেবে এবং বিমান চলাচলে কোনো ধরনের বিপদ সৃষ্টির আশঙ্কা উত্থাপন করবে না।

বাড়ির সামনে অগ্নিদগ্ধ টিএসআর

● প্রথম পাতার পর

হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলেই হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে।

এ ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। ঠিক কীভাবে বা কোন পরিস্থিতিতে জওয়ান অগ্নিদগ্ধ হলেন, তা এখনো স্পষ্ট নয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। ওই ঘটনায় উদয়পুর জুড়ে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

সিসি রোড নির্মাণে দুর্নীতির

● প্রথম পাতার পর

স্থানীয়রা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড. মানিক সাহা, জেলাশাসক এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের দ্রুত পরিস্থিতি দেখার আবেদন করেছেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে যোগাযোগে টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার কোনও মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছেন।

গ্রামবাসীরা আশা করছেন, সরকার দ্রুত পদক্ষেপ নেবে এবং দুর্নীতির দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

কৃষক স্বার্থে ৯ দফা দাবিতে

● প্রথম পাতার পর

কংগ্রেস কমিটির সদস্যসহ উত্তর জেলা কিষান কংগ্রেসের একাধিক নেতা—কর্মী। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দাবিগুলি মেনে না নিলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে।

আলু উৎপাদনে

● প্রথম পাতার পর

আলু রোপণ কর্মসূচিতে অংশ নিলেন।

মন্ত্রী বলেন, সুভাষ নগর এবং ডাইনছড়া ভিলেজ কাউন্সিলের কর্ণজয় পাড়ায় রোপণ কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে তিনি কৃষক এবং জমির মধ্যে গভীর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন এই পদ্ধতি শুধুই প্রযুক্তি নয়; এটি আলু চাষিদের জন্য এক নতুন সাহসের গল্প। কৃষক সমৃদ্ধ হলে পুরো রাজ্য সমৃদ্ধ হয়। আমাদের লক্ষ্য স্পষ্টকৃষকদের আরও শক্তিশালী করা।

মন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন যে এই উদ্যোগ কাঞ্চনপুর থেকে করবুক পর্যন্ত গোটা অঞ্চলের আরও বহু চাষিকে অনুপ্রাণিত করবে এবং সবুজ ফসলে ভরা স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেবে। তিনি জানান মোট ৫৫ জন কৃষক কে এআরসি প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে কাঞ্চনপুর এ

মন্ত্রী জানান, বর্তমানে ত্রিপুরায় প্রায় ২৩,৭০০ কৃষক ৪৭,৩৪১ কানি জমিতে আলু চাষ করেন।

তিনি বলেন প্রথাগতভাবে কৃষকেরা প্রতি কানিতে ২,৫০০—৩,০০০ কেজি আলু উৎপাদন করতেন। কিন্তু এআরসি পদ্ধতিতে উৎপাদন বিস্ময়করভাবে বেড়ে প্রতি কানিতে ৯,০০০ থেকে ১০,০০০ কেজিতে পৌঁছেছে।

মন্ত্রী আরও জানান, ২০২৮—২৯ অর্থবছরের মধ্যে ত্রিপুরা বীজ আলু উৎপাদনে স্বনির্ভর হতে চায় এবং ২০২৯—৩০ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ আলু উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্য রয়েছে।

তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে এই উদ্যোগ ত্রিপুরার কৃষি উন্নয়নের এক নতুন অধ্যায় সূচনা করবে এবং আলু উৎপাদনে রাজ্যকে স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে নেবে।

ক্রীড়াঙ্গন

মহিলা অনূর্ধ ২৩ টি-২০ ট্রফি কর্ণাটকের কাছেও হারলো ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সান্ত্বনার জয় আর হলো না ত্রিপুরার। টানা চতুর্থ পরাজয়। এবার কর্নাটকের কাছে। ১০ উইকেটের সর্বোচ্চ ব্যবধানে। খেলা বিসিসিআই আয়োজিত মহিলাদের অনূর্ধ ২৩ টি টুয়েন্টি ট্রফি এলিট সি গ্রুপের। আর মাত্র চন্ডিগড়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার বাকি। পয়লা ডিসেম্বর ত্রিপুরা দল চন্ডিগড়ের বিরুদ্ধে খেলবে। হরিয়ানার সুলতানপুরে গুরুগ্রাম ক্রিকেট গ্রাউন্ডে সকাল ৯ টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে কর্ণাটকের দলনেতা রোশনি কিরণ প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিং এর আমন্ত্রণ পেয়ে ত্রিপুরা দল সীমিত ২০ ওভারে সাত উইকেটে হারিয়ে ৮৩ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে দলনেত্রী অম্বেসা দাসের ২১ রান, অনামিকা দাসের অপরাজিত ১৮ রান এবং অস্মিতা দেবনাথ এর ১৩ রান উল্লেখযোগ্য। কর্নাটকের তেজস্বিনী ১৯ রানের বিনিময়ে দুটি উইকেট পেয়েছে। এছাড়া, নমিতা ডি সুজা, অনন্যা হেগড়ে ও সালোনি একটি করে উইকেট পেয়েছেন।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে কর্নাটকের ওপেনিং জুটিতে নিকি প্রসাদ এবং রচিতা হাতোয়ার অনবদ্য ব্যাট চালিয়ে অপরাজিত থেকে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। নিকি প্রসাদ ৩২ বল খেলে ন-টি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৪৬ রান সংগ্রহ করে অপরাজিত থাকেন। রচিতা ২৪ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৩৭ রানে অপরাজিত থেকে দলকে জয় এনে দেয়।

ফিলিপ সি গ্রুপের ওপর খেলায় তামিলনাড়ু নয় উইকেট এর ব্যবধানে আসামকে হারিয়ে টানা চতুর্থ জয় পেয়েছে। এছাড়া, উত্তর প্রদেশ দশ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে চন্ডিগড় কে পরাজিত করেছে।

দ্বি-মুকুট চাম্পামূড়ার, রানার্স দশমীঘাট টিসিএ-র সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেট সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দ্বি-মুকুট পেয়েছে চাম্পামুড়া প্লে সেন্টার। সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন খেতাবের পর আজ, শনিবার অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটের ফাইনালে জয়ী হয়ে সেরার শিরোপা পেয়েছে। বিজিত দশমী ঘাট প্লে সেন্টারকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে রানার্স খেতাব নিয়ে। টি আই টি গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে দশমী ঘাট প্লে সেন্টার প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেলেও ব্যাটে কিন্তু তেমন রান পায়নি। চাম্পামূড়ার বোলার বিশেষ করে ক্রীশ ভৌমিক, তানিষ্ক চক্রবর্তী এবং অনুরাগ দাসের সম্মিলিত বোলিং দাপটে দশমী ঘাটের ব্যাটার্সরা ব্যাটিং আস্ফালান দেখাতে পারেনি। ৭২ রানে দশমী ঘাটের ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে রাহুল মিয়া সর্বাধিক ২০ রান পায়। ক্রীশ ভৌমিক ১০ রানের বিনিময়ে চারটি উইকেট তুলে নিয়ে দারুন সাফল্য পায়। এছাড়া, তানিষ্ক চক্রবর্তী ১১ রানে এবং অনুরাগ দাস ১৪ রানে দুটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে চাম্পামুড়া প্লে সেন্টারের ওপেনিং জুটি বিশেষ করে তানিষ্ক চক্রবর্তী এবং রণদীপ দাশ দুর্দান্ত ব্যাট চালিয়ে দলকে জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়। রণদীপ ২৩ রানে লেগ বিফোর উইকেট হয়ে প্যাভেলিয়নের ফিরলে দলনেতা অয়ন দেবনাথ ব্যাট হাতে নেমে তানিষ্কের সঙ্গে জুটি বেঁধে দলকে জয় এনে দেয়। তানিষ্ক ৪১ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৩৯ রানে অপরাজিত থেকে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে তানিষ্ক প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে।

৬৯তম জাতীয় স্কুল দাবায় ত্রিপুরার অর্শিয়া, আরাধ্যা, বৈশালী উর্মি লড়ছে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত খেলছে ত্রিপুরার বালিকা দাবাড়ুরা। পঞ্চম রাউন্ডের খেলা শেষে ত্রিপুরা দল এই মুহূর্তে সাড়ে বারো পয়েন্ট সংগ্রহ করে তালিকায় ষষ্ঠ স্থানে অবস্থান করছে। অর্শিয়া আরাধ্যা বৈশালী উর্মিদের নিয়ে সম্মিলিত ত্রিপুরা গ্রুপ অনবদ্য পারফরম্যান্সের পরিচয় দিচ্ছে। পাঁচ রাউন্ডের খেলা শেষে ত্রিপুরা দল অনেকটা সাফল্যের লক্ষ্যে নিজেদের দাঁড় করাতে পেরেছে। আগামীকাল সকালে অন্তিম রাউন্ডের খেলায় ত্রিপুরা দলের দাবাড়ুদের ঐকান্তিক প্রয়াস থাকবে সাফল্য অর্জনের। আগরতলার এনএসআরসিসি-তে আয়োজিত ৬৯ তম জাতীয় স্কুল দাবার অনূর্ধ ১৭ বালক বালিকা বিভাগের দাবা প্রতিযোগিতা আগামীকাল শেষ হচ্ছে।

প্রতিযোগিতায় শেষে বেলা দুইটায় এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে। উল্লেখ্য, সমাপ্তি ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে রাজ্য যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ডঃ প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিব সুকান্ত ঘোষ, পুরো নিগমের কর্পোরেটর তথা সেন্ট্রাল জোনের চেয়ারপারসন রত্না দত্ত, অলিম্পিয়ান পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার, ত্রিপুরা দাবা সংস্থার সভাপতি অভিজিৎ মৌলিক প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন। সভাপতিত্ব করবেন অধিকর্তা এল ডার্লং। উল্লেখ্য, বালক বিভাগের প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরা দল ৫ রাউন্ডের খেলা শেষে ১১ পয়েন্ট নিয়ে প্রথম সারিতে রয়েছে। তবে বালকদের গ্রুপে সাড়ে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে মহারাষ্ট্র এবং সিআইএসসিই যৌথভাবে শীর্ষ অবস্থান করছে। তৃতীয় শীর্ষে রয়েছে সিবিএসই ১৪ পয়েন্ট নিয়ে।

জয় অব্যাহত রেখে পন্ডিচেরি ফাইনালে নাগাল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশও এগিয়ে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় অব্যাহত রেখে পন্ডিচেরি ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। আগামী তিন ডিসেম্বর মহিলাদের অনূর্ধ ২৩ টি-টোয়েন্টি ট্রফি প্লেট গ্রুপের ফাইনাল ম্যাচে পন্ডিচেরি কোনদলের বিরুদ্ধে খেলবে, তা নিশ্চিত হবে আগামী পয়লা ডিসেম্বর লীগ পর্যায়ে অন্তিম দিনের খেলার পর। নরসিংগড়ে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে শনিবার সাড়ে বারোটার ম্যাচে পন্ডিচেরি প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে সীমিত কুড়ি ওভারে ছয় উইকেটে ১৮২ রান সংগ্রহ করলে, জবাবে মনিপুরের ইনিংস ফুরিয়ে যায় ৪৬ রানে। ১৩৬ রানের ব্যবধানে চতুর্থ জয় পেয়ে পন্ডিচেরি ফাইনাল খেলা নিশ্চিত করে নেয়। একই মাঠে সকালের ম্যাচে নাগাল্যান্ড ৮ উইকেটের ব্যবধানে মেঘালয়কে পরাজিত করে ফাইনালে খেলার পথ প্রশস্ত করে নিয়েছে। মেঘালয় প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে সীমিত ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ৫৯ রান সংগ্রহ করলে জবাবে নাগাল্যান্ড ১৩ ওভার খেলে ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। এমবিবি স্টেডিয়ামে লীগ পর্যায়ের অপর খেলায় অরুণাচল প্রদেশ ছয় উইকেট এর ব্যবধানে মিজোরামকে পরাজিত করে ফাইনালে খেলার আশা জিইয়ে রেখেছে। প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে মিজোরাম সীমিত কুড়ি ওভারে এক উইকেটে ১১০ রান সংগ্রহ করলে, অরুণাচল প্রদেশ নয় বল বাকি থাকতে চার উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়।

সুস্থ হয়ে উঠছেন গিল, রিহ্যাব শুরু শ্রেয়সের, বড় আপডেট টিম ইন্ডিয়ার বোলিং কোচের

একজন সিডনিতে অ্যালেক্স ক্যারির ক্যাচ নিতে গিয়ে প্লীহায় ভয়ানক চোট পেয়েছিলেন। আরেকজন ইডেনে চোট পেয়ে গুয়াহাটি টেস্ট তো বটেই দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ছিটকে গিয়েছেন। শ্রেয়স আইয়ার এবং শুভমান গিল। তাঁদের মাঠে ফেরার অপেক্ষায় রয়েছেন ভারতীয় দল। এই পরিস্থিতিতে টিম ইন্ডিয়ার ওয়ানডে দলের অধিনায়ক এবং সহ-অধিনায়কের চোট সম্পর্কে আপডেট দিয়েছেন বোলিং কোচ মর্নি মর্কেল।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে থেকেও ছিলেন না গিল। প্রথম ইনিংসে ব্যাট হাতে নেমে একটি বাউন্ডারি মেরেই চোটের জন্য ছিটকে যান। আর মাঠে ফিরতে পারেননি। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে পারেননি। ইডেনে তো বটেই গুয়াহাটিতেও তাঁর নেতৃত্বও মিস করেছে ভারতীয় দল। জানা গিয়েছে, গিলকে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজের আগে সুস্থ করে তোলার সবরকমভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে। অন্যদিকে, শ্রেয়সও ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন।

টিম ইন্ডিয়ার বোলিং কোচের কথায়, ''আমার মনে হয় মেডিক্যাল টিমের উচিত এই ব্যাপারে আপডেট দেওয়া। দু'দিন আগেই শুভমানের সঙ্গে কথা হয়েছে। ও যে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছে, সেটা শুনে ভালো লাগছে। শ্রেয়সও রিহ্যাব শুরু করেছে। এটাও দারুণ খবর। আমরা তো অপেক্ষাই করছি দলে ওদের স্বাগত জানাব বলে।

ভালো দিক হল, ওরা সুস্থ হয়ে উঠছে। দলে ফিরে আসার জন্য প্রস্তুতিও শুরু করছে।'' জানা গিয়েছে, শ্রেয়সের রিহ্যাব কিছুটা সময়সাপেক্ষ। তাই নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে তিনি অনিশ্চিত। উল্লেখ্য, শুভমানের জায়গায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দেবেন কেএল রাহুল। যিনি ইতিমধ্যেই ১৬টি ম্যাচে টিম ইন্ডিয়াকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। জিতেছেন ১১টি ম্যাচ। অর্থাৎ জেতার শতকরা হার ৬৮.৭৫। এর মধ্যে ১২ ওয়ানডে'তে ৮টিতে জয় পেয়েছেন তিনি। তাঁর পরিসংখ্যানই তাঁর হয়ে কথা বলবে। অধিনায়ক হিসেবে ওয়ানডেতে রাহুল ৩০২ রান করেছেন। গড় ৩৩.৫৫। স্ট্রাইক রেট ৮২.২৮। এর মধ্যে চারটি হাফসেঞ্চুরি। সর্বোচ্চ অপরাজিত ৫৮। উল্লেখ্য, ৩০ নভেম্বর থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সাদা বলের অভিযান শুরু করবে ভারত। প্রথম ম্যাচ রাঁচিতে। পরের দু'টি ম্যাচ ৩ এবং ৬ ডিসেম্বর।

ইন্টার জোন ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে ত্রিপুরার বিরাজ খেলবে নর্থ-ইস্টের হয়ে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আগামী ১ থেকে ৩ ডিসেম্বর নয়া দিল্লিস্থিত তালকোটরা ইনডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে কিও অল ইন্ডিয়া ইন্টার জোন ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৫। এই 'কিও অল ইন্ডিয়া ইন্টার জোন ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৫'-এ উত্তর-পূর্বাঞ্চল আঞ্চলিক ক্যারাটে দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবে ত্রিপুরা রাজ্যের গর্ব, সোনার ছেলে বিরাজ বণিক। এখানে উল্লেখ্য, বিগত ১১ ও ১২ অক্টোবর, অরুণাচল প্রদেশের ইটানগরে উত্তর পূর্বাঞ্চল আঞ্চলিক ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে ত্রিপুরা রাজ্যের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে বিরাজ বণিক একটি করে স্বর্ণপদক ও তাম্র পদক অর্জন করে এবং সেই সুবাদেই বিরাজ বণিক সর্বভারতীয় পর্যায়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে প্রতিনিধিত্ব করার গৌরব অর্জন করে।

উক্ত কিও ইন্টার জোনাল ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেওয়ার জন্য বিরাজ বণিক আজ, শনিবার বিকেলে আগরতলা থেকে বিমানযোগে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছে।

ইউনাইটেড অল স্টাইল ক্যারাটে ত্রিপুরা অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে বিরাজ বণিকের সাফল্য কামনা করে শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে। সংস্থার সিলেকশন কমিটির পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এ খবর জানানো হয়েছে।

বিশ্বকাপের 'যোগ্যতা' প্রমাণ মরিয়া, ডাক্তারদের আপত্তি উড়িয়ে দলকে জেতালেন 'চোটগ্রস্ত' নেইমার

চোট কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না। দিনের পর দিন কাটছে মাঠের বাইরে। কিন্তু নেইমারের মনের জোর কমছে না। তাই ডাক্তারের আপত্তি উড়িয়ে মাঠে নামলেন ব্রাজিলীয় ফুটবল তারকা। আর অবনমনের লড়াই লড়তে থাকা স্যান্টোসকে গোল করে জেতালেন। একই সঙ্গে যেন নিজেকে প্রমাণের লড়াইও চলছে তাঁর। পরের বছর বিশ্বকাপে ব্রাজিলের জার্সি পরার জন্য মরিয়া তিনি।

আসলে বহুদিন ধরেই ব্রাজিল দলের বাইরে নেইমার। এমনকী পরের বছর বিশ্বকাপে ব্রাজিল কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি যে দল পরিকল্পনা করছেন, তাতে নেইমারের জায়গা হবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। দুই বছরের বেশি সময় তাঁর গায়ে বিখ্যাত হলুদ জার্সি ওঠেনি। যোগ্যতা অর্জন পর্বে ডাক পাননি। ক্রমাগত ভোগাচ্ছে চোট-আঘাতের সমস্যা। এক ম্যাচে ফর্মে ফেরার ইঙ্গিত দিলেও পরের ম্যাচে চোটের জন্য মাঠে নামতে পারছেন না।

এদিকে স্পোর্ট রেসিফের বিরুদ্ধে ছোটবেলার ক্লাব স্যান্টোসের মহা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। অবনমন আতঙ্কে ভুগছে স্যান্টোস। এই ম্যাচে নেইমারের খেলা নিয়েও সংশয় ছিল। চোট নিয়ে ম্যাচ খেলায় ডাক্তাররা আপত্তি করেছিলেন। সেই সব উড়িয়ে মাঠে নামলেন তিনি। ম্যাচের প্রথম গোলটিও করলেন। শেষ পর্যন্ত স্যান্টোস জিতল ৩-০ গোলে। অবনমন আতঙ্কও কাটিয়ে উঠল তারা।

কিন্তু এই দায়বদ্ধতা দেখিয়েও কি ব্রাজিল দলে জায়গা হবে? যা নিয়ে ব্রাজিলের বর্তমান অধিনায়ক মারকিউনোস বলেন, "নেইমারের কাজটা সহজ নয়। যদি ও ফিট রাখে, ফর্ম ফিরে যায়, তাহলে কামব্যাক হতে পারে। আমি আশা করব, নেইমার বিশ্বকাপে খেলবে।"

'স্কোর তো এখন অ্যাপেই দেখা যায়', রঞ্জিতে আগরকরের না থাকা নিয়ে অদ্ভুত যুক্তি বোর্ডকর্তার!

দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে টেস্ট সিরিজে চুনকাম হয়েছে ভারতীয় দল। কোচ গৌতম গম্ভীর তো বটেই, হারের পর প্রশ্ন উঠছে ভারতের প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকরকে নিয়েও। কেন তিনি রঞ্জি ট্রফি বা ঘরোয়া ক্রিকেটের ম্যাচ দেখেন না তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। আগরকরের অনুপস্থিতির কারণ জানাতে গিয়ে অদ্ভুত যুক্তি দিয়েছেন এক বোর্ডকর্তা।

দক্ষিণ আফ্রিকায় সিরিজ নিয়ে তাঁরা নির্বাচকদের সঙ্গে কথা বলবেন। তাঁর কথায়, টেস্টে এই ফলাফল নিয়ে নিশ্চিত ভাবেই নির্বাচকদের সঙ্গে কথা বলা হবে। তবে ঘরোয়া ক্রিকেট দেখা নিয়ে বলতে পারি, আজকাল সমস্ত স্কোর অ্যাপেই দেখা যায়।

বিভিন্ন অ্যাপে স্কোর দেখা যায় ঠিকই। কিন্তু মাঠে বসে খেলা দেখার কোনও বিকল্প নেই। কোনও ক্রিকেটার কম রান করলেও হয়তো ক্রিজ কামড়ে থেকে খেলেছেন। বিপদের সময়ে দলকে উদ্ধার করেছেন। তা স্কোর দেখে কখনওই বোঝা সম্ভব নয়। আবার কোনও ক্রিকেটার প্রচুর রান করলেও বোঝা সম্ভব নয় যে কোন মানের বোলারদের বিরুদ্ধে খেলতে হয়েছে তাঁকে। অতীতে নেভিল কার্ডাসও বলেছিলেন, 'স্কোরবোর্ড একটা গাধা'।

তবে এখন ভারতীয় দল নির্বাচনে স্কোরবোর্ডকেই প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। আইপিএলে ঝুড়ি ঝুড়ি রান করলে বা উইকেট নিলেই তাঁকে জাতীয় দলে নেওয়া হচ্ছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মুখ থুবড়ে পড়ছেন সেই ব্যাটার বা বোলার। সাই সুদর্শন, নীতীশ রেড্ডি বা হর্ষিত রানা তাঁরই উদাহরণ। অভিযোগ উঠছে, গম্ভীরের পছন্দের ক্রিকেটার বলেই এঁরা সুযোগ পাচ্ছেন।

আগরকর অবশ্য পুরোপুরি ঘরোয়া ক্রিকেট বর্জন করেননি। শুক্রবার তাঁকে অহমদাবাদে দেখা গিয়েছে। সৈয়দ মুস্তাক আলিতে কর্নাটক বনাম ঝাড়খণ্ডের ম্যাচ দেখেছেন তিনি।

তবে এত খারাপ ফলাফলের পর একটা বদলের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। সংবাদ সংস্থার খবর, টেস্টে তিন নম্বরে রুতুরাজ গায়কোয়াড়কে খেলানোর চেষ্টা করা হবে। অতীতে রাহুল দ্রাবিড় বা চেতেশ্বর পুজারা এই জায়গাকে নিজের করে নিয়েছিলেন। পুজারাকে বাদ দেওয়ার পর সাত ব্যাটারকে তিনে খেলানো হলেও কেউ প্রভাব ফেলতে পারেননি।

পাশাপাশি রিঙ্কু সিংহ এবং রজত পাটীদারকেও টেস্টের জন্য ভাবা হচ্ছে। দু'জনকেই মিডল অর্ডারে খেলানো হতে পারে। তার জন্য চলতি মরসুমে ধারাবাহিক ভাবে ভাল খেলতে হবে তাঁদের।

'দল নির্বাচনে আমার ভূমিকা থাকে না', টেস্টে ভরাডুবির দায় গম্ভীরের উপরেই চাপালেন বোলিং কোচ মর্কেল

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ভরাডুবি হওয়ায় চাপে ভারতীয় শিবির। রবিবার থেকে শুরু হচ্ছে এক দিনের সিরিজ। তার আগে ভারতীয় শিবিরে যেন একতার অভাব। বোলিং কোচ মর্নি মর্কেলের কথায় সেই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। শুক্রবার সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় গৌতম গম্ভীরের অন্যতম সহকারী জানিয়েছেন, দল নির্বাচনে তাঁর কোনও ভূমিকা নেই।

এক দিনের সিরিজে খেলবেন বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা। নেতৃত্বে লোকেশ রাহুল। অনেকটাই বদলে গিয়েছে ভারতীয় শিবিরের পরিবেশ। তার উপর গম্ভীরের জমানায় সাদা বলের ক্রিকেটে ফল যথেষ্ট ভাল। তবু মর্কেলের কথায় তৈরি হয়েছে জল্পনা। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় টেস্ট সিরিজে ভরাডুবির প্রসঙ্গ উঠতেই মর্কেল জানিয়ে দিয়েছেন, প্রথম একাদশ নির্বাচনে তাঁর কোনও ভূমিকা থাকে না। প্রথম এক দিনের ম্যাচে ভারতের বোলিং আক্রমণ কেমন হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে মর্কেল বলেছেন, ''সত্যি বলতে, দল নির্বাচন বা এমন কিছুর সঙ্গে যুক্ত থাকি না। এটা গম্ভীর, অধিনায়ক এবং নির্বাচকদের বিষয়। তাই এ নিয়ে আমার পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয়।''রাঁচীতে কারা খেলবেন, তা বলতে না পারলেও ভারতীয় দলের বোলিং কোচ তরুণ জোরে বোলারদের নিয়ে আশাবাদী। মর্কেল বলেছেন, ''এক দিনের সিরিজ হর্ষিত রানা, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, আরশদীপ সিংহের জন্য বড় সুযোগ। ওদের যত বেশি সম্ভব ম্যাচ খেলার সুযোগ দিতে চাই আমরা। এই সিরিজে ওরা কয়েক জন আগ্রাসী ব্যাটারের বিরুদ্ধে বল করার সুযোগ পাবে। নিজেদের দক্ষতা পরীক্ষা করার দারুণ সুযোগ এটা। আশা করি, ওরা ভাল কিছু করে দেখাবে। বেশ উত্তেজিত লাগছে।''

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

বিলোনীয়ায় উন্নয়নমূলক কাজের পর্যালোচনা সভা জেলায় এখন পর্যন্ত ২৫,৫৬,৬৪৬ শ্রমদিবসের কাজ হয়েছে ঃ সমবায় মন্ত্রী

আগরতলা, ২৯ নভেম্বর: বর্তমান রাজ্য সরকারের সময়ে কোন সম্প্রদায় বা কোন ব্যক্তিকে নিজের মৌলিক অধিকার পাওয়ার জন্য আন্দোলন করতে হয় না। সমস্ত রকম পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহার নেতৃত্বে কাজ চলছে। আজ বিলোনীয়া সার্কিট হাউসের সভা কক্ষে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজের পর্যালোচনা বৈঠক শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে সমবায় ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া একথাগুলি বলেন।

সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া সাংবাদিকদের তথ্য দিয়ে বলেন, দক্ষিণ জেলায় ৯১ হাজার ৫১৫টি জব কার্ড রয়েছে। এমজিএন রেগায় চলতি অর্থবছরে ২৫ লক্ষ ৫৬ হাজার ৬৪৬ শ্রম দিবসের কাজ হয়েছে। প্রত্যেকটি পরিবার যেন রেগার কাজ পায় তার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্লকের বিডিওদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে রেগাতে কাজ করতে অর্থের সমস্যা নেই। রেগার মাধ্যমে বিভিন্ন স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করা হচ্ছে। সমবায় মন্ত্রী শ্রী নোয়াতিয়া আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় দক্ষিণ জেলায় ৫২ হাজার ৪৩২টি গৃহ নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়েছে এর মধ্যে এখন পর্যন্ত ৫১হাজার ৯১৩টি গৃহ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জনমন প্রকল্পে জেলায় ১ হাজার ৪৯০টি গৃহ নির্মাণ করা হচ্ছে রিয়াং সম্প্রদায়ের গৃহহীন পরিবারের জন্য। এছাড়া ভাইব্রেন্ট ভিলেজ প্রকল্পে দক্ষিণ জেলায় ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে ৭০টি ভিলেজকে চিহ্নিত করে প্রতিটি গ্রামের আর্থসামাজিক ও পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটাতে কাজ করা হচ্ছে। এই ভিলেজগুলিতে বিভিন্ন দপ্তরের প্রকল্পগুলি বাস্তবায়ণে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

বিলোনীয়া সার্কিট হাউসে দক্ষিণ জেলাভিত্তিক পর্যালোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, বিধায়ক মাইলায়ু মগ, বিধায়ক অশোক মিত্র, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক মো: সাজাদ পি, জেলার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিক, রাজনগর, জোলাইবাড়ি, পোয়াংবাড়ি, সাতচাঁদ, রূপাইছড়ি, রাজনগর, বিসি নগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান এবং বিডিও প্রমুখ।

স্বর্ণালংকারের দুঃসাহসিক চুরি আটক এক

আগরতলা, ২৯ নভেম্বর: গোকুলনগর মধ্যপাড়া এলাকায় সাম্প্রতিক দিনগুলোতে ঘনঘন সোনা ও রুপার অলংকার চুরির ঘটনা ঘটায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। কয়েকদিন আগে এলাকার এক মহিলার বাড়ি থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সোনা ও রুপার অলংকার চুরি হয়ে যায়। ঘটনাটির পর স্থানীয়দের সন্দেহের ভিত্তিতে এক নাবালককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তার কাছ থেকে চুরি যাওয়া কিছু সামগ্রী উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে আরও কিছু সোনার অলংকার এখনো নিখোঁজ রয়েছে বলে বাড়ির মালিকদের অভিযোগ।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আটক নাবালককে জিজ্ঞাসাবাদ করে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নথিভুক্ত করা হয়েছে। তদন্তের অগ্রগতিতে আরও কয়েকজনের নাম উঠে আসছে বলে ইঙ্গিত মিলেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, রেখা দাস সহ এলাকায় আরও কয়েকজন এই চক্রের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারেন। তবে পুলিশ এই অভিযোগগুলোকে এখনও যাচাই-বাছাইয়ের পর্যায়ে রেখেছে।

এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য জানান, রুমা দেবনাথ এবংসোমা দাস ওরফে স্বপ্না দাসের বাড়ি থেকেও বিগত কয়েক সপ্তাহে বারবার স্বর্ণালংকার চুরির অভিযোগ উঠেছে। গতকাল রাতে এক স্বর্ণালংকার বিক্রির দোকানে সন্দেহভাজনভাবে সোনা বিক্রি করতে আসে একজন, যিনি সিসি ক্যামেরায় ধরা পড়েন। ওই ফুটেজের সূত্র ধরে চুরি হওয়া বাড়িগুলোতে পুলিশ তল্লাশি অভিযান পরিচালনা করে।

চুরির ঘটনায় ইতিমধ্যে একটি মামলা রুজু হয়েছে এবং পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, সঠিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে ভুঁইয়ারমাথা—গোকুলনগর মধ্যপাড়া এলাকায় আরও কয়েকজনের নাম উঠে আসতে পারে। ঘটনাটি নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ও ক্ষোভ বিরাজ করছে।

পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত অব্যাহত রয়েছে, এবং যাচাই-বাছাই শেষ না হওয়া পর্যন্ত কারও বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

বিশালগড়ে গাঁজা বিরোধী অভিযানে পুলিশে সাফল্য: ৭০ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস

বিশালগড়, ২৯ নভেম্বর: বিশালগড় থানার পুলিশ গজারিয়া, চেলিখালা ও পুরানবাড়ির রামছড়া এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে প্রায় ৭০ হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করেছে। তবে সূত্রে খবর, আরও কিছু এলাকায় গাঁজা বাগান এখনও রয়ে গেছে।

এই বছরের তুলনায় অন্যান্য বছরের চেয়ে সিপাহীজলা জেলা পুলিশের গাঁজা বিরোধী অভিযান অনেক বেশি তৎপর ও কার্যকরী হয়েছে। পুলিশের বিশাল বাহিনী একাধিক গাঁজা বাগানে হানা দিয়ে ধ্বংস করেছে গাঁজা চাষের অবৈধ ক্ষেত্র।

শনিবার সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত বিশালগড় থানার ওসি বিজয় দাসের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ, টিএসআর এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা যৌথভাবে গজারিয়া, চেলিখালা ও পুরানবাড়ির রামছড়া এলাকায় অভিযান চালায়। অভিযান চলাকালীন গাঁজা চাষিরা দ্রুত বাগান ত্যাগ করে অন্যত্র পালিয়ে যায়। ওসি বিজয় দাস জানান, রাজ্য সরকারের নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে এই ধরনের অভিযানে মাঠে নেমেছে। তিনি আরও বলেন, বিশালগড় থানার সব গাঁজা বাগান ধ্বংস করা হবে এবং অবৈধ চাষ দমন করা হবে।

এই অভিযান সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আনন্দের ছোঁয়া রয়েছে, যারা নিয়মিতভাবে গাঁজা চাষ ও বিক্রির কারণে ক্ষুব্ধ ছিলেন।

ধলাই জেলায় নেশা-বিরোধী অভিযান

দুই গাড়ি থেকে ৫৪৭ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার

আগরতলা, ২৯ নভেম্বর : ধলাই জেলার গঙ্গানগর থানার নাকা পয়েন্টে শনিবার প্রতিদিনের মতোই তল্লাশি অভিযান চলাকালীন বড় ধরনের মাদক উদ্ধার হয়। পুলিশের নির্দেশ উপেক্ষা করে ব্যারিকেড ভেঙে পালানোর চেষ্টা করে টিআর-০১-০৭৫৯ নম্বরের একটি গাড়ি। গন্ডাছড়া থেকে আমবাসার দিকে আসার সময় পুলিশ গাড়িটিকে দাঁড়ানোর সংকেত দিলে চালক দ্রুতগতিতে পালিয়ে যায়।

পুলিশের ধাওয়ার পর গাড়িটি পূর্ণজয় পাড়ায় গিয়ে থামে এবং চালক সেখান থেকে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলে পুলিশ টিআর-০১-সিএ-০৭৬৩ নম্বরের আরেকটি গাড়িও দেখতে পায়। পরবর্তী তল্লাশিতে দুটি গাড়ি থেকেই বিভিন্ন প্যাকেটে মোড়ানো মোট ৫৪৭ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার হয়। উদ্ধারকৃত মাদকের বাজারমূল্য আনুমানিক দুই কোটি টাকা বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এছাড়া, ঘটনাস্থলের আশপাশে ঘোরাফেরা করায় সন্দেহভাজন হিসেবে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার দুই ব্যক্তিকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ।

এদিনের অভিযানে নেতৃত্ব দেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নিরুপম দত্ত। উপস্থিত ছিলেন ওসি গৌতম দেববর্মা, ইন্সপেক্টর বাবুল মহাজনসহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা।

দুটি গাড়ি থেকেই বেশ কয়েকটি নম্বর প্লেট উদ্ধার করেছে পুলিশ। তদন্ত চলছে।

দক্ষিণ ব্রজপুর এলাকায় বাইক দুর্ঘটনায় আহত চার

চড়িলাম, ২৯ নভেম্বর : সোমবার দুপুরে বিশালগড় থানাধীন দক্ষিণ বজ্রপুর এলাকায় দুজন বাইক চালক দ্রুত গতিতে এসে অন্য আরেকটি বাইককে ধাক্কা মারে। তাতে এই ঘটনাস্থলে নাস্তারবিহীন বাইক চালক ও আরোহী বাপন দেবনাথ ও মিঠুন দেবনাথ রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষপ্রদর্শীরা খবর দেয় বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে।অগ্নিদপ্তরের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

আহত চারজনের মধ্যে উত্তর ব্রজপুর নিবাসী বাইক আরোহী এবং চালক দুজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক জিবিপি হাসপাতালে রেফার করে দেয়। আর থেমে থাকা দুই বাইক আরোহী এবং চালককে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতাল থেকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

তবে বর্তমানে দক্ষিণ ব্রজপুর এলাকার যে দুর্ঘটনা ঘটে তাদের মধ্যে একজন মারাত্মকভাবে জখম হয় তার অবস্থা আশঙ্কার জনক। অন্য আরেকজন তথা মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। জিবিপি হাসপাতাল সূত্রের খবর মিঠুন দেবনাথ এর অবস্থা গুরুতর। বর্তমানে সে কুমায় রয়েছে। শুধু শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারছে।তবে প্রতিদিন সিপাহীজলা জেলায় কোন না কোন জায়গায় দুর্ঘটনা ঘটে চলছে। এমন কি কেউ কেউ বলছেন যদি তাদের মাথায় হেলমেট থাকতো দুর্ঘটনা থেকে কিছুটা হলেও রক্ষা পেত। উত্তর ব্রপুর নিবাসী মিঠুন দেবনাথ বাঁচানো সম্ভব হবে না বলে খবর। জিবিপি হাসপাতালে তার মায়ের সাথে ফোনে কথা বলে জানা গেছে।

ইয়াবা ট্যাবলেট সহ আটক এক ব্যক্তি আটক

আগরতলা, ২৯ নভেম্বর : গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মধুপুর থানার পুলিশের বিশেষ অভিযানে ২৪০০ ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করে। সাথে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গোপন তথ্য পেয়ে মধুপুর থানার একটি বিশেষ টিম পশ্চিম হরিহরদোলা এলাকায় তল্লাশি চালায়। এসময় রুবেল মিয়ার গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হলে তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পরবর্তীতে তার কাছ থেকে আনুমানিক ২৪০০ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানায়।

ঘটনা প্রসঙ্গে তদন্তকারী অফিসার জানান, উদ্ধার করা ট্যাবলেটগুলোর নমুনা ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি রুবেল মিয়ার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে।

সোনামুড়া মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিকের 'অমানবিক' নির্দেশে ক্ষুব্ধ ল্যাব টেকনোলজি অ্যাসোসিয়েশন

চড়িলাম, ২৯ নভেম্বর : সোনামুড়া মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. রাজেশ দাসের এক 'অমানবিক' নির্দেশকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে অল ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনোলজি অ্যাসোসিয়েশন এবং সোনামুড়া (মেলাঘর) মহকুমা হাসপাতালের সকল ল্যাব টেকনিশিয়ান।

চলতি মাসের ১৭ নভেম্বর মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিকের স্বাক্ষরিত এক আদেশে জানানো হয় মেলাঘর হাসপাতালের ল্যাবরেটরি ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখতে হবে এবং ল্যাব টেকনিশিয়ানদেরও ২৪ ঘণ্টা পরিষেবা দিতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে ল্যাবটি দুই শিফটে সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চালু থাকলেও নতুন নির্দেশে টেকনিশিয়ানদের বিশ্রামের সুযোগ প্রায় নেই বললেই চলে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, বর্তমানে মেলাঘর হাসপাতালে রয়েছেন তিনজন মহিলা এবং তিনজন পুরুষ মোট ছয়জন ল্যাব টেকনিশিয়ান। সীমিত জনবলের মধ্যে দিন-রাত নিরবচ্ছিন্ন ডিউটি করতে গিয়ে তারা শারীরিক ও মানসিকভাবে চরম বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ল্যাব টেকনিশিয়ানদের দাবি, ২৪ ঘণ্টা পরিষেবা দিতে তারা আপত্তি করেন না, তবে পর্যাপ্ত ম্যানপাওয়ার, পরিকাঠামো ও সঠিক শিফট ব্যবস্থা ছাড়া এই ধরনের নির্দেশ অবাস্তব ও অমানবিক।

অ্যাসোসিয়েশনের অভিযোগ, রবিবার বা অন্যান্য ছুটির দিনেও কোনো বিরতি নেই। ফলে ক্রমাগত চাপের কারণে কাজের গুণমানেও প্রভাব পড়তে পারে।

তারা আরও জানায়, এর আগে ২৭ মে ২০২৫ তারিখে স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. তপন মজুমদারের স্বাক্ষরিত নির্দেশনামায় স্পষ্ট বলা ছিল জেলা ও মহকুমা হাসপাতালের ল্যাবরেটরিতে দুই শিফটে কাজ চলবে। সেখানে তিন শিফট বা ২৪ ঘণ্টা পরিষেবার কোনও উল্লেখ নেই। তাই প্রশ্ন উঠেছে, স্বাস্থ্য অধিকর্তার নির্দেশকে উপেক্ষা করে মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক কেন নিজ সিদ্ধান্তে নতুন নিয়ম চালু করলেন? তিনি কি স্বাস্থ্য অধিকর্তার উপরে?

অ্যাসোসিয়েশনের দাবি, এই নির্দেশ শুধু অনৈতিকই নয়, লেবার ল-এরও লঙ্ঘন। দ্রুতই তারা আইনি পদক্ষেপ নিতে চলেছেন বলেও সংস্থা জানিয়েছে। পাশাপাশি অভিযোগ তুলেছে এনআরএইচএম-এর কিছু কর্মীর ভুল পরামর্শে মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ল্যাব টেকনিশিয়ানদের স্পষ্ট বার্তা ২৪ ঘণ্টা পরিষেবা চালু করতে চাইলে পর্যাপ্ত ম্যানপাওয়ার ও তিন শিফট ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। না হলে এই নির্দেশ বাস্তবসম্মত নয় এবং কর্মীদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ।

যোগেন্দ্রনগর রেলস্টেশনে অভিযান: দুই নেশা কারবারি আটক, তিনজন পলাতক

আগরতলা, ২৯ নভেম্বর: যোগেন্দ্রনগর রেলস্টেশন এলাকায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে দুই নেশা কারবারিকে আটক করেছে পূর্ব থানার পুলিশ। এ সময় তাদের সাথে থাকা আরও তিনজন নেশা ব্যবসায়ী নেশা সামগ্রীসহ পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। পলাতকদের গ্রেফতারের জন্য পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

আটক নেশা কারবারিরা হলেন, নাজির হোসেন (হৃদয়), বাড়ি: শ্রীলঙ্কা বস্তি ,শ্যাম কুমার সিং, বাড়ি: বিহার। গতকাল রাতে পূর্ব থানার পুলিশ যোগেন্দ্রনগর রেলস্টেশন থেকে তাদের আটক করে।

পুলিশ জানায়, পলাতক তিনজনের বিরুদ্ধে তথ্য সংগ্রহ চলছে এবং দ্রুত তাদের গ্রেফতারের জন্য তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে।

এদিকে, নেশা কারবারে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়ে নয় বনমালীপুর যুব মোর্চার একটি প্রতিনিধি দল পূর্ব থানার ওসি সুব্রত দেবনাথের সঙ্গে দেখা করেন।

এই প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন যুব মোর্চার সহ-সভাপতি আকাশদ্বীপ সাহা সহ অন্যান্য সদস্যরা। তারা পুলিশকে এ ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়ার আহ্বান জানান।

এলাকাবাসীর দাবি, নেশা ব্যবসা বন্ধে পুলিশ ও সমাজের সম্মিলিত পদক্ষেপ জরুরি।

প্রধানমন্ত্রী জীবনজ্যোতি বীমা যোজনায় ৪৮,৮১১ জনের নাম নথীভুক্ত

আগরতলা, ২৯ নভেম্বর: প্রধানমন্ত্রী জীবনজ্যোতি বীমা যোজনায় চলতি অর্থবছরে পশ্চিম জেলার ৫২,৯৩৪ জনকে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল। ইতিমধ্যে জেলার বিভিন্ন ব্লকের ৪৮, ৮১১ জনকে এই বীমা যোজনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এরমধ্যে বামুটিয়া ব্লকের ৭৪৬৬ জনের লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে ৮০৪৫ জন এই যোজনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। বেলবাড়ি ব্লকের ৩৭৩৩ জনের মধ্যে ৩১২৩ জনকে, ডুকলি ব্লকের ১০৮২৬ জনের মধ্যে ৯১১৮ জনকে, হেজামারা ব্লকের ৩৬৫৮ জনের মধ্যে ৩৬৩০ জনকে, জিরানীয়া ব্লকের ৭০৯৩ জনের মধ্যে ৬৮-৩৬ জনকে, লেফুঙ্গা ব্লকের ২৬১৩ জনের মধ্যে ২৩৪৭ জনকে, মান্দাই ব্লকের ৪৪৭৯ জনের মধ্যে ৩৬১১ জনকে, মোহনপুর ব্লকের ৬২৭২ জনের মধ্যে ৬১৫৩ জনকে, পুরাতন আগরতলা ব্লকের ৬৭৯৪ জনের মধ্যে ৫৯৪৮ জনকে এই বীমা যোজনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই বীমা যোজনায় কেন্দ্রীয় সরকারের একটি স্বল্প মূল্যের জীবনবীমা প্রকল্প। এটি এক বছরের জন্য বীমা প্রকল্প। প্রতিবছর ৪৩৬ টাকা জমা করে এর নবীকরণ করতে হয়। ভারতীয় নাগরিক (১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সী) যাদের ব্যাঙ্ক বা পোস্ট অফিসে সেভিংস অ্যাকাউন্ট আছে তারাই এই জীবন বীমার সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। প্রতিবছর ১ জুন থেকে ৩১ মে পর্যন্ত এই বীমা যোজনার মেয়াদকাল।

এই বীমা যোজনার সুবিধাগ্রহণকারী ব্যক্তি যেকোন দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে ব্যক্তির পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে।

তবে এই যোজনায় নতুন যোগদানকারী ব্যক্তির যদি ৩০ দিনের মধ্যে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় তবে এই সুবিধা পাবেনা। পশ্চিম জেলা টিআরএলএম বিভাগ থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

লেফুঙ্গায় গাঁজা বিরোধী অভিযান, ধ্বংস ৪ হাজার গাছ

আগরতলা, ২৯ নভেম্বর : লেফুঙ্গা থানাধীন দীঘালিয়া এলাকায় সরকারি জমিতে রাবার বাগানের আড়ালে গোপনে গাঁজা চাষঅবশেষে পুলিশের অভিযানে ধ্বংস হলো প্রায় ৪ হাজার ম্যাচুরিটি পর্যায়ের গাঁজা গাছ। শনিবার সকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে লেফুঙ্গা থানার ওসি সহদেব দাসের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী এ সাফল্যমণ্ডিত অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযান চলাকালীন জঙ্গলের ভেতরে গড়ে ওঠা বিশাল গাঁজা বাগান একে একে কেটে ধ্বংস করে পুলিশ। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ওসি সহদেব দাস স্পষ্ট হুশিয়ারি দিয়ে বলেন, থানা এলাকায় কোনো অবস্থাতেই গাঁজা চাষ করতে দেওয়া হবে না। খবর পেলেই সব কেটে ধ্বংস করে দেব।

তিনি আরও জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এই অভিযান চালানো হয় এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে।

শান্তিরবাজার থানায় এক বিশেষ মহড়া অনুষ্ঠিত

শান্তিরবাজার, ২৯ নভেম্বর: শান্তিরবাজার থানায় এক বিশেষ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যে প্রতিনিয়ত কোথাও না কোথাও কারনে অকারনে আন্দোলন ঘটে থাকে। এসকল আন্দোলনে সাধারন লোকজনেরা সমস্যার সম্মুখিন হতে হয়।

লোকজনের যাতে করে কোনোপ্রকার অসুবিধার সম্মুখিন হতে না হয় তারজন্য প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে শান্তির বাজার থানার পুলিশ। তাই এই সকল আন্দোলনের সমস্যাকে কিভাবে সমাধান করা যায় তা নিয়ে শনিবার শান্তির বাজার থানায় মহকুমার পুলিশ আধিকারিক বাপি দের্বমা, শান্তির বাজার থানার ওসি রাজু দত্ত ও থানার সেকেন্ড অফিসার এস আই সমীর বিশ্বাসের উপস্থিতিতে এক বিশেষ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়।

বিলোনিয়ায় বিএসএফের সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৯ নভেম্বর: দক্ষিণ জেলার বিলোনীয়া মহকুমার রাজনগর বিধানসভা এলাকায় ৪৩ নম্বর বিএসএফ বাহিনীর উদ্যোগে রাজনগর চিলাপাথর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম।

প্রসঙ্গত, অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের আইজি অলক কুমার চক্রবর্তী, ৪৩ নম্বর বিএসএফ বাহিনীর কমান্ডেন্ট এম. রবিন্দ্র, কোম্পানি কমান্ডেন্ট এল.এম. হোকিপসহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ বিএসএফ কর্মকর্তারা।

সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রামের আওতায় তিনটি বিওপি এলাকার ৩৩ জন মহিলাকে যারা সেলাই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন, তাদের হাতে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও, দক্ষিণ জেলায় বিএসএফ ৪৩ নম্বর বাহিনীর উদ্যোগে ২২ জন বেকার যুবককে যারা এসএসসি পরীক্ষার জন্য ৪৩ নম্বর বাহিনীতে প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাদের হাতে চেয়ার, জুতো, ট্রেকসুট ইত্যাদি বিতরণ করা হয়েছে।

পরিশেষে, ঈশান চন্দ্রনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণের জন্য ৬টি কম্পিউটার বিএসএফ ৪৩ নম্বর বাহিনীর পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়েছে।

করমছড়ায় 'নিগো মাফিয়া' সক্রিয়, সরকারি টেন্ডার দখলের অভিযোগ, উদ্বেগে স্থানীয় ঠিকাদাররা

আগরতলা, ২৯ নভেম্বর: লংতরাইভ্যালীর করমছড়া এলাকায় সরকারি টেন্ডার ঘিরে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। স্থানীয় ঠিকাদারদের একাংশের অভিযোগএকটি প্রভাবশালী মহল নামেমাত্র একটি ঠিকাদারি কমিটি গঠন করে টেন্ডারগুলো নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিচ্ছে। এই গোষ্ঠীকেই তারা 'নিগো মাফিয়া' নামে আখ্যা দিচ্ছেন।স্থানীয়দের দাবি, সদ্য গঠিত 'ঠিকাদারি কমিটির' সভাপতি নামেমাত্র দায়িত্বে থাকলেও, আড়ালে আরেকটি গোপন কমিটি পুরো টেন্ডার প্রক্রিয়া পরিচালনা করছে। এই গোষ্ঠীর সঙ্গে এলাকার এক রাজনৈতিক নেতার ঘনিষ্ঠ কয়েকজন ব্যক্তি, একজন রেশন ডিলার ও পূর্বে বিরোধী দলের সমর্থক থাকা কয়েকজন রয়েছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয় ঠিকাদারদের বক্তব্য, আমাদের বলা হয়েছিল সকলে কাজ পাবো। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে নিজেদের লোকজনের নামেই সব টেন্ডার উঠছে।

সূত্র দাবি করছে, সাম্প্রতিক কয়েকটি টেন্ডার কল হলে কমিটির সভাপতি নাকি গোপন কমিটিকে মোটা অঙ্কের বিনিময় দিয়ে তিনটি কাজ নিজের নামে নিয়ে নেন এবং একটি কাজ নাকি এক বহিরাগত ঠিকাদারকে বিক্রি করেন। যদিও এসব অভিযোগের স্বাধীন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

১০ ডিসেম্বর থেকে উদয়পুরে রাজ্যভিত্তিক নাট্য উৎসব

আগরতলা, ২৯ নভেম্বর: আগামী ১০ ডিসেম্বর থেকে উদয়পুরে রাজ্যভিত্তিক নাট্য উৎসব শুরু হবে। উদয়পুরের রাজর্ষি হলে আজ রাজ্যভিত্তিক নাট্য উৎসবের জন্য প্রস্তুতি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। সভার শুরুতে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য সকলকে স্বাগত জানান। তিনি অনুষ্ঠিতব্য নাট্য উৎসবের বিষয়ে আলোকপাত করেন। এবছর সারা রাজ্য থেকে মোট ৩৩টি নাট্য দল অংশগ্রহণ করবে। প্রতিদিন ২টি নাটক পরিবেশিত হবে। আজকের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়, বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী, এডিএম সুভাষ আচারা, সমাজসেবী সবিতা নাগ প্রমুখ। সভা থেকে সিদ্ধান্ত হয় একটি প্রস্তুতি কমিটি এবং ৫টি উপকমিটি গঠন করা হবে।

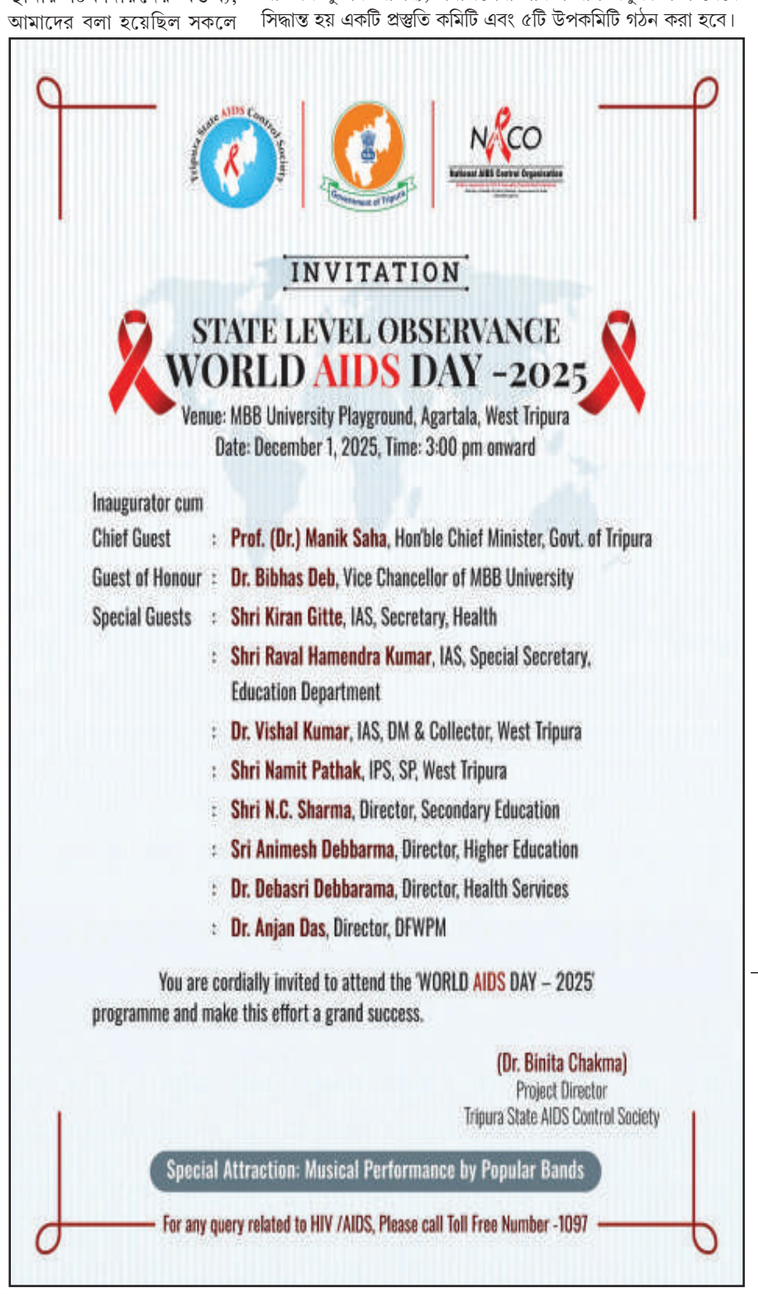

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas